পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 258 Tuesday, 19 August, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৫৮ সংখ্যা ❋ ২ ভাদ্র ১৪৩২, মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলে শ্রমশ্রীতে মাসে ৫ হাজার টাকা

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতই বড় ঘোষণা মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ সময়ে নির্বাচন হলে বাংলায় বিধানসভা ভোটের আর ৮ মাস বাকি। অনেকেই বলতে শুরু করেছেন এটা ভোট বছর। ঠিক এমনই পরিস্থিতিতে সোমবার বিকেলে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে ঘোষণা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতই আড়েবহরে বেশ বড়। তা হল বাংলার যাঁরা পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে ভিন রাজ্যে কাজ করছেন, তাঁরা ঘরে ফিরলে তাঁদের সাময়িক ভাতা দেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার। যে প্রকল্পের নাম হল 'শ্রমশ্রী'। সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক ছিল। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য নতুন প্রকল্পের ব্যাপারে ওই বৈঠকেই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। তার পর নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''ভিন রাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের উপর লাগাতার অত্যাচার চলছে। অনেকেই কাজ হারাচ্ছেন, পাচ্ছেন না ন্যায্য মজুরি বা ন্যূনতম সম্মান। তাঁদের স্বার্থেই 'শ্রমশ্রী' চালু করছে রাজ্য সরকার।'' এ হল অনেকটা উৎসাহ ভাতা। বাংলার শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরে আসার জন্য উৎসাহ দিতেই এই প্রকল্প। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসার পর প্রথম ১ বছর প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা করে পুনর্বাসন ভাতা পাবেন শ্রমিকরা। তাঁরা স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পাবেন। কারও পাকা বাড়ি না থাকলে আবাস যোজনায় অনুদান পাবেন। ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার জন্য সরকারি সহায়তা দেওয়া হবে। তা ছাড়া অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে তাঁদের। কিন্তু শ্রমশ্রীর সুবিধা পাবেন কারা? প্রাথমিকভাবে বাংলার ২২ লক্ষ ৪০ হাজার শ্রমিক যাঁরা ইতিমধ্যেই সরকারি পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করেছেন, তাঁরা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই প্রকল্পের রূপায়ণ ও কার্যকারিতা সরাসরি নজরদারি করবেন রাজ্যের মুখ্যসচিব। 'শ্রমশ্রী' প্রকল্পকে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য 'ঘরে ফেরার সেতু' বলেই ব্যাখ্যা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর

কথায়, ''এই শ্রমিকরাই আমাদের গর্ব, তাঁদের সম্মান রক্ষায় রাজ্য সরকার সবরকম ব্যবস্থা নেবে।'' আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি ওই শ্রমিকদের নতুন করে কাজ পাওয়ার জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন মমতা। ইতিমধ্যেই ৭৮ লক্ষ জব কার্ড তৈরি করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিনের মধ্যে যাঁরা ফিরে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে ২৭৩০টি পরিবার আছে। পরিবার পিছু ৪-৫ জন করে হলে মোট ১০ হাজার মানুষকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী এদিন হিসেব দিয়ে বলেন ২২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক এতে উপকৃত হবেন। বাংলার বাইরে শ্রমিকদের উপর অত্যাচার হচ্ছে বলে এদিন ফের একবার সরব হন মমতা। গত কয়েকদিন ধরে ভিনরাজ্যে বারবার পরিযায়ী শ্রমিকদের অত্যাচারের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ যে তাঁদের অনেককেই বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত করে অত্যাচার করা হচ্ছে। এমনকী বাংলাদেশে পুশব্যাক করার অভিযোগও উঠেছে। সেই আবহেই মমতার এই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা। তবে বিরোধীরা এই প্রকল্পের ব্যাপারে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। বিজেপির মুখপাত্র সজল ঘোষ বলেন, ''এও একটা স্ক্যাম হতে চলেছে। প্রথম কথা হল, ২২ লক্ষ লোক বাংলায় ফিরে করবে কী, কাজের সুযোগই তো তৈরি করতে পারেনি বর্তমান সরকার। দেখা যাবে, এই টাকা ভূতে লুটে খাচ্ছে। ঠিক যেমন একশ দিনের কাজে ভুয়ো জব কার্ডে টাকা লুঠ হয়েছে।'' প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেন, ''এই ঘোষণায় কোনও স্থায়ী সমাধানের দিশা নেই। যা রয়েছে তা হল খয়রাতি করে ভোট কেনার। যাতে তথাকথিত ওই ২২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক টাকার জন্য অন্তত ভোটের দিন এসে ভোটটা দিয়ে যান।'' এদিন নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, মেন্টাল হেলথের নামে পরোক্ষে এনআরসির সার্ভে চালাচ্ছে কল্যাণী এইমস। তবে তাঁর সেই অভিযোগের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাল্টা বিবৃতি দিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা-র দ্বিতীয় পর্যায় চলছে। সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করছে বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড নিউরো সায়েন্সেস। এই সমীক্ষাতেই অংশ নিয়েছে কল্যাণী এইমস। আপাতত পশ্চিমবঙ্গের ৭ জেলায় শুরু হয়েছে এই স্বাস্থ্য সমীক্ষা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টত দাবি করেছেন, নানাবিধ প্রশ্ন করে সাধারণ মানুষের থেকে তথ্য হাতিয়ে এনআরসি করার চক্রান্ত চলছে এইভাবে। তবে এই প্রেক্ষিতে কল্যাণী এইমস পরিষ্কার জানিয়েছে, এই সমীক্ষার জন্য যে প্রশ্নাবলী ব্যবহার করা হচ্ছে, তার অনুমোদন দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড নিউরো সায়েন্সেস। ফলে এর বৈজ্ঞানিক নির্ভরযোগ্যতা ও নৈতিক মান বজায় থাকছে সর্বোচ্চ স্তরে। কর্তৃপক্ষের আরও বক্তব্য, এই স্বাস্থ্য সমীক্ষা শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, গোটা দেশেই চলছে। দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে একইভাবে এই সমীক্ষা করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই - জনগণের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে বর্তমান বাস্তব ছবি জানা এবং ভবিষ্যতে কী কী প্রয়োজন, তার পর্যালোচনা করা। মুখ্যমন্ত্রীর অবশ্য অভিযোগ, ''এইমসকে আমরা এত জমি দিয়েছি, কিন্তু উদ্বোধনের সময় আমাদের ডাকে না। এখন মেন্টাল হেলথের নাম করে একটা রাজনৈতিক দলের হয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করছে। কেন্দ্রের কাজ কেন্দ্র করুক, এইমসের কাজ রোগী সুস্থ করা - সার্ভে করা নয়।'' এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, ''এইমসকে বলব, আপনাদের কাজ রোগী দেখা, অন্যের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করা নয়। এই খেলা বন্ধ করুন।'' তবে এখন এইমস কর্তৃপক্ষের পাল্টা বিবৃতি যে বিষয়টিকে আরও আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এল, তা বলাই বাহুল্য।

'শুধু কি আপনারাই অ্যাফেক্টেড হচ্ছেন?', তৃণমূলকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ তৃণমূল। নির্বাচনের এক বছর আগেই বুথ লেভেল এজেন্টদের তথ্য চাইছে কমিশন। রাজ্যের শাসক দলের দাবি, এখন এই তথ্য চাওয়াটা নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। সোমবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে ওঠে সেই মামলা। পশ্চিমবঙ্গে যে শীঘ্রই এসআইআর শুরু হবে, সেই ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই দিয়েছে কমিশন। সেই আবহে এই মামলা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এদিন তৃণমূলের আবেদন শুনে বিচারপতি বলেন, ''শুধু কি আপনারাই অ্যাফেক্টেড (প্রভাবিত) হচ্ছেন? নাকি সমস্ত রাজনৈতিক দল? আপনারা একা

কেন এসেছেন?'' প্রশ্ন শুনে তৃণমূল কংগ্রেসের আইনজীবী বলেন, ''অন্য দল হয়ত মেনে নিয়েছে, কিন্তু আমরা এই বিষয়টা নিয়ে চ্যালেঞ্জ করছি।'' দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হয়েছিল তৃণমূলের তরফে। তবে সেই আবেদন ফিরিয়ে দিয়েছে আদালত। আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। তার আগেই বিশেষ নিবিড় পরিমার্জন বা এসআইআর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বাংলায়। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে বুথ স্তরের এজেন্টদের নাম চাওয়া হচ্ছে। আর তাতেই আপত্তি তৃণমূলের। রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানান, এই সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁরা তিন জন মিলে সিদ্ধান্ত নেবেন। পশ্চিমবঙ্গ বা দেশের অন্য কোনও রাজ্যে কবে থেকে ভোটার তালিকার বিশেষ ও নিবিড় পরিমার্জন শুরু হবে, তা পরবর্তীতে সঠিক সময়ে ঘোষণা করে দেওয়া হবে।

রাজনৈতিক প্রভুদের ছাড়ুন, বিরোধীদের আক্রমণ করা কমিশনের কাজ নয় । তৃণমূল

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্টঃ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে হলফনামা জমা দিতে বলেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের সেই দাবির প্রতিবাদে একদিকে মুখ খুলেছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে, ইন্ডিয়া জোটের তরফে করা সাংবাদিক বৈঠকেও সেই হলফনামা প্রসঙ্গে সরব হলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। ইন্ডিয়া জোটের তরফ থেকে কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এদিন মুখ খোলেন মহুয়া মৈত্র। তিনি মনে করিয়ে দেন, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম ভুয়ো ভোটারের ইস্যু সামনে এনেছিলেন। মহুয়া বলেন, ''কমিশনার স্যার, এই ধরনের রাজনৈতিক আক্রমণের কাজ আপনার নয়। রাজনৈতিক প্রভুদের ছাড়ুন। পাপেটের মত কাজ করছেন।'' মহুয়া এদিন প্রশ্ন তোলেন, কমিশন হলফনামা চাইছে কীভাবে? বিহারের এসআইআর-এর তথ্যের কথা উল্লেখ করে তৃণমূল সাংসদ বলেন, ''কমিশন নিজেই বলেছে যে ২২ লক্ষ মানুষ মৃত। এটা তাদেরই তথ্য। এখন আমাদের প্রমাণ করতে বলছেন? কমিশন মিথ্যে কথা বলছে। শীর্ষ আদালত সম্পর্কে মিথ্যে কথা বলছে।'' মহুয়ার দাবি, মৃত ব্যক্তি ড্রাফট লিস্টে আছে আর জীবিত ব্যক্তি বাদ পড়ে গিয়েছেন, এমনও হয়েছে। তৃণমূল সাংসদের বক্তব্য, তালিকায় যদি গরমিল থেকে থাকে, তাহলে সেই তালিকা অনুযায়ী নির্বাচন হয়ে যে লোকসভা গঠন হয়েছে, তা অবিলম্বে ভেঙে দেওয়া হোক। আপাতত কমিশন বিরোধীদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন, এমনটাই বললেন তৃণমূল সাংসদ। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে ভোট চুরির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন রাহুল। বিকেলের মধ্যেই সরব হয়ে যায় নির্বাচন কমিশন। কংগ্রেস নেতার দিকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় তারা। কমিশনের তরফে জানানো হয়, ভোটার তালিকায় কারচুপির যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, হলফনামা দিয়ে শপথ করে সে কথা সাংসদ স্বীকার করুক। অথবা, তিনি যে 'ভুয়ো' দাবি করেছেন, তা স্বীকার করে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চান।

একের পর এক আটক, স্থগিত করা হল এসএসসি অভিযান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ সোমবার এসএসসি ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। তবে একের পর এক ধর-পাকড় শুরু হওয়ায় স্থগিত এসএসসি ভবন অভিযান। মূলত, অডিয়োকাণ্ডে গ্রেফতার করা হয়েছে সুমন বিশ্বাসকে। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের দাবি, দুই চাকরিহারা শিক্ষকের ফোনে কথোপকথনের অডিয়ো তাদের হাতে এসেছে। পুলিশের তরফে দাবি করা হচ্ছে, ওই অডিয়োতে পুলিশকে বোমা মারা, পাথর ছোড়া, সকেট বোমা মারার কথা বলা হয়েছে। পুলিশের দাবি, এসএসসি অভিযানকে হিংসাত্মক আন্দোলনে পরিণত করতে চেয়েছিল এই চাকরিহারারা। এরপর সোমবার আদিসপ্তগ্রাম থেকে মগড়া থানার পুলিশ সুমনকে গ্রেফতার করেন। শুধু সুমন একাই নন, এসএসসি অভিযানে যোগ দিতে আসা দুই আরও চাকরিহারাকেও আটক করা হয়েছে করুণাময়ী থেকে। একের পর এক চাকরিহারাদের পুলিশ গ্রেফতার আটক করার জন্যই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আন্দোলন স্থগিত রাখা হবে। তবে আন্দোলনকারীরা এও জানিয়েছেন, সোমবার আন্দোলন স্থগিত রাখা হলেও তাঁরা কিন্তু নিজেদের দাবি থেকে সরছেন না। এ দিকে, করুণাময়ী চত্বরে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সাদা পোশাকের পুলিশে ছয়লাপ পুরো চত্বর। অনেক সময়ই দেখা যায়, আন্দোলনকারীরা যে রুটে মিছিল বা বিক্ষোভ দেখানোর কথা বলেন, তার পরিবর্তে অন্যদিকে চলে যান। সেই কারণে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

১ লক্ষ ১০ হাজার পুজোর অনুদানের বিরোধিতা, আবার হাইকোর্টে গেল মামলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ দুর্গাপুজোর অনুদানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ফের কলকাতা হাইকোর্টে মামলা। দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়ে বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ আইনজীবী শামিম আহমেদের। চলতি সপ্তাহেই শুনানির সম্ভাবনা। এর আগে এই একই ইস্যুতে আগেও একটি মামলা দায়ের হয়। দুর্গাপুরের বাসিন্দা সৌরভ দত্ত এই মামলা করেন। সরকারি টাকা কীভাবে ক্লাবে দেওয়া হচ্ছে? তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মামলা হয়। সেই মামলাতে অন্তর্বর্তী নির্দেশ হাইকোর্ট আগেই দিলেও মামলা এখনও জারি

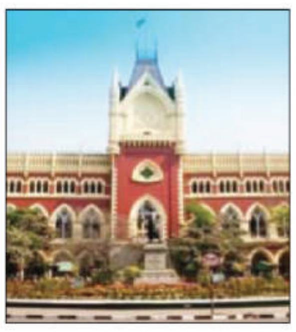

রয়েছে। তাই নতুন মামলার সঙ্গে সেই মামলারও শুনানির সম্ভাবনা। উল্লেখ্য, ২০১৮ সাল থেকে শুরু হয় অনুদান পর্ব। শুরুর বছর থেকেই এই অনুদান দেওয়াকে কেন্দ্র করে সমালোচনার মুখে পড়ে সরকার। প্রশ্ন ওঠে কেন সরকার টাকা দেবে? তবে সেই সব তর্ক-বিতর্ক পিছনে রেখেই প্রতি বছর লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে অনুদানের অঙ্ক। চলতি বছর ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা অনুদানের ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। উল্লেখ্য, গত বছর (২০২৪) আরজি করের ঘটনা নিয়ে উত্তাল হয় বঙ্গ রাজনীতি। চিকিৎসক-সাধারণ নাগরিকদের আন্দোলন নিয়ে তোলপাড় হয় বাংলা। বিশ্বের নানা প্রান্তে প্রতিবাদ হয়েছিল। সেই আবহের মধ্যেই হয়েছিল দুর্গাপুজো। তখনও বহু ক্লাব ফিরিয়ে দিয়েছিল সরকারি অনুদান।

'এই জন্যই বলি এরা বাংলা বিরোধী'! ১০০ দিনের কাজ নিয়ে কেন্দ্রকে অভিষেক, হুঁশিয়ারি কমিশনকেও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ ১ আগস্ট থেকে রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ ফের চালু করার এবং বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। কিন্তু সেই নির্দেশ অমান্য করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে কেন্দ্র। সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠক থেকে যার তীব্র প্রতিবাদ জানাল তৃণমূল। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''সরকার হাইকোর্টের নির্দেশ মানছে না, কারণ তারা চায় না বাংলার গরিব মানুষরা টাকা পাক। এই জন্যই আমরা বলি, এরা জনবিরোধী, বাংলা-বিরোধী সরকার।'' সঙ্গে যোগ করেন, ''বিজেপি যেভাবে দেশ চালাচ্ছে তা মানুষ দেখে ফেলেছে। এরা আগাগোড়াই জনবিরোধী।'' নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অভিষেক। তাঁর দাবি, ''লক্ষ লক্ষ মৃত ভোটারের নাম রয়েছে ভোটার তালিকায়। ওই তালিকার ভিত্তিতেই নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তাহলে যদি সত্যিই এসআইআর করতে হয়, আগে লোকসভা ভাঙো। আমরা তো মানুষকে ফেস করতে ভয় পাচ্ছি না, ভয় পাচ্ছে বিজেপি। তাই কমিশনকে দিয়ে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চাইছে।'' অভিষেক এও বলেন, ''রবিবার বিরোধী দলের তরফে কমিশনের কাছে যে প্রশ্নগুলো রাখা হয়েছিল, ২৪ ঘণ্টা পরেও ওরা সদুত্তর দিতে পারেনি। এর থেকেই স্পষ্ট, কমিশন মুখে যা বলছে আর যা কাজ করছে, তা এক নয়।'' কমিশনের দেওয়া নোটিস নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। বলেন, ''কমিশন বলছে সাত দিনের মধ্যে হলফনামা না দিলে কোনও দাবির গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না। আমি পাল্টা বলি, বিহারে ৬৫ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, কমিশন হলফনামা দিয়ে বলুক-একটা নাম ভুল থাকলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ইস্তফা দেবেন কি?'' নির্বাচন কমিশন বিজেপির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছে বলে অভিযোগ করে বাংলার ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টার বিরুদ্ধেও কড়া হুঁশিয়ারি দেন অভিষেক। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, জোর করে একটা নামও বাদ দিলে আন্দোলনের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেব বাংলা কী করতে পারে। গত ৩ বছরের বেশি সময় ধরে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বাংলার প্রাপ্য টাকা আটকে রাখার অভিযোগেও ফের সরব হয়েছেন অভিষেক। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ বলেন, ''বাংলায় হেরে কেন্দ্র আবাস, রাস্তা-সহ একাধিক প্রকল্পে রাজ্যের ১ লক্ষ ৯৪ হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছে। মোদিকে বলুন আগে সেই টাকা মেটাতে, তারপরে বাংলা নিয়ে কথা বলতে।''

এসআইআর নিয়ে উত্তাল সংসদ, 'কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে', সমঝে দিলেন বিড়লা

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্টঃ বিহারে বিশেষ এবং নিবিড় পরিমার্জন ঘিরে সোমবার ফের উত্তপ্ত হল লোকসভা। ওয়েলে নেমে স্লোগান তুলতে দেখা গেল বিরোধী সাংসদদের। যার জেরে অধিবেশন উঠল লাটে। গলার সুর সপ্তমে চড়াতে দেখা গেল লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকেও। সাংসদদের কড়া ভাষায় তিনি বলেন, ''মানুষ আপনাদের সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করার জন্য ভোটে জেতায়নি।'' এই রকম আচরণ যদি ফের কেউ করে, তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সমঝেও দেন তিনি। বাদল অধিবেশনের শুরু থেকেই জারি রয়েছে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ। বেশির ভাগ দিনই অধিবেশন হয়েছে মুলতুবি। কখনও বিরোধী সাংসদরা বিক্ষোভ দেখিয়েছে অধিবেশনের মাঝে, কখনও বা অধিবেশন শুরুর আগে। যার জেরে সেদিনকার মতো পাঁচ ঘণ্টা কাজের সময় পূরণ হওয়ার আগেই 'বন্ধ' হয়েছে আলোচনা। এদিন সেই নিয়ে ক্ষোভ চড়াতে দেখা যায় লোকসভা অধ্যক্ষকেও। তপ্ত সংসদে বিরোধীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ''চিৎকার করে স্লোগান তোলার থেকে ওই শক্তি প্রশ্ন করার জন্য ব্যবহার করুন। কাজে দেবে। দেশের মানুষেরও ভাল হবে।'' এরপরেই তাঁর সংযোজন, ''যদি আপনারা সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার চেষ্টা করেন। তা হলে আমাকে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। যা গোটা দেশ দেখবে। এর আগেও এই রকম ব্যবস্থা সংসদে নেওয়া হয়েছে। তাই সমঝে যান। এটাই আমার অনুরোধ।''

জয়েন্টের ফল অধরাই! তোষণ রাজনীতিতে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি করলেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এবং বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী আবারও সরব হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোষণ নীতির কারণে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা এক ভয়াবহ সংকটের মুখে পড়েছে। তিনি বলেন, ''উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের তিন মাস পেরিয়ে গেলেও সরকারি কলেজগুলিতে ভর্তি প্রক্রিয়া এখনও শুরু হয়নি। এমনকি, জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলাফলও এখনও ঘোষণা করা হয়নি।'' এই পরিস্থিতির জন্য তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোটের রাজনীতি এবং তোষণ নীতিকে দায়ী করেছেন। এই ঘটনা রাজ্যের প্রায় পাঁচ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ বিপন্ন করছে বলে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় ওবিসি তালিকার বাইরে থাকা ৭৬টি মুসলিম সম্প্রদায়কে অবৈধভাবে ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করছেন, যাতে তারা ওবিসি-দের সুযোগ-সুবিধা পেতে পারেন। এই কারণে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফলাফল ঘোষণায় বিলম্ব হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেছেন। এছাড়া, তিনি বলেন, ''সরকারি কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবসার সুযোগ করে দিচ্ছেন।'' এর ফলে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার পুরোপুরি বেসরকারিকরণের পথে এগোচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। শুভেন্দু

অধিকারী বলেন, ''উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের তিন মাস পার হয়ে গেলেও সরকারি কলেজে ভর্তি শুরু হয়নি। জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফলাফলও এখনও ঘোষণা করা হয়নি। অন্য রাজ্যে ফলাফল ঘোষণার পর ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়ে ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এমন অবস্থা স্বাধীনতার পর এই প্রথম। এর ফলে পাঁচ লক্ষের বেশি ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ বিপদে পড়েছে। তিনি আরও বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে কোটি কোটি টাকার ব্যবসার সুযোগ করে দিচ্ছেন।'' এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে শুভেন্দু অধিকারী বিজেপি পরিষদীয় দলের ১৫ জন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি রাজ্যপালের কাছে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে একটি ডেপুটেশন তুলে দেওয়া হয়েছে, যাতে এই সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন করা হয়েছে। শুভেন্দু বলেন, ''রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা এখন ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মুখে। আগামী প্রজন্মের পাঁচ লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনার বিরুদ্ধে আমরা সরব হয়েছি এবং রাজ্যপালের কাছে হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছি।'' এই ঘটনা রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এক্স প্ল্যাটফর্মে শুভেন্দু অধিকারীর এই অভিযোগ নিয়ে বিজেপি সমর্থকরা তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। একটি পোস্টে বলা হয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করছেন। ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা করা হচ্ছে। তবে, তৃণমূল কংগ্রেস এই অভিযোগের জবাবে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যেও এই পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। তারা দ্রুত ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু এবং জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফলাফল ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার এই সংকট নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ এবং সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে সবার নজর রয়েছে।

সোমবার সকালে বাড়লো দেশের শেয়ার সূচক

মুম্বই, ১৮ আগস্ট ঃ আমেরিকার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক অবাধ বাণিজ্য বৈঠক আপাতত হচ্ছে না। কিন্তু তার কোনও বিরূপ প্রভাব পড়ল না শেয়ার বাজারে। বরং সপ্তাহের প্রথম ট্রেডিং সেশনেই চাঙ্গা ভাব দেশের শেয়ার বাজারে। সোমবার সকালে লাফিয়ে উঠল ভারতীয় শেয়ার বাজারের সূচক। সোমবার বাজার খোলার আধ ঘণ্টার মধ্যে সেনসেক্স বাড়ে ১০৮৩ পয়েন্ট। নিফটি৫০ বেড়ে হয় ৩৬৯ পয়েন্ট।এরপর আবার এদিন সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট নাগাদ সেনসেক্স ১০২১.২৩ পয়েন্ট হয়ে ৮১,৬২৪.৬৯ অঙ্কে পৌঁছয়। নিফ্টি ৩৫০.০৫ পয়েন্ট উঠে হয় ২৪,৯৭৯। মূলত গাড়ি এবং ভোগ্যপণ্য সংস্থাগুলির শেয়ার টেনে তুলেছে সূচককে। মুদ্রার বাজারের লেনদেনের শুরুতে ডলারের নিরিখে টাকাও কিছুটা এগোতে পেরেছে।

নদী ভাঙনে তলিয়েছে ঘরবাড়ি, প্রশাসনিক আশ্বাসেও সুরাহা না মেলায় পথ অবরোধ স্থানীয়দের

দিনহাটা, ১৮ আগস্ট ঃ বুড়া ধরলা নদীর ভাঙনে তলিয়ে গিয়েছে ঘর-বাড়ি। প্রশাসনিক আধিকারিকদের আশ্বাসের পরও সুরাহা না মেলায় বিক্ষোভে শামিল হলেন দ্বারিকামারী এলাকার বাসিন্দা। সোমবার কোচবিহারের দিনহাটা-মাতালহাট রাজ্য সড়কের ছোট নাচনিয়া এলাকায় অবরোধে শামিল হন স্থানীয়রা।তাঁদের অভিযোগ, নদী ভাঙনের জেরে জমি, বাড়ি-ঘর নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে বিপাকে পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয়দের দাবি, প্রশাসনিক আধিকারিকরা এসে আশ্বাস দিলেও কোনও সুরাহা হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে অবরোধের শামিল হলেন তাঁরা। স্থানীয়রা জানান, যতদিন না তাঁদের সমস্যা মিটছে, তাঁরা এভাবেই আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। এদিন ঘটনাস্থলে যায় দিনহাটা থানার পুলিশ । তাঁরা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। আন্দোলনকারীরা বিডিওকে ঘটনাস্থলে আসার কথা জানান। লিখিতভাবে না জানালে এই অবরোধ চলতে থাকবে বলেও জানিয়েছেন তাঁরা। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত অবরোধ চলছে।

উপরাষ্ট্রপতির থেকে দেশে অনেক গুরুতর ইস্যু রয়েছেঃ সঞ্জয় রাউত

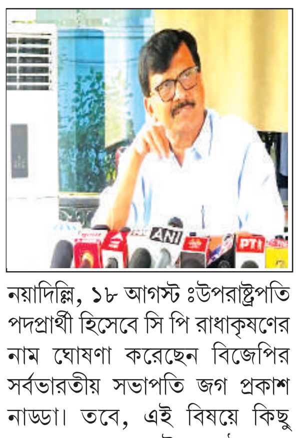

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট ঃউপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে সি পি রাধাকৃষণের নাম ঘোষণা করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা। তবে, এই বিষয়ে কিছু বলতে নারাজ উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের সাংসদ সঞ্জয় রাউত।সোমবার সঞ্জয় রাউত বলেছেন, সি পি রাধাকৃষ্ণণ অবশ্যই মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল, একজন অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল যদি উপরাষ্ট্রপতি হন, তাহলে আমরা খুশি হব, তবে একটি নির্বাচন হবে। ইন্ডি জোট একটি সিদ্ধান্ত নেবে, সেই সিদ্ধান্ত কী হবে তা আমি বলতে পারছি না। তবে আজ আমরা এটি নিয়ে আলোচনা করব এবং সিদ্ধান্ত নেব। উপরাষ্ট্রপতি পদের চেয়েও গুরুতর একটি বিষয় দেশে রয়েছে, ভোট চুরির বিষয়টি এবং আমরা এটি থেকে মনোযোগ সরাতে চাই না।

এসআইআর ইস্যুতে লোকসভা উত্তাল, রাজ্যসভাতেও হইহট্টগোল বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট ঃ যেমন আশঙ্কা ছিল, তাই হল। এসআইআর ইস্যুতে সোমবার উত্তাল হয়ে উঠল লোকসভা, তুমুল হট্টগোলের কারণে দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে লোকসভার অধিবেশন।এসআইআর এবং অন্যান্য ইস্যুতে বিরোধী সাংসদদের প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, আপনারা যদি স্লোগান দেওয়ার মতোই জোরে প্রশ্ন করেন, তাহলে তা দেশের মানুষের জন্য মঙ্গলজনক হবে। জনগণ আপনাদের সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করতে পাঠায়নি এবং আমি আপনাদের অনুরোধ করছি এবং সতর্ক করছি কোনও সদস্যের সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করার অধিকার নেই। আপনারা যদি সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করার চেষ্টা করেন, তাহলে আমাকে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং দেশবাসী আপনাদের দেখবে। অনেক বিধানসভায় এই ধরনের ঘটনার জন্য সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমি আপনাদের আবারও সতর্ক করছি। সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করার চেষ্টা করবেন না। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ। এরপর দুপুর ১২টা পর্যন্ত সভার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়।একই পরিস্থিতি ছিল রাজ্যসভাতেও। বিরোধী দলের সাংসদদের স্লোগানের জেরে রাজ্যসভা দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতবি করে দেওয়া হয়েছে। ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ বলেন, দয়া করে সংসদকে চলতে দিন। এটি জিরো আওয়ার।

বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ফের তোপ অখিলেশের, আনলেন একগুচ্ছ অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট ঃ বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ফের আক্রমণ শানালেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। সোমবার অখিলেশ বলেছেন, তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে পিছিয়ে পা।৷ শ্রেণীর ভোট কেটে দিচ্ছে, সত্য হল তাদের ভোট মুছে ফেলা হচ্ছে। আমাদের দাবি শুধু এই যে, যদি আপনি একজন ডিএমকে সাসপেন্ড করেন, তাহলে সারা দেশে একটি ভোটও কাটা হবে না। ২০১৭ সালে যখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তখন নির্বাচন কমিশন অনেক অফিসারকে সরিয়ে দিয়েছিল। ২০১৯, ২০২২, ২০২৪ সালে একজনও অফিসারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিনা বলুন। সমাজবাদী পার্টির সময়, আপনি জানতে পারবেন কত অফিসারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ডিজিপিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, স্বরাষ্ট্রসচিবকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু উত্তর প্রদেশে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে একজনও অফিসারকে সরিয়ে দেওয়া হয়নি। একটিও অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও অফিসারকে সরিয়ে দেওয়া হয়নি। কেন? এর মানে হল নির্বাচন কমিশন বিজেপির কথা বেশি শোনে। আমরা যদি অভিযোগ করি, তাহলে অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। ছিবরামাউয়ের একজন বিজেপি বিধায়ক তাঁর বুথে ৪০০টি ভুয়ো ভোট করেছিলেন।অখিলেশ যাদব আরও বলেছেন, আমি অন রেকর্ডে বলছি, যখন মমতাজি বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হন, তখন নির্বাচন কমিশন সরাসরি এসও-এর সঙ্গে কথা বলছিলেন, পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। অখিলেশ বলেছেন, অনুরাগ ঠাকুরও কনৌজ সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন। তবে, যদি ঠাকুরকে প্রথমে ঠাকুর অনুরাগ যোগ করা হয, তাহলে অর্থ বদলে যায়। আমাদের দাবি কেবল এতটুকুই যে জাতির ভিত্তিতে বিএলও নিয়োগে করবেন না। জাতির ভিত্তিতে প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগ করবেন না।মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণকে এনডিএ-র উপরাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করার বিষয়ে. তিনি বলেন, রাজনাথ সিং জি একজন সিনিযর নেতা। তিনি উত্তর প্রদেশ থেকে এসেছেন, তিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রী। যদি তারা কথা বলেন, আমরা কথা বলব এবং যদি কথা বলার প্রয়োজন হয, আমরা কথা বলব। তবে আমাদের রাজনৈতিক লাইন তখন স্পষ্ট হবে যখন ইন্ডি অ্যালায়েন্স সিদ্ধান্ত নেবে।

এসআইআর-এর বিরুদ্ধে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ বিরোধীদের, ধর্না তৃণমূলেরও

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট ঃ বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবি। সংশোধন (এসআইআর)-এর বিরোধিতায় সোমবার সংসদ ভবন চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন ইন্ডি জোটের সদস্যরা। নির্বাচন কমিশনের আপত্তি সত্ত্বেও 'ভোট চুরি' স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধী দলের সাংসদরা। কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি-সহ বিভিন্ন দলের সাংসদরা বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন।অন্যদিকে, বাংলা ভাষা ইস্যুতে এদিন সংসদ চত্বরে ধর্না দেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরা। উপস্থিত ছিলেন সাগরিকা ঘোষ, শতাব্দী রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। তেলেঙ্গানার কংগ্রেস সাংসদরা এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন, তেলেঙ্গানার কৃষকদের জন্য ইউরিয়া ছাড়ার দাবিতে। কংগ্রেস সাংসদ মাল্লু রবি বলেছেন, তেলেঙ্গানার কৃষকদের জন্য ইউরিয়া হল জীবনরেখা। ভারত সরকার তেলেঙ্গানাকে ৯ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া বরাদ্দ করেছিল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত মাত্র ৫ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া দেওয়া হয়েছে। আমাদের দাবি হল, এটি অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়া উচিত।

আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),১৮আগষ্টঃ আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক

দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করে নির্মলাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট ঃকেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নির্মলার দীর্ঘায়ু ও সর্বদা সুস্থতা কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সোমবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তাঁর প্রচেষ্টা আমাদের বিকশিত ও আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের জন্য প্রার্থনা করছি।শাড়ি থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক নীতি, বিশেষ করে তাঁর সরলতা নির্মলা সীতারমনকে আরও বিশেষ করে তুলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ মন্ত্রকের দায়িত্বে থাকা নির্মলা সীতারমনের রাজনৈতিক জীবন সাফল্য এবং চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ। অর্থমন্ত্রী হিসেবে তিনি ভারতের প্রথম পূর্ণকালীন মহিলা মন্ত্রী। তামিলনাড়ুর মাদুরাই থেকে দিল্লির ক্ষমতার করিডোর পর্যন্ত তাঁর চিত্তাকর্ষক উপস্থিতি মহিলাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। নির্মলা সীতারমনের জন্ম ১৮ আগস্ট ১৯৫৯ সালে, তামিলনাড়ুর মাদুরাইতে। তিনি তিরুচিরাপল্লির সীতালক্ষ্মী রামস্বামী কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক এবং জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

নির্বাচন কমিশন একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, সদনে শান্তির আহ্বান জানিয়ে বার্তা রিজিজুর

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট ঃকিছু দিনের বিরতির পর সোমবার ফের শুরু হয়েছে সংসদের বাদল অধিবেশন। অধিবেশনের বাকি দিনগুলিতে সদনে শান্তি বজায় রাখার জন্য বিরোধীদের কাছে আবেদন জানালেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, নির্বাচন কমিশন একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা।সোমবার সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছেন, কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির কথা বলতে গেলে, তাঁরা নির্বাচন কমিশনের বিষয়টি নিয়ে সংসদে হইহট্টগোল সৃষ্টি করেছে। আমি অনুরোধ করছি, তাঁরা হট্টগোল সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকুন। নির্বাচন কমিশন এবং কংগ্রেস দলের মধ্যে সমস্যাটি সংসদে নয়, নির্বাচন কমিশনে আলোচনা করা উচিত। আমরা নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র নই। নির্বাচন কমিশন একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, এবং আমরা তাদের পক্ষে উত্তর দিতে পারি না।

সুপ্রিম কোর্টে শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট ঃ নিয়ো দুর্নীতিতে সিবিআই মামলায় শর্তসাপেক্ষে সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে অন্য দুই অভিযুক্ত সুবীরেশ ভট্টাচার্য ও শন্তিপ্রসাদ সিংহকেও সোমবার জামিন দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আগেই নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি-র মামলায় জামিন পেয়েছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বিচারপতি এন এম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি এন কে সিংহের বেঞ্চ এ দিন জামিন দেওয়ার সময় বলেছে, প্রায় তিন বছর ধরে পার্থ জেলে রয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এমএম সুন্দ্রেশ এবং বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিং-এর ডিভিশন বেঞ্চে এ দিন পার্থর জামিন মামলার শুনানি হয়।আদালতের নির্দেশ, চার সপ্তাহের মধ্যে চার্জ গঠন করে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। দু'মাসের মধ্যে সাক্ষ্যগ্রহণ পর্ব শুরু করতে হবে। ২০২২ সালের ২২ জুলাই দক্ষিণ কলকাতার নাকতলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে রাতভর তল্লাশি চালায় ইডি। ২৩ জুলাই গ্রেফতার করে ওই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তিন বছরের বেশি সময় ধরে জেলবন্দি পার্থ। এরই মধ্যে গত জানুয়ারি মাসে ইডির মামলায় জামিন পান প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। তবে তাঁর জামিন নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে দ্বিমত তৈরি হওয়ায় তৈরি করতে হয় তৃতীয় বেঞ্চ। তৃতীয় বেঞ্চও পার্থর জামিনের আর্জি খারিজ করে দিয়েছিলেন। এর পরে সুপ্রিম কোর্টে যান তিনি।

দিল্লির একাধিক স্কুলে বোমার হুমকি! তল্লাশিতে মিললো না কিছুই

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্ট ঃ ফের বোমাতঙ্ক দিল্লির একাধিক স্কুলে। সোমবার সকালে দিল্লির ডিপিএস দ্বারকা স্কুল-সহ একাধিক স্কুলে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। ভয়ের আবহে শিক্ষার্থীদের স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। স্কুলে পৌঁছেছে পুলিশ, বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড ও দমকল বাহিনী। তল্লাশিতে এখনও কিছুই পাওয়া যায়নি। দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) দ্বারকা সোমবার সকালে সাতটা নাগাদ বোমা হামলার হুমকির ফোন পেয়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কর্তৃপক্ষ স্কুল প্রাঙ্গণ খালি করে দিয়েছে। তল্লাশির জন্য ঘটনাস্থলে পুলিশ এবং বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলকে ডাকা হযেছে।দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, হুমকিমূলক মেইলটি একটি জিমেইল আইডির মাধ্যমে এসেছে। হুমকি অনেক স্কুলে পাঠানো হয়েছে। আরও দু'টি স্কুল দিল্লি পুলিশকে এই ধরনের ইমেল সম্পর্কে জানিয়েছে। মডার্ন কনভেন্ট স্কুল, সেক্টর-৪, দ্বারকা এবং শ্রীরাম ওয়ার্ল্ড স্কুল, সেক্টর ১০, দ্বারকা। একজন অভিভাবক বলেন, আমরা স্কুল থেকে বাচ্চাদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য একটি বার্তা পেয়েছি। তাঁরা কারণটি জানায়নি। তাই আমরা আমাদের সন্তানকে ফিরিয়ে নিতে এখানে এসেছি।

ক্রিকেটার সন্দীপ পাতিলের জন্মদিন

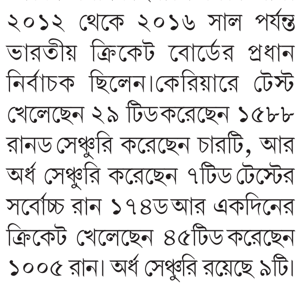

কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ সন্দীপ পাতিল ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং কোচ ছিলেন। তিনি ১৯৮৩-র ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য।১৯৫৬ সালের ১৮ আগস্ট, মুম্বইয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । ছিলেন একজন ডানহাতি মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান এবং মাঝে মাঝে মিডিয়াম পেস বোলিংও করতেন। ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেমিফাইনালে তার গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ৩২ বলে ৫১ রান করে অপরাজিত ছিলেন, যা ভারতের জয়ে সহায়তা করে।অবসরের পর তিনি ভারতীয় জাতীয় দল এবং 'এ' দলের কোচ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও, তিনি কেনিয়া দলের কোচ হিসেবে ২০০৩ সালের বিশ্বকাপে তাদের সেমিফাইনালে নিয়ে যান। ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাচক ছিলেন।কেরিয়ারে টেস্ট খেলেছেন ২৯ টিডকরেছেন ১৫৮৮ রানড সেঞ্চুরি করেছেন চারটি, আর অর্ধ সেঞ্চুরি করেছেন ৭টিড টেস্টের সর্বোচ্চ রান ১৭৪ডআর একদিনের ক্রিকেট খেলেছেন ৪৫টিড করেছেন ১০০৫ রান। অর্ধ সেঞ্চুরি রয়েছে ৯টি।

রাশিফল

মেষঃজাতক-জাতিকাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কেরও উন্নতি হবে। আপনি আপনার অনুভূতি প্রকাশ করতে প্রস্তুত হবেন। এটি আপনার কাছের মানুষদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। যদি আপনি কোনও সমস্যা নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তাহলে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আলোচনা করলে সমাধানের পথ বার হতে পারে।

বৃষঃআপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে থাকবেন। যারা অচেনা ব্যক্তির পরামর্শে তাদের অর্থ বিনিযাগে করেছিলেন তারা আজ খুব সুবিধা

মিথুনঃমিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের সংযোগ গড়ে তোলার দক্ষতা এই সময়ে আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটালে কেবল পারস্পরিক বোঝাপড়াই বৃদ্ধি করবে না। বরং আপনি কিছুটা হলেও সতেজ বোধ করবেন। এই সময়ে আপনার সৃজনশীলতাও বেশি। তাই আপনি একটি নতুন পরিকল্পনা বা প্রকল্পে কাজ করতে পারেন। তবে মনে রাখতে হবে যে, নিজেকে খুব বেশি ক্লান্ত করা এড়িয়ে চলতে হবে এবং আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে।

কর্কটঃ তাঁদের আনন্দ এবং দুঃখ ভাগ করে নিতে নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করুন যাতে তাঁরা বুঝতে পারেন যে আপনি তাঁদের জন্য পরোয়া ।

সিংহঃব্যস্ত সমযসূচি সামলাতে গিযে, আপনি কিছু মানসিক চাপে ভুগতে পারেন। আপনাকে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হবে। শুভ দিন হতে পারে আজ।

কন্যাঃ আজ আর একঘেঁয়ে দৈনন্দিন কাজ করতে ইচ্ছে করবে না। তবে তিলকে তাল করে ফেলবেন না। তবে কোনকিছুই আপনার কাজের উৎসাহকে কমাতে পারবে না। সংসারে শান্তি হবে।

তুলাঃআপনি আপনার প্রকৃতির বিপরীত আচরণ করবেন এবং জীবনকে আরো গুরুত্ব সহকারে দেখবেন। এটি আপনার মতো নয়, তবে আপনার গাম্ভীর্যতা আপনাকে আরও দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ দেবে,

বৃশ্চিকঃরক্তের সম্পর্কের মূল্য সবকিছুর থেকে বেশি এবং আজকে আপনি তা সত্যি সত্যি অভিজ্ঞতা করবেন। আজকের দিনটি আপনার বন্ধু এবং পরিবারকে উৎসর্গ করুন, উপভোগ করুন এবং আনন্দ করুন।

ধনুঃআজ মেজাজ খুবই খারাপ থাকবে। রাগের ওপরে লাগাম পরান ও নিয়ন্ত্রণে রাখুন। যাই হোক, এটি কোথাও না কোথাও গিয়ে থামবে।

মকরঃ যেহেতু আপনি ভয়রূপী এক ভয়ঙ্কর দৈত্যের সাথে লড়ছেন, কাজেই কিছু ইতিবাচক চিন্তার ছাঁচে নিজের ভাবনাকে গড়ে নিন অন্যথায় আপনি এই ঘোর দৈত্যের নিষ্ক্রিয় এবং নির্মম শিকারে পরিণত

কুম্ভঃ এই দিনটি কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আত্ম-বিশ্লেষণের সময়। আপনার লক্ষ্যগুলিকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করতে হবে এবং সেইগুলি বাস্তবায়নের সাহস সঞ্চয় করতে হবে। করতে পারবেন।

মীনঃ অবাঞ্চিত চিন্তায় মন ভরাবেন না। বরং স্থির এবং দুশ্চিন্তামুক্ত থাকুন যাতে মানসিক দৃঢ়তা বাড়ে। বিনোদন এবং রূপচর্চায় বেশী খরচ নয়। ডাকে আসা কোন চিঠি পুরো পরিবারের জন্য খুশির খবর বয়ে আনবে। উসাহময় দিন, যেহেতু

আবহাওয়া

ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং নদিয়া জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার বাকি জেলাগুলিতেও বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার বৃষ্টি হতে পারে শুধু হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়ায়।রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.১ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের উপর যে নিম্নচাপ অঞ্চলটি তৈরি হয়েছিল, তা পশ্চিম দিকে সরেছে। পশ্চিমবঙ্গের উপর সরাসরি কোনও প্রভাব আর পড়ছে না। আবার মৌসুমি অক্ষরেখা এখনও সক্রিয়। ফলে বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে জলীয় বাষ্প স্থলভাগে ঢুকছে। তাই বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। তাপমাত্রা- ২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেলেলিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১ শতাংশ এবং ৭২সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০২.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয় ।জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ০১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ আজ সকাল থেকে ৫টা ০২মিনিটে হবে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২০মিনিটে।

প্রেমের সম্পর্কে টানাপোড়েনে রেললাইনে গিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বারুইপুর, ১৮ আগস্ট ঃ এবার প্রেমের সম্পর্কের টানাপো।নে এক গৃহবধূ ট্রেন লাইনে গিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলো। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় বাঁচলো প্রাণ।আর এই খবর পেয়েই গৃহবধূর প্রেমিকও দ্রুত চলে আসে রেল গেটে। খবর দেওয়া হয় বারুইপুর জি আর পি কে। দ্রুততার সঙ্গে পুলিশ ঘটনা স্থলে গিয়ে ওই গৃহবধূ কে উদ্ধার করে। একই সঙ্গে তাঁর প্রেমিক কে থানায় নিয়ে গিয়ে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ চালায়।পাশাপাশি ওই গৃহবধূর বাড়ির লোকজন কেও পুলিশ খবর দেয়।রবিবার রাতে আত্মহত্যার জন্য ডাউন লাইনে বসে পড়ে ওই গৃহবধূ। সেই সময় ডাউন লক্ষীকান্তপুর লোকাল বারুইপুরের বৈষ্ণব পাড়া ২ নম্বর গেটের কাছে এসে পড়ে। এমনকী, শাসন স্টেশন থেকে আপ লক্ষীকান্তপুর ছেড়েছিল। তা দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা কেউ লাল গামছা উড়িয়ে কেউবা লাইন ধরে ছুটে গিয়ে ট্রেন চালককে ট্রেন থামানোর জন্য অনুরোধ করেন। এরপরেই চালক ট্রেন থামিয়ে দেয়।আর তার জেরেই ওই গৃহবধূর প্রাণ বাঁচে। জানা গিয়েছে, ওই গৃহবধূর বাড়ি মল্লিকপুরে। সে বিবাহিত। প্রেমিকের বাড়ি মথুরাপুরে। সেও বিবাহিত। এদিন প্রেমিকের সঙ্গে ফোনে সম্পর্ক নিয়ে প্রেমিকার রাগারাগি হয়। তার জেরেই এই ঘটনা বলে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান।

বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষকে নিয়ে প্রদর্শনীয় শ্রদ্ধাঞ্জলি

মলয়র সুর, চন্দননগর, ১৮ আগস্ট ঃ বারাসাত গেট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে চন্দননগর কলেজের হেরিটেজ সভাগৃহে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের ভূমিকা শীর্ষক এক আলোচনা পর্ব হয়। পাশাপাশি এক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হয় । এতে মোট ৩৫ টি ছবি ছিল। বাংলার এই বীর সন্তান ঋষি অরবিন্দের ছবি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু অগ্নিযুগের বিপ্লবের আগুনে তার যে উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল ইতিহাস তাকে কখনো অস্বীকার করতে পারবে না। ১৮৭২ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শ্রী অরবিন্দ ঘোষের ১৫৩ তম জন্ম শতবার্ষিকী চলছে। তিনি বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জায়গায় গিয়েছিলেন। চিটাগাং, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি। পরবর্তীতে জায়গাগুলিতে ফলক বসানো হয়। ফরাসি শহর চন্দননগরে শ্রী অরবিন্দ বিপ্লবী মতিলাল রায়ের ডেরায় কয়েকদিন আত্মগোপন করেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট চন্দননগর স্বাধীনতা পায়নি। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২রা মে চন্দননগর স্বাধীনতা পায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী , চন্দননগর কলেজের অধ্যক্ষ দেবাশীষ সরকার, শ্রী অরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সচিব রঞ্জন মিত্র, সংস্থার সভাপতি অরিন্দম সিনহা রায়। বর্তমানে বছরটি চন্দননগরের স্বাধীনতা লাভের প্লাটিনাম জুবিলী বর্ষ পালিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

সাহাপুরে স্বাস্থ্য শিবির এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৮ আগস্ট ঃ পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের বকপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সাহাপুর শিবনাথ সাহা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় একগুচ্ছ সমাজসেবামূলক ও দেশপ্রেম-ভিত্তিক কর্মসূচি। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচির সূচনা হয়। উপস্থিত অতিথিরা জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান জানিয়ে দেশপ্রেম ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি তাঁদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। কলেজ প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষক ডক্টর দেবাশীষ নাগ,কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর সুশান্ত গিরি এবং কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শিবনাথ সাহার পুত্র বিল্ল সাহা।স্বাধীনতা দিবসের এই দিনটিকে আরও অর্থবহ করে তুলতে, বিল্ল সাহা তাঁর মা ঝর্ণা সাহার নামে একটি বিনামূল্যে মাসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করেন। শিবিরে এলাকার প্রায় ৫২ জন স্থানীয় বাসিন্দা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান।

আজ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের বাবা নগর মৌজায় আমাদের পাড়ার আমাদের সমাধান কর্মসূচি শুভ সূচনা এবং বিধায়ক এলাকার উন্নয়ন প্রকল্পের হইতে বামনগর সুবালা স্কুলের জন্য ৬ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ব্যয়ে স্কুলে সাইকেল সেটের শুভ উদ্বোধন করলেন মাননীয় বিধায়ক মন্টু রাম পাখিরা মহাশয়।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানের শিবিরে এসে বিক্ষোভের মুখে তৃনমূল কাউন্সিলার সোনারপুরে

দুরন্ত বার্তা, সোনারপুর, ১৮ আগস্ট ঃ এবার আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে মহিলাদের বিক্ষোভের মুখে পড়লো রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার এক তৃণমূল কাউন্সিলার সোনালি রায়। তাঁকে দেখেই হঠাই চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেন মহিলারা। রাজপুর সোনারপুর পৌরসভায় 'আমাদের পাড়া-আমাদের সমাধান' শিবিরে তুমুল অশান্তির সৃষ্টি হয়।সোমবার কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে পুরসভার ক্যাম্পে বিক্ষোভ দেখান বেশ কয়েকজন মহিলা। রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের এই শিবিরকে কেন্দ্র করে অশান্তির সৃষ্টি হয়। যদিও কাউন্সিলার সোনালি রায় বলেন, অভিযোগ যে কোনও মানুষের বিরুদ্ধেই থাকতে পারে। তা দলকে জানাক। এখানে এসে শিবির বানচাল করার অধিকার কারও নেই।এ দিন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলার সোনালি রায়। তাঁকে দেখেই হঠাই চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেন বেশ কয়েক জন মহিলা। তাঁদের অভিযোগ, দু'বারের কাউন্সিলার সোনালি রায়। কিন্তু এলাকার জন্য তিনি কিছুই করেন নি। দামি গাড়ি, শাড়ি, গয়নায় নিজেকে সাজাতেই ব্যস্ত এই জনপ্রতিনিধি। মানুষের ভোটে জিতে এলেও মানুষের জন্য কাজ করেন না। তাই তাঁকে এই ওয়ার্ডের মানুষ বয়কট করেছেন।বিক্ষোভকারী মহিলাদের আরও অভিযোগ, কাউন্সিলার অনেককে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়েছেন। চুরির কেসেও ফাঁসিয়েছেন। মনসুরা গাজি নামে এক মহিলার কথায়,আট বছর ধরে উনি কোন ওপরিষেবা দেননি, কোনও কাজ করেননি। রাস্তাঘাটের অবস্থা তো দেখলেই বোঝা যায়।এখন টাকার গন্ধ পেয়ে কাজ দেখাতে এসেছেন। ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের সকলে তাঁকে বয়কট করেছি। তিনি থাকলে, আমরা থাকব না।কাউন্সিলর সোনালি রায় বলেন , মারধরের হুমকি দেওয়ার জন্য আমি আগের শিবিরে যেতে পারিনি। অথচ সেই শিবির আমার বুথেই হয়েছিল। আমি বলব, এটা মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্প।এখানে আমার জন্মদিন পালন হচ্ছে না মুখ্যমন্ত্রীর উপর যাঁদের আস্থা আছে, তাঁরা কখনও এই ক্যাম্প বানচাল হতে দেবেন না। এমন ভয়ের আবহ তৈরি করে রেখেছে যে, এলাকার মানুষ আমাকে ফোনে বলছেন, তাঁরা এই শিবিরে আসতে সাহস পাচ্ছেন না।

নামখানা ব্লকের শিবানী মণ্ডল মহাবিদ্যালয়ে আয়োজিত হলো স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ১৮ আগস্ট ঃ শিবানী মণ্ডল মহাবিদ্যালযে. ২৮.০৭.২০২৫ থেকে ১৪.০৮.২০২৫ পর্যন্ত Infosys BPM (Project Genesis), Career Counselling Cell, এবং কলেজের Internal Quality Assurance Cell (IQAC)-এর সহযোগিতায় Language Soft Skills এবং Quantitative Aptitude-এর উপর ভিত্তি করে একটি বিস্তৃত Skill Development Programme সফলভাবে আয়োজিত হয়। এই কর্মসূচি কলেজ প্রাঙ্গণে দুটি পর্বে পরিচালিত হয়। প্রথম পর্বে, ২৮শে জুলাই থেকে ৮ই আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত, Infosys BPM-এর নিযুক্ত কর্পোরেট ট্রেনার শ্রী অনিন্দ্য চ্যাটার্জি স্পোকেন ইংলিশ ও অন্যান্য সফট স্কিলস বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ দেন। পরবর্তী পর্বে, ১১ই আগস্ট থেকে ১৪ই আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত, শ্রী অর্ণব ঘোষ, Infosys BPM-এর আর-একজন কর্পোরেট ট্রেনার, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এই কর্মসূচিতে ষষ্ঠ সেমিস্টারের প্রায় ২৫ জন ছাত্রছাত্রী নিয়মিত অংশগ্রহণ করে, এবং তাদের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়।গত কয়েক বছর ধরে Infosys BPM-এর বিভিন্ন উদ্যোগে শিবানী মণ্ডল মহাবিদ্যালয় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। কলেজের প্রিন্সিপাল ড. অতীশ দীপঙ্কর জানা, ২০২৩ সালে Infosys-এর মাইসোর ক্যাম্পাসে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অভিজ্ঞতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি কলেজের অন্যান্য শিক্ষকদের পরবর্তী প্রশিক্ষণ পর্বে অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত করেন, যাতে প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতা গড়ে তোলা যায়।এরেই ধারাবাহিকতায়, জুলাই ২০২৪-এ, ড. সৌমিক ব্যানার্জী (সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ) এবং ড. কবিতা সরকার (সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ), Infosys BPM ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনোলজি ক্যাম্পাসে যৌথভাবে আয়োজিত একটি অনুরূপ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন (০২.০৭.২০২৪ থেকে ১০.০৭.২০২৪)। প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে, ড. ব্যানার্জী এবং ড. সরকার কলেজে সফট স্কিলস ও স্পোকেন ইংলিশ-এর উপর একটি তিন মাসব্যাপী কোর্স ডিজাইন ও বাস্তবায়ন করেন, যেখানে ১০০-রও বেশি ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে উপকৃত হয়। এরপর জুন ২০২৫-এ, প্রিন্সিপাল ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক শ্রী বিশ্বজিৎ নাইয়া এবং শিক্ষা বিভাগের শিক্ষিকা অর্পিতা কাঞ্জি-কে Infosys-এর মাইসোর ক্যাম্পাসে আরও একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত করেন (০৩.০৬.২০২৫ থেকে ১১.০৬.২০২৫)।শিক্ষকবৃন্দের এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও আগ্রহ দেখে, Infosys BPM তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে শিবানী মণ্ডল মহাবিদ্যালয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।এই উদ্যোগটি নিঃসন্দেহই কলেজের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা আধুনিক চাকরির বাজারে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করেছে। ইতিবাচক ফলাফলে অনুপ্রাণিত হয়ে, কলেজ কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে নিয়মিত এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করার পরিকল্পনা নিয়েছে, যাতে ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থানের উপযুক্ত করে তোলা যায়।

স্যাবের ৪৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে এ আই এর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক কর্মশালা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্ট ঃ দ্য সাইন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল আরো একটি অত্যাধুনিক এবং গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করেছিল গত ৫ আগস্ট যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের সেমিনার রুমে। স্যাবের ৪৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ঐদিন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান এ এ আই , এম এল এর ব্যবহার এই বিষয়ে একটি যুগান্তকারী কর্মশালা সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। স্যাবের সেক্রেটারি ডক্টর শুভব্রত রায় চৌধুরী আগুনের পরশমনি গানটি দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। ১৯৭৭ সাল থেকে স্যাবের গৌরবোজ্জ্বল দিকগুলি তুলে ধরেন। বিজ্ঞান-পরিবেশ- প্রযুক্তি সর্বোপরি সমাজসেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্যাবের একনিষ্ঠ ভাবে কাজ করে চলার পথের বর্ণনা করেন। পাশে প্রচুর বিদগ্ধ গুণী মানুষ এবং সংস্থার সাহায্য যে স্যাব পেয়ে এসেছে - তাদেরকেও ধন্যবাদ জানান। স্যাবের প্রেসিডেন্ট ডঃ পারিজাত চক্রবর্তী বলেন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রায় প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। এমনকি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বা লাইব্রেরী সাইন্স এ আই অত্যন্ত জরুরী একটি পরিষেবা দিতে সক্ষম সে বিষয়ে একটি সুন্দর উপস্থাপনা তিনি করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী সাইন্স এন্ড ইনফরমেশন সেন্টারের কর্ণধার ডক্টর উদয়ন ভট্টাচার্য রিজিওনাল কম্পিউটার সেন্টার বা আরসিসি এর ইতিহাস ও প্রযুক্তি শিক্ষায় অবদানের কথা তুলে ধরেন। লাইব্রেরির বিবর্তনের দিক - তথ্য সংগ্রহের সংরক্ষণের কেন্দ্র থেকে বুদ্ধিমান নলেজ সিস্টেম রূপান্তর। স্বচালিত গাড়ির সঙ্গে তুলনা করে বলেন ,লাইব্রেরী ও হতে পারে ডেটা মাইনিং অটোমেশন ও ব্যবহারকারী উপযোগী কনটেন্ট সরবরাহের স্বয়ংক্রিয় প্ল্যাটফর্ম। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইনফরমেশন রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এর প্রধান ডঃ উজ্জ্বল মার্জিত একাডেমিক রিসার্চে এ আই টুলসের ব্যবহার নিয়ে অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ একটি সেশন নেন। এই ব্যবহারিক সেশনে বিভিন্ন এ আই(আর্টিফিশিয়াল ইন্টে লিজেন্স) এবং এম এল (মেশিন লার্নিং) টুলসের পরিচিতি প্রদান করেন যা একাডেমিক লেখালেখি, লিটারেচার রিভিউ, কনটেন্ট তৈরি ও মেটাডেটা ম্যানেজমেন্টে র সহায়ক।যেমনঃ কনটেন্ট জেনারেশন - এর জন্য চ্যাট জিপিটি ,জেমিনি ইত্যাদি সাহিত্য পর্যালোচনা জন্য রিসার্চ ' ইত্যাদি মেটাডেটা এক্সট্রাকশন এর জন্য রাইটফুল, নাপকিন ইত্যাদি। এ আই ,এম এল এবং ডাটা সাইন্স নিয়ে বক্তব্য রাখেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি এল আই এস ডঃ পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় ।তিনি ঐতিহাসিক টুরিং মডেল (১৯৩৬) এর কথা বলেন যা কিনা আধুনিক কম্পিউটারের গাণিতিক ভিত্তি স্থাপন করেছে এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ড এই টুরিং মডেল থেকে নিউরাল নেটওয়ার্ক এ মানব মস্তিষ্কের অনুকরণ হয়েছে। তিনি সুপারভাইজড, আনসুপারভাইজড, ডিপ লার্নিং এর ব্যাখ্যা করেন জে. হিনটনের নোবেল প্রাপ্ত গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে। তিনি লাইব্রেরি পরিষেবায় ওপেন রিফাইন এর ব্যবহার নিয়ে ডেমো দেখান।তিনিওপেন রিফাইন এবং এননিফ - এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন।সেমিনার -এর শেষার্ধের বিশেষ অতিথি ছিলেন ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি কলকাতার বিজ্ঞানী(ই) তাপস ত্রিবেদী ।জাতীয় স্তরে আরও গভীর এ আই প্রশিক্ষণ করা ও তাদের সহযোগিতার পরিকল্পনার কথা তিনি বলেন ।সেদিন সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে অনুষ্ঠানটির পর্যালোচনা চাওয়া হয়। তাতে বক্তব্য রাখেন ডক্টর সুমনা গাঙ্গুলী ,ডক্টর বিশ্বজিৎ দাস,ডক্টর বন্নি ঘোষ প্রমুখ ।তাঁরা সকলেই এ আই ও এম এল ভিত্তিক কয়েকদিনের প্রশিক্ষণের আয়োজন এর দরকার বলে মনে করেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের কলেজ, ইউনিভার্সিটি স্কুলের লাইব্রেরিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরীয়ান রিসার্চার এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র - ছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন যাদবপুর ইউনিভার্সিটির গেস্ট ফ্যাকাল্টি ডি এল আই এস ডক্টর শান্তশ্রী বসু। স্যাবের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সমর বেজ, চন্দ্রা রক্ষিত, দেবলীনা মুখার্জি প্রমূখ ।এই কর্মশালাটি সুষ্ঠু সম্পন্ন হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী সাইন্স এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার ও আরসিসি আইআইটি কলকাতার সহযোগিতায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সমন্বয়কারী ছিলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ডঃ এন সি ঘটক।

ভদ্রেশ্বর মঞ্চসেনার নাট্য মেলা-২০২৫

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ভদ্রেশ্বর,১৮ আগস্টঃ একাধিক টিভি চ্যানেল এবং মোবাইলের ভিড়ে যখন মঞ্চ নাটক হারিয়ে যাচ্ছে সেই সময় এক ঝাঁক নাট্য ব্যক্তিত্বের হাত ধরে ভদ্রেশ্বরে ভদ্রেশ্বর গঞ্জ জগদ্ধাত্রী মাতা নাট মন্দির প্রাঙ্গণে ভদ্রেশ্বর মঞ্চসেনার উদ্যোগে নাট্য মেলা ২০২৫ অনুষ্ঠিত হলো।প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উসবের সূচনা হয়। ভদ্রেশ্বর মঞ্চসেনার এই নাট্যমেলায় প্রথম দর্শন চাঁপ দানী আর্ট অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটির পরিবেশনায় এবং তিমির বরন রায়ের রচনা ও নির্দেশনায় নাটক আজকের আলাদিন। দ্বিতীয় দর্শন ভদ্রেশ্বর মঞ্চসেনার পরিবেশনায় এবং সুখেন মাইতির নির্দেশনায় নাটক-গর্ত এবং তৃতীয় দর্শন ভদ্রেশ্বর মঞ্চসেনার পরিবেশনায় এবং বিজয়া মাইতির সহ - নির্দেশনা ও সুখেন মাইতির নির্দেশনায় নাটক জয়াদের কথা। সমগ্র অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনায় ছিল ভদ্রেশ্বর গঞ্জ জগদ্ধাত্রী মাতা পূজা কমিটি এবং ভদ্রেশ্বর গঞ্জ অ্যাথলেটিক ক্লাব। নাট্য মেলায় দর্শকদের উৎসাহ এবং উপস্থিতি ছিল প্রশংসনীয়। ভদ্রেশ্বর গঞ্জ জগদ্ধাত্রী মাতা পুজো কমিটি সম্পাদক দেবব্রত বিশ্বাস বলেন একসময় এই নাট মন্দিরে অনেক নাটক যাত্রা অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু বর্তমানে টিভি ও মোবাইলের প্রভাবে এইসব বন্ধ হয়ে গেছে। তাই আমরা এলাকার নাট্যপ্রি দর্শকদের জন্য আমাদের এই বিশেষ ব্যবস্থা পনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। মঞ্চ সেনার সভাপতি প্রদীপ মণ্ডল আশা প্রকাশ করে বলেন এলাকার সকল মানুষের সহযোগিতা থাকলে এলাকার নাটক প্রিয় দর্শকের জন্য এই নাট্যমেলা আয়োজনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারবো।ভদ্রেশ্বর মঞ্চসেনার সম্পাদক সুভাষ ভট্টাচার্য বলেন এটি আমাদের তৃতীয় নাট্য মেলা। তিনি আরো বেশি করে নাট্য প্রেমী মানুষকে নাটক দেখার প্রতি উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

হাসনাবাদে জামবেড়িয়া এলাকায় ব্যবসায়ীর বাড়িতে বোমা বাজি

সৌরভ দাশ,হাসনাবাদ, ১৮ আগস্ট ঃ হাসনাবাদের জামবেড়িয়া এলাকায় ব্যবসায়ীর বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগ। রবিবার গভীর রাতে জবেদ আলি নামের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে বোমা ফেলে দুস্কৃতীরা।বোমার আওয়াজে অসুস্থ হয়ে পরেন ব্যবসায়ীর স্ত্রী। ঘটনার পর থেকে রীতিমতো আতঙ্কিত পরিবারের মানুষজন। হাসনাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের। জবেদ আলী সরদারের অভিযোগ-রবিবার রাত একটা দশ নাগাদ তার বাড়িতে বোমাবাজি করে দুস্কৃতীরা।তার কথায় তার সাথে কারো শত্রুতা নেই,তিনি সাধারন ব্যবসায়ী।তার কথায় তিনি তৃণমূল করেন, যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তারাও তৃণমূল করে বলে দাবি তার।এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত তারা। বাড়ির বিভিন্ন জাযগা বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । বোমার আওয়াজে অসুস্থ হয়ে পরায় তার স্ত্রীকে টাকি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়,সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে। জবেদ আলী সরদার সহ এলাকার মানুষের দাবি-বিগত বেশ কিছুদিন ধরে এই সব দুস্কৃতীরা এলাকায় রাত হলেই বোমাবাজি করছে । এদের জন্য এলাকার মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত । ঘটনার পর এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি এসকেন্দার গাজী জানান,দুস্কৃতীদের এলাকা দখলের লড়াই এর জেরেই এই ঘটনা,এদের সাথে তৃনমূলের কোন সম্পর্ক আছে বলে তার জানা নেই।তবে দুস্কৃতীদের এলাকা দখলের লড়াই এর জন্য বেশ কিছুদিন যাব এই ঘটনা ঘটছে বলে স্বীকার করেন তিনি।তার কথায় প্রশাসন প্রশাসনের মতো ব্যবস্থা নিচ্ছে,আগেও কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়েছিলো, প্রশাসনের নজরে আছে, তারা সবরকম ভাবে চেষ্টা করছে এই ধরনের ঘটনা নিরসনের।

কুলতলিতে এক মৎস্যজীবিকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার প্রতিবেশী

দুরন্ত বার্তা,কুলতলি, ১৮ আগস্ট ঃ বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলেন দেহ, কুলতলিতে সেই পলাশ সর্দারের খুনের কিনারা করলো পুলিশ। গ্রেফতার প্রতিবেশী দীনবন্ধু পয়রা।গত ১১ ই অগাস্ট থেকে নিখোঁজ ছিলেন পলাশ। নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন তিনি। দু'দিন পর, ১৩ আগস্ট নদী থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়।আর এই ঘটনায় এবার সামনে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য।কুলতলির বালাহারানিয়া গ্রামের এই ঘটনার তদন্তে নেমে দীনবন্ধু পয়রা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ, যিনি পলাশের প্রতিবেশী। অভিযোগ, নিজের বাড়ির চারপাশে জি আই তারে বিদ্যুৎ তের সংযোগ দিয়ে রেখেছিলেন দীনবন্ধু। মাছ ধরে ফেরার পথে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় পলাশের।

দ্য রামেশ্বরা জুট মিলস লিমিটেড

CIN: L17119WB1935PLC046111

নিবন্ধিত অফিসঃ বিড়লা বিল্ডিং, ৮ম তলা,
৯ /১, আর. এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোনঃ ৯১ ৩৩-২২১০৯৪৫৫
ওয়েবসাইটঃ **www.rameshwarajute.com** ই-মেইলঃ**sharedepartment@rjm.co.in**

জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি

দ্য রামেশ্বর জুট মিলস লিমিটেড (কোম্পানি) এর বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার, বিকাল ৩,০০ টা (১ টা) ১৬ তলা, বিড়লা বিল্ডিং, ৯১ আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা -৭০০০০১-এ অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী, যা এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার সহ পঠিত, উক্ত এজিএম আহ্বানের নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য।

এজিএমের নোটিশের ই-কপি এবং কোম্পানির ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কেবলমাত্র সেই সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিকভাবে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানিডিপোজিটরিআরটিএ-তে নিবন্ধিত। সদস্যরা মনে রাখবেন যে বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rameshwarajute.com এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ('CDSL') এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এ পাওয়া যাবে।

যে সকল সদস্য এখনও তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের cs.rjm@rjm.co.in এই ঠিকানায় কোম্পানিতে একটি ই-মেইল পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে সদস্যের নাম, ফোলিও নম্বর, ইমেল আইডি, মোবাইল নম্বর, প্যান কার্ড এবং আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি উল্লেখ করে ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ বুধবার বিকেল ৫,০০ টা (IST) বা তার আগে AGM এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ইলেকট্রনিকভাবে গ্রহণ করা যায়, সেই সাথে রিমোট ই-ভোটিং এর জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড এবং ইলেকট্রনিক মোডে শেয়ার থাকা সদস্যদের তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করতে বলা হচ্ছে।

কোম্পানিটি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সকল সিদ্ধান্তের উপর ভোট দেওয়ার জন্য CDSL-এর রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। রিমোট ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতি বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে।

দ্য রামেশ্বর জুট মিলস লিমিটেডের জন্য
সাক্ষর-
প্রিয়াঙ্কা অরোরা
কোম্পানি সচিব
ACS-60641

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৮ই আগস্ট, ২০২৫

বাংলা সাহিত্যের অসামান্য প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণে সেদিন গোটা বিশ্ব শোকে মূহ্যমান

কৌশিক দাস ঃ বাংলা সাহিত্যের অসামান্য প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণে সেদিন গোটা বিশ্ব শোকে মূহ্যমান। সালটা বাংলা ১৩৪৮ সনের ২২ শ্রাবণ। কলকাতায় পৈতৃক বাসভবনে ইহলোক ত্যাগ করেন তিনি।একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, সংগীতজ্ঞ, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, ভাষাবিদ ও চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য প্রতিভার উন্মেষ ঘটে শৈশবেই। মাত্র আট বছর বয়সে তার লেখালেখির হাতেখড়ি। ১৮৭৪ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় তার প্রথম লেখা কবিতা 'অভিলাষ' প্রকাশিত হয়। এরপর এই লেখালেখি চলে বিরামহীন।১৮৭৮ সালে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিকাহিনী' প্রকাশিত হয়। সেসময় থেকেই কবির লেখা দেশ-বিদেশে প্রকাশিত হতে থাকে। উপন্যাস, নাটক, সংগীত, প্রবন্ধ, চিত্রকলা বা দর্শন- বাংলা সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে বিচরণ করেননি রবীনন্দ্রনাথ। অসাধারণ সৃজনশীলতা, নিবি। জীবনবোধ ও ভাষার অনন্য প্রকাশভঙ্গি দিয়ে সাহিত্যের সমসাময়িক বিশ্বে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। বিশ্বের নানা ভাষায় তার সাহিত্যকর্ম অনূদিত হয়েছে। নানা দেশের পাঠ্যসূচিতে তার লেখা সংযোজিত হয়েছে।১৯১০ সালে প্রকাশিত হয় তার 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের জন্য তিনি ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বলা হয়ে থাকে, রবীনন্দ্রনাথের লেখার প্রধান উপজীব্য ছিল জীবনানুভুতি যেখানে বাঙালির জাতিসত্তা, আশা-আকঙ্খা-নিরাশার আবেদনগুলো স্পষ্টভাবে ওঠে এসেছে। এটি এমন প্রবলভাবে এসেছে যে তিনিই হয়ে ওঠেছেন বাঙালির জাতিসত্তা ও বোধের এক অপার আধার।তার প্রকাশিত কবিতার বই ৫২টি, উপন্যাস ১৩টি, ছোটগল্পের বই ৯৫টি, প্রবন্ধ ও গদ্যগ্রন্থ ৩৬টি এবং নাটকের বই ৩৮টি। কবির মৃত্যুর পর ৩৬ খণ্ডে 'রবীন্দ্র রচনাবলী' প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া, ১৯ খণ্ডের রয়েছে 'রবীন্দ্র চিঠিপত্র'।এ সব মৌলিক সৃজনশীলতার বাইরেও কবির প্রতিভার স্ফুরণ রয়েছে। জমিদার পরিবারের সদস্য হিসেবে তিনি জমিদারিও করেছেন। তার প্রজাহিতৈষী মনোভাব সর্বজন বিদিত।তিনি ১৮৯১ সাল থেকে বাবার আদেশে কুষ্টিয়া, পাবনা, নাটোর ও ওড়িশায় তাদের জমিদারি দেখাশোনা করেন। সেখানকার পৈতৃক 'কুঠিবাড়িতে' তিনি অসংখ্য কবিতা ও গান রচনা করেন। পাশাপাশি তিনি ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।১৯০১ সালে কবি কুষ্টিয়ার শিলাইদহ থেকে সপরিবারে বোলপুরে শান্তিনিকেতনে চলে যান। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২১ সালে গ্রামোন্নয়নের জন্য 'শ্রীনিকেতন' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন 'বিশ্বভারতী'।বিশ্ব ভ্রমণেও কবি ছিলেন অনন্য। তিনি ১৮৭৮ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত পাঁচটি মহাদেশের ৩০টিরও বেশি দেশ ভ্রমণ করেন।কবি রচনা করেছেন দুই হাজারের বেশি গান। অধিকাংশ গানের সুরারোপর তারই। 'গীতবিতান' তার সমগ্র গানের গ্রন্থ।কবির লেখা 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। ভারতের জাতীয় সংগীতটিও কবির লেখা। কবি তার গান দিয়েও চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন শতকোটি মানুষের হৃদয়ে।যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উপলক্ষে দেশের নানা প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মহামারি করোনাভাইরাসের কারণে অনুষ্ঠানগুলো ভার্চুয়ালি আয়োজন করা হচ্ছে। বিশ্বকবির প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় নানা উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলা একাডেমি অনলাইনে প্রবন্ধপাঠ, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন, বেতার ও বেসরকারি টেলিভিশনগুলো এ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান ও নাটক প্রচার করছে।জীবনে শোকের অনুভূতিও প্রবল ছিল রবীন্দ্রনাথের। এক সময় ভেবেছিলেন ' করে দেবেন নিজেকে!কবির জীবনে মরণের যে কী নিরবচ্ছিন্ন বিধ্বংসী খেলা!ডুবেই যেতেন নদীতেপূর্ববঙ্গের পান্টি থেকে বোটের পাল তুলে আসছিলেন। গোরাই ব্রিজের নীচে এসে বোটের মাস্তুল আটকে গেল ব্রিজে।এক দিকে নদীর স্রোত প্রবল ধাক্কা মারছে নৌকাকে, অন্য দিকে ব্রিজে-আটকানো মাস্তুল টেনে ধরে রেখেছে তাকে।মড়মড় করে মাস্তুল যখন হেলতে শুরু করেছে, কোত্থেকে একটা খেয়া. নৌকো এসে উদ্ধার করে রবীন্দ্রনাথকে!বোটের কাছি নিযে .দু'জন মাল্লা জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে ডাঙায় উঠে টেনে আনল খেয়া।২০ জুলাই, ১৮৯২। শিলাইদহ থেকে স্ত্রী মৃণালিনীকে রবীন্দ্রনাথ সেই দুর্ঘটনার কথা জানিয়ে লিখলেন, ' সেই নৌকো এবং ডাঙ্গায় অনেক লোক উপস্থিত ছিল, তাই আমরা উদ্ধার পেলুম, নইলে আমাদের বাঁচার কোন উপায. ছিল না।''আর লিখলেন, ' বলচে এ বার অযাত্রা হযেচে।'' গনতকার রায় দিয়েছিলেন অকালমৃত্যুর১৮৯২-এর জুন।জমিদারি দেখাশোনার কাজে পরিবার থেকে দূরে সেই পূর্ববঙ্গে সাহাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ।স্ত্রী মৃণালিনীকে মাঝে মাঝেই চিঠি লেখেন। উত্তর না পেলে অভিমান করেন।একদিন লিখেছিলেন এক গনতকারের কথা। এলাকার প্রধান গনতকার। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, নিজের জীবনে কবি মোটে সপ্তঃযী. হবেন না, তাঁর স্ত্রী-টি বেশ ভালো, যাঁদের উপকার করেছেন তাঁরাই তাঁর অপকার করবে। আর শেষে মোক্ষম ভবিষ্যদ্বাণী- কবির আয়ু বড়জোর ষাট অথবা বাষট্টি বছর।কোনও মতে সে-বয়স কাটিয়ে দিতে পারলেও জীবন নাকি কিছুতেই পেরোবে না সত্তরের গণ্ডি।তাতে চিন্তয় .পড়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মৃণালিনীকে লিখেছিলেন, ' ত আমার ভারী ভাবনা ধরিয়েদিয়েছে। এই ত সব ব্যাপার। যা হোক তুমি তাই নিয়ে .যেন বেশি ভেবো না. এখনো কিছু না হোক, ত্রিশ চল্লিশ বছর আমার সংসর্গ পেতে পারবে।''এই চিঠি লেখার এগারো বছরের মাথায. নভেম্বর মাসের একদিন।কী আশ্চর্য! চলে গেলেন মৃণালিনী! মৃত্যু কত অনিশ্চিত।শোকে পাথর রবীন্দ্রনাথ। দর্শনার্থীদের ভিড় ফিকে হযে .গেলে মৃণালিনীর সব সময় ব্যবহারের চটিজুতো-জোড়া তুলে দিলেন রথীন্দ্রনাথের হাতে।বললেন, ' তোর কাছে রেখে দিস, তোকে দিলুম।''

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৫৮, মঙ্গলবার, ২ ভাদ্র ১৪৩২

বাঙালি অভিনেত্রী মলিনা দেবী

অসাধারণ প্রতিভাময়ী এই অভিনেত্রী মলিনা দেবী। জন্ম হাওড়াতে। পিতার নাম হরিপদ বসু এবং মাতা সুশীলা রাণী। প্রথাগত শিক্ষা হয়নি বিদ্যালয় থেকে। ভালো নাম মলিনমালা, ডাক নাম দুখী। কিন্তু নিজের চেষ্টায় বাংলাতে লেখাপড়া, নাচ,ললিত মোহন গোস্বামী এবং খেম চাঁদ ,গান, রাইচাঁদ বড়াল এবং হিন্দি এবং উর্দু শেখেন মুন্সী আসগর আলি ,অভিনয় শেখেন অমর মল্লিক। অল্প বয়সেই অভিনয়ের শুরু। বিবাহ হয় বিশেন চাঁদ (জলু) বড়ালের সঙ্গে। বিবাহিত জলু বড়াল ছিলেন রাইচাঁদ বড়ালের ভাই। তবে ,স্বামীর পরিবারের সঙ্গে বরাবরই সুসম্পর্ক ছিল। এই বিবাহ সূত্রে দুই কন্যা, নাম নুপূর এবং রানু। দুই কন্যাকেই উচ্চশিক্ষা দিয়েছেন লোরেটো এবং শান্তি নিকেতন থেকে। ১৯৩০ সালে নির্বাক ছবি শ্রীকান্ত দিয়ে যাত্রা শুরু। এরপর ধীরেন গাঙ্গুলীর ছোট ছোট ছবি ,এক্সকিউজ মি, মাসতুতো ভাই। দ্বিভাষিক ছবি মহুয়া, বড়দিদি, অবশেষে ,গৃহদাহ অভিজ্ঞান , অভাগিন ইত্যাদি ছবিতে অভিনয় করে করে খুব খ্যাতি হয়। তাঁর নায়ক ছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া পৃথ্বীরাজ কাপুর। এরপর শরৎ কাহিনী নির্ভর ছবিগুলিতে মলিনা দেবী অপরিহার্য হয়ে ওঠেন। উত্তম যুগের শুরুতেই, ১৯৫৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি মুক্তি পেল এম পি প্রোডাকসন্স-এর সাড়ে চুয়াত্তর যার দৌলতে বঙ্গজীবনে কার্যত অমরত্ব প্রাপ্ত হন মলিনা দেবী এবং তুলসী চক্রবর্তী। তাঁদের নাম বড় করে, উত্তম-সুচিত্রার নাম ছোট। পোস্টারেও তা-ই। উত্তম-সুচিত্রা তখন নবাগত, এরপর , একে একে নবীনযাত্রা , সহযাত্রী , মন্ত্রশক্তি, ব্রতচারিনী, একটি রাত , সাঁঝের প্রদীপ, অন্নপূর্ণার মন্দির, ওরা থাকে ওধারে ,শ্যামলী , নতুন তীর্থ ,বনপলাসীর পদাবলী ইত্যাদি ছবিতে অভিনয় করেছেন। অত্যন্ত ছোট বয়সে নাট্যমঞ্চে কিন্নরী নাটক দিয়ে শুরু। তারপর মিশর কুমারী, মা ইত্যাদি নাটক। পেশাদার মঞ্চে শেষ অভিনয় নটনটি নাটকে। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি, কাননদেবী , নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূবালা দেবী, সুনন্দা দেবী, মঞ্জু দে, আরও অনেক অভিনেত্রী মিলে গড়েছিলেন 'মহিলা শিল্পী মহল'। উদ্দেশ্য, বয়স্ক দুঃস্থ অভিনেত্রীদের সাহায্য করা। টাকা তুলতে নাটকগুলির সব চরিত্রে অভিনয় করতেন মেয়েরাই। ১৯৪৭ সালে ভবানীপুরে মিত্র ইনস্টিটিউশনের বিপরীতে ১৩ নম্বর বলরাম বসু ঘাট রোডে একটি বাড়ী কেনেন এবং তৈরী হয় এম জি এন্টারপ্রাইজ সংস্থার অফিস। স্বামী জলুবাবু কখনও সেখানে থাকতেন, কখনও অন্য বাড়িতে। তিনি মলিনা দেবীকে বরাবরই উৎসাহিত এবং সাহায্য করেছেন। ছোটভাই রমেন ঘোষ চলচ্চিত্র সম্পাদনার কাজ করতেন। তিনিও থাকতেন এই বলরাম বসু ঘাট রোডে ,তাঁর বাড়ীর পাশে।

বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত

সালটা ১৯০৯। শুধু বাংলা নয়, গোটা ভারতের নানা জায়গায় আগুন জ্বলে উঠছে। সবার লক্ষ্য একটাই, স্বাধীনতা। ব্রিটিশদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে হবে। এমন সময় কলকাতাতে বিচার হচ্ছিল একটি মামলার। 'বিখ্যাত' এই মামলার শুনানির দিকে নজর ছিল প্রত্যেকের। যাকে বলে, হাই প্রোফাইল কেস। শহরেরই মুরারিপুকুরের একটি বাগানবাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল কয়েকজন যুবককে। তাঁরা বিপ্লবী। তাঁদের নিয়েই আলিপুর আদালতে চলছিল শুনানি। ওই বিপ্লবীদের মধ্যে একজন ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। তিনি ছাড়া পেয়ে যান। বাকি যারা ছিলেন, তাঁদের কারোর ফাঁসি, কারোর দ্বীপান্তরের সাজা হয়। ১৯০৯ সালের ওই বিচারসভায় এই দলেরই একজনের ফাঁসি ঘোষণা করা হয়। যাকে ফাঁসির সাজা দেওয়া হল, তিনি নির্বিকার চিত্তে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন কাঠগড়ায়। সাজা শোনার পরই নড়ে চড়ে বসলেন তিনি। বিচারকের সামনে একটি অনুরোধ রাখতে চান। কী সেই অনুরোধ? গান গাওয়ার। অনুমতি মিলতেই গলা ছেড়ে দিলেন বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত। ভরা আদালত কক্ষে তাঁর আশ্রয় হলেন রবি ঠাকুর; গাইতে লাগলেন, সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে..। গান-টান গাওয়ার পর বেশ খুশিমনেই জেলে ফিরে এলেন উল্লাসকর। যেন বেশ মজার একটা ব্যাপার ঘটেছে, এটা মনে করেই হাসতে লাগলেন তিনি। একসময় বলেও ফেললেন, দায় থেকে বাঁচা গেল। উল্লাসকরের এমন অবস্থা দেখে ইংরেজ প্রহরী ও অফিসাররা তো তাজ্জব! আজ বাদে কাল যার ফাঁসি হবে, সে কিনা খিলখিল করে হাসছে। তাঁর নাম যে উল্লাসকর দত্ত! তবে তাঁর ফাঁসি হয়নি। বোমা বাঁধায় রীতিমতো দক্ষ ছিলেন তিনি। নিজেই ফর্মুলা বার করে বোমা তৈরি করতেন। তাঁর সঙ্গে জড়িত ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রমুখরা। ১৯২০ সালে মুক্তি দেওয়া হয় বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তকে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

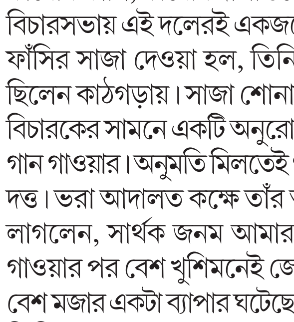

কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে মানব জাতিকে। গীতায় বলেছে কর্মযোগের কথা। কর্মযোগের সাধনা করতে হবে। এক নিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। যিনি কর্মবীর তিনি জগতে কাউকে ভয় পান না। তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারেন সামনের দিকে। কাজ করলে তার শুভ ফল পাওয়া যায়। ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, দান, ধ্যান এবং শিক্ষা দান করলে কোনও সময় তা কমে না। বরং বৃদ্ধি পায়। জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি শিক্ষা এবং ধন দান করেন তিনি শেষ হয়ে যান না। তার সম্পদও আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর যিনি দান করেন তিনি পরম ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পান। পরম ঈশ্বর তাঁর শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তাকে কেন্দ্র করে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দেয়। যেমন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ঘিরে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দিয়েছিল। ভগবান হলেন জগত সেরা। তিনি আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগতে নিজেকে রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। কালী ভক্ত রামপ্রসাদ বলেছেন, মা কালীর পুজো করতে হবে। মা কালীর আর্শিবাদ নিতে হবে। পেতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকলে তিনি নিশ্চয় সাড়া দিবেন। ডাকার মতো করে ডাকতে হবে। কালী মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে উপকার করতে হবে।

সিপিআই-এর প্রতিষ্ঠা দিবস নিয়ে পণ্ডিত মহলে নানান বিতর্ক দানা বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে

বিশেষ প্রতিবেদক

সিপিআই প্রতিষ্ঠা দিবস নিয়ে বিতর্ক ঃ ইতিহাসের অন্ধকার কোণ ও রাজনৈতিক তাৎপর্য। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া বা সিপিআই এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল দিনগুলো থেকে শুরু

করে কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের পথচলা, সংসদীয় রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থান তৈরি করা এবং বহু সামাজিক রূপান্তরে ভূমিকা রাখা; সবকিছুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এই সংগঠন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, দেশের সবচেয়ে পুরনো বামপন্থী রাজনৈতিক দলের জন্ম তারিখ নিয়েই গভীর বিতর্ক রয়ে গেছে। ইতিহাসবিদদের মধ্যে, দলের অভ্যন্তরে এবং রাজনৈতিক গবেষকদের মধ্যে আজও একমত হওয়া সম্ভব হয়নি যে, কবে আসলে সিপিআই জন্ম নিয়েছিল। এই বিতর্ক কেবল একটি তারিখের হিসাব নিয়ে নয়, বরং গোটা কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রারম্ভিক পথচলা, নেতৃত্বের ভূমিকা এবং ইতিহাস লেখার প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলে।

কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার জন্মকে কেউ বলেন ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর, আবার কেউ দাবি করেন ১৯২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর কানপুর সম্মেলনেই আসল প্রতিষ্ঠা। আবার আরও কিছু মত রয়েছে; যেখানে ১৯২০ সালের তাসখন্দকে উল্লেখ করা হয় প্রকৃত সূচনাকাল হিসেবে। সেই সময় মহাজাগতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। রাশিয়ায় সদ্য বিপ্লব ঘটেছে, লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা সমাজ তান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক পথে হাঁটছে। সেই বিপ্লবের ঢেউ এসে পৌঁছায় উপনি বেশভুক্ত ভারতেও। অনেক তরুণ বিপ্লবী বিদেশে গিয়ে রুশ বিপ্লব থেকে অনুপ্রাণিত হন এবং দেশে ফিরে সাম্রাজ্য বাদ-বিরোধী সংগ্রামে নতুন দিশা খুঁজতে শুরু করেন। ফলে, ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দো লনের ভিত্তি স্থাপন হলেও তার সঠিক দিন ও স্থান নির্ধারণে মতানৈক্য থেকে যায়।

একদল ইতিহাসবিদ বলেন, সিপিআইয়ের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯২০ সালের অক্টোবরে, যখন তাসখন্দে কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবী রুশ বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে একটি সংগঠনের জন্ম দেন। মুফিদুল হক, এম এন রায় প্রমুখের ভূমিকা সেখানে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের মতে, ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্মভূমি আসলে দেশের বাইরে হলেও সেই ক্ষণটিকেই প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে মান্য করা উচিত। এই দাবি অনুযায়ী, সিপিআই এক শতাব্দীরও বেশি পুরনো এবং তার জন্মের ইতিহাস উপনি বেশবিরোধী সংগ্রামের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নিহিত। অন্যদিকে, অনেক গবেষক ও দলীয় প্রবীণ মনে করেন, ১৯২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর কানপুরে যে সম্মেলন বসেছিল, সেটিকেই সিপিআইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ধরা উচিত। কারণ সেদিন ভারতের মাটিতেই প্রথম সংগঠিতভাবে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। এ দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহল তখন নতুন রাজনীতির খোঁজে ছিল। ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি বিকল্প সংগ্রামপথ হিসেবে মার্ক্সবাদী মতবাদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে, এই মতানুসারে ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরই আসল জন্মক্ষণ।

এছাড়াও আরেকটি মত প্রচলিত, যা বলে ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবরের পরিবর্তে ১৯২১ সালেই ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রথম আকার নেয়। বিভিন্ন স্থানীয় গোষ্ঠী, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন এবং সাহিত্যিক -চিন্তাবিদরা সেই সময় থেকেই সংগঠিত হতে শুরু করেন। তাঁদের মতে, তাসখন্দের আন্দোলন ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সরাসরি প্রভাব ফেললেও সেটিকে সিপিআইয়ের জন্ম বলা যায় না, কারণ দেশীয় পর্যায়ে সংগঠনের ভিত তখনও তৈরি হয়নি।

এই বিতর্কের মূল কারণ আসলে ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা। ঔপনিবেশিক শাসকরা সে সময় কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ভয় পেত, তাই সচেতনভাবে অনেক তথ্য গোপন বা বিকৃত করা হয়েছিল। স্বাধীনতার পরেও কমিউনিস্ট আন্দো লনের মধ্যে বিভাজন; সিপিআই, সিপিএম, পর বর্তীতে আরও কয়েকটি গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে ঐক্য তৈরি হয়নি। প্রত্যেকটি দল নিজেদের মতো করে ইতি হাসকে তুলে ধরে, ফলে একদিনকে প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে ঘোষণা করলেও অন্যরা তা মেনে নিতে চায় না।

তবে একটি বিষয় স্পষ্ট; যে তারিখই ধরা হোক না কেন, সিপিআই ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে অনস্বীকার্য ভূমিকা রেখেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউ নিস্টদের অবদানকে হালকা ভাবে দেখা যায় না। শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক বিদ্রোহ, সাংস্কৃতিক লড়াই; সবকিছুতেই এই দল এবং এর ভাবধারার প্রভাব ছিল প্রবল। আজ যখন সিপিআই অনেকটা সীমিত প্রভাববলয় নিয়ে টিকে আছে, তখন প্রতিষ্ঠা দিবসের বিতর্ক যেন তাদের অতীত মহিমার স্মারক হিসেবেই আবির্ভূত হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেন, এই বিতর্ক আসলে দল ও আন্দোলনের ভেতরের জটিলতা তুলে ধরে। ইতিহাস শুধুই নিরপেক্ষ তথ্যের ফল নয়, বরং ক্ষমতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতাদর্শের প্রতিফলন। সিপিআইয়ের জন্মদিনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর এত ভিন্ন ভিন্ন মত থাকা প্রমাণ করে; ইতিহাসের লেখকরা তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান অনুযায়ী ঘটনাকে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার এটিও সত্য যে, ব্রিটিশ সরকার সচেতনভাবে ভারতীয় কমিউনিস্টদের ওপর নজরদারি চালাত, তাঁদের কার্যকলাপকে দমন করত। ফলে অনেক দলিলপত্র লোপাট হয়ে যায়। সেই শূন্যস্থান পূরণে পরবর্তীকালের লেখকরা নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন ওঠে, আসলে এই বিতর্ক মেটানোর প্রয়োজন কতটা? হয়তো কোনও একদিন কোনও নতুন প্রমাণ, কোনও আর্কাইভ থেকে অজানা দলিল উঠে আসতে পারে, যা এই জটিলতায় আলোকপাত করবে। কিন্তু তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমরা কি এই বিতর্কে আটকে থাকব, না কি সিপিআইয়ের ইতিহাস ও আন্দোলনের সারবত্তাকে গুরুত্ব দেব। ইতিহাস কেবল একটি তারিখে সীমাবদ্ধ নয়, বরং যে রাজ নৈতিক ধারা সমাজকে পরিবর্তিত করেছে, সেটিই আসল। সিপিআইয়ের জন্ম তিথি নিয়ে বিভ্রান্তি থাকলেও তাঁদের সংগ্রামের উত্তরাধিকার অস্বীকার করা যায় না। ভারতের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে সিপিআই জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের সমান্তরাল শক্তি হয়। এবারে সিপিআই শতবর্ষ পালন করতে শুরু করে দিয়েছে ভারতে।

শক্তিশালী রাষ্ট্রের হাতে জলবায়ু ক্রীড়ানকে পরিণত

জলবায়ু ন্যায়বিচার। বিশ্বের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অঙ্গনে এখন এক অদৃশ্য কিন্তু ভয়ঙ্কর প্রভাবশালী শক্তি হয়ে উঠেছে জলবায়ু পরিবর্তন। শুধু প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়, বরং এর প্রভাবে তৈরি হওয়া বৈষম্য এবং অন্যায্য বণ্টনই বিশ্ব রাজনীতিকে নতুন প্রশ্নের সামনে দাঁড় করাচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটেই আজ আন্তর্জাতিক আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে 'জলবায়ু ন্যায় বিচার' বা 'ক্লাইমেট জাস্টিস'। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, যে নীতি বা ধারণা অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী ধনী ও শিল্পোন্নত দেশগুলোকে বেশি দায়িত্ব নিতে হবে এবং সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত গরিব ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বেশি সুবিধা পেতে হবে, তাকেই বলা হচ্ছে জলবায়ু ন্যায়বিচার। বৈষম্য ঘোচানোর জন্য এটি এক নতুন রাজনৈতিক এবং নৈতিক অঙ্গীকার।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সমানভাবে সবার ওপর পড়ছে না। ইতিহাস বলে, শিল্পবিপ্লবের শুরু থেকে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং পরবর্তী সময়ে জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও এখন চীন যে বিপুল পরিমাণে কার্বন নির্গমন করেছে, তার ফলেই আজ পৃথিবীর উষ্ণায়ন চরমে উঠেছে। অথচ এর দায় বহন করছে আফ্রিকার দরিদ্র কৃষক, বাংলাদেশের উপকূলের সাধারণ মানুষ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ গুলির জেলেরা। যাদের কার্বন নিঃসরণ প্রায় নেই বললেই চলে, তারাই সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা বা খরার সবচেয়ে বড় শিকার। এই বৈষম্যের কারণে আন্তর্জাতিক পরিসরে ক্রমেই উচ্চকণ্ঠ হচ্ছে জলবায়ু ন্যায়বিচারের দাবি। অতীতের দায়বদ্ধতার প্রশ্নে একথা অস্বীকার করা যায় না যে উন্নত দেশগুলো দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবীর সীমিত সম্পদ ভোগ করেছে। তাদের শিল্পবিপ্লব, অবাধ উন্নয়ন এবং বিপুল উৎপাদন ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে আজ পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েছে। কিন্তু আজ যদি ক্ষতি গ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে হয়, তখনই শুরু হয় নানা টাল বাহানা। উন্নত দেশগুলো নানা প্রতিশ্রুতি দেয়, যেমন ২০২০ সালের মধ্যে গরিব দেশগুলোকে প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু বাস্তবের হিসাব দেখায়, প্রতিশ্রুতির তুলনায় তা অত্যন্ত অপ্রতুল এবং দেরিতে পৌঁছায়। ফলে দরিদ্র দেশগুলোর ক্ষতিপূরণ কিংবা অভিযোজনের পথ ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে।

জলবায়ু ন্যায়বিচারের ধারণা শুধু অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতায় সীমাবদ্ধ নয়। এর ভেতরে লুকিয়ে আছে নৈতিক ও মানবিক দায়। উদাহরণস্বরূপ, যখন বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ে হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়, তখন সেই দায় কি কেবল বাংলাদেশের? আসলে তার একটি বড় অংশ পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশের। সুতরাং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে দাবি উঠছে, 'ক্লাইমেট রেপারেশন' বা জলবায়ু ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অনেকেই একে তুলনা করছেন উপনিবেশ-পরবর্তী ক্ষতি পূরণের প্রশ্নের সঙ্গে। তখন যেমন উপনিবেশকারীরা শোষিত দেশগুলোর সম্পদ লুট করেছিল, আজ তেমনি উন্নত দেশের দূষণজনিত কার্যকলাপের শিকার হচ্ছে দরিদ্র বিশ্ব।

অন্যদিকে, জলবায়ু ন্যায় বিচারের প্রশ্ন কেবল দেশভিত্তিক নয়, রাষ্ট্রের ভেতরেও প্রবলভাবে আলোচনায় এসেছে। ভারতের মতো দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত এক রকম ভাবে পড়ছে না সবার ওপরে। একদিকে শহুরে ধনী শ্রেণি বহুলাংশে দূষণের দায়ী হলেও, অন্যদিকে গ্রামীণ দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে খরা, অনাবৃষ্টি, বন্যা বা নদীভাঙনের ফলে। এই বৈষম্যের কারণে রাষ্ট্রীয় নীতির মধ্যেও জলবায়ু ন্যায়বিচারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। উন্নয়নের নামে প্রকৃতির ওপর বাড়তি চাপ দিয়ে যদি কেবল কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষা করা হয়, তবে সেই উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদে জনগণের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে। জলবায়ু ন্যায়বিচারের তত্ত্ব বলছে, প্রযুক্তিগত উন্নতি নয়।, প্রয়োজন সামাজিক ন্যায়বিচারের।

বহু বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে দিয়েই স্বাধীন ভারত নির্মিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়

বিশেষ প্রতিবেদক

জানেন কি? বিনায়ক দামোদর সাভারকার নিজেই নিজের জীবনী রচনা করেছিলেন; কিন্তু নিজের নাম প্রকাশ না করে জাস্ট একটা ছদ্মনামে। মুচলেকা দিয়ে আন্দামান থেকে মুক্তির পর যখন তার বেইমানি তে অনেক বিপ্লবী ধরা পড়তে থাকে আর ধীরে ধীরে ভারতের জনগণ তার বেইমানির আসল

স্বরূপ চিনতে শুরু করে তখন তিনি নিজের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি বীর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে Life of Barris-ter Savarkar নামে একটি বই প্রকাশ করেন। আর জানেন লেখকের নাম কি ছিল, শুনলে অবাক হবেন লেখকের নাম দেওয়া হয়েছিল -চিত্রগুপ্ত। কিন্তু পরবর্তী গবেষণায় প্রমাণিত হয়; এই চিত্রগুপ্ত আর কেউ নন, সাভারকার নিজেই।

কেন ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন? নিজের বন্দিজীবন ও আত্মত্যাগকে নায়কের মতো তুলে ধরতে। ব্রিটিশদের সঙ্গে বারবার মুচলেকা লেখার কলঙ্ক ঢাকতে। জনমনে নিজের প্রতিচ্ছবি মুক্তির সৈনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। বইটিতে তিনি নিজের কাহিনী অনেকটা অতিরঞ্জিতভাবে লিখেছিলেন, এমন ভাবে লিখেছিলেন যা পড়লে তাকে একজন ভারত মায়ের বীর সৈনিক বলে মনে হয়, সাভারকারের বন্দনায় ভর্তি বইটি । আজ অনেক ইতিহাসবিদ বলেন, এটি একটি আত্মগৌরবময় আত্মজীবনী, যেখানে সত্য ঘটনাকে আংশিকভাবে সাজিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না, তার আসল চেহারা কিছু দিনের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ে, পড়তে বাধ্য। চলুন এর আসল চেহারা বার করি, দেখি কিভাবে তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্রিটিশদের দালালি করে করে নষ্ট করতে চেয়েছিলেন।

বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে নাম লিখিয়েও বেইমানি ও সুযোগসন্ধানী হবার কারণে কুখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন বিনায়ক দামোদর সাভারকার। প্রথমে তাঁকে এক জন কঠোর বিপ্লবী হিসেবে দেখা গেলেও কারাগারে গিয়েই তাঁর চরিত্রের আসল মুখোশ ধীর ধীরে খুলতে শুরু করে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল সময়ে তিনি বারবার ব্রিটিশ সরকারের কাছে মুচলেকা লিখে নিজের মুক্তি ভিক্ষা চান।

সেলুলার জেলে কঠোর শাস্তির মুখে পড়েই ব্রিটিশদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে সাভারকার নিজের বিপ্লবী সাথীদের মতাদর্শের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা শুরু করেন। তিনি একাধিকবার ব্রিটিশ শাসকদের উদ্দেশ্যে আবেদন করেন, যেখানে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে আর কোনও বিপ্লবী কার্যকলাপে যুক্ত হবেন না। তাকে যেন জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, এই কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারছেন না। তার বেশ কয়েকটি দীর্ঘ মুচলেকায় ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং স্বাধীনতার লড়াই থেকে সরে আসার অঙ্গীকার করেন। এর বিনিময়ে তিনি দয়া ও মুক্তি প্রার্থনা করেন। ব্রিটিশ গুপ্তচর হয়ে কাজ করার অঙ্গীকারের বিনিময় তিনি জেল থেকে ছাড় ১৯১১ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে সাভারকার কমপক্ষে পাঁচবার মুচলেকা লেখেন। তাঁর সবচেয়ে কুখ্যাত মুচলেকাটি ১৯১৩ সালে, যেখানে তিনি লিখেছিলেন; 'আমি যদি মুক্তি পাই তবে ব্রিটিশ সরকারের বিশ্বস্ত প্রজা হিসেবে কাজ করব এবং উপনিবেশের শান্তি বিঘ্নিত এমন কোনও কাজে আর কখনও যুক্ত হব না। বিপ্লবীদের তথ্য ফাঁস- কারাগারে থেকে ও পরে মুচলেকা দিয়ে মুক্তি পেয়ে সাভারকার পরোক্ষভাবে ব্রিটিশদের সাহায্য করতে শুরু করেন। বিপ্লবী আন্দোলনের ভেতরের খবর ব্রিটিশদের হাতে তুলে দেওয়া, এবং যেসব কার্যকলাপ তাঁদের বিরুদ্ধে যেতে পারে তা দমন করার পক্ষে কাজ শুরু করেন খুবি গোপনে। ব্রিটিশপন্থী রাজনীতিতে যোগদান- পরবর্তীকালে তিনি হিন্দু মহাসভা-র রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন, যেখানে তাঁর ব্রিটিশপন্থী অবস্থান আরও স্পষ্ট হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি প্রকাশ্যে ব্রিটিশ সেনা বাহিনীতে ভারতীয়দের যোগ দানের আহ্বান জানান। স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁরা বীরত্ব দেখিয়েছেন, জেলে মারা গেছেন।

লেখকের কলমে প্রথম রেল চালু

বিশেষ প্রতিবেদক

ভয়ঙ্কর সেই গতি! অতীতে এমন গতির সাথে পরিচয় ছিলনা সাধারণ মানুষের। পাঁজি-পুঁথি সব বিচার- বিবেচনা করে ট্রেনে উঠেছিলেন ভদ্রলোক কিন্তু আগুনে গাড়িতে আয়ু কমে যাবে, এই ভয়ে আর ট্রেনেই ফিরলেন না। অন্য ব্যবসায়ী ভদ্রলোক গতির ঝড়ে কার্যত চমকে গেলেন । এত কম সময়ে হুগলি পৌঁছে গিয়েছেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না হুগলি স্টেশনে নেমে অনেকের কাছে জানতে চাইছিলেন তিনি সত্যিই সঠিক গন্তব্যে পৌঁছেছেন কিনা! দিনটি ছিল ১৮৫৪ সাল ১৫আগস্ট; বাংলায় সেদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রথমবার রেল চলাচল শুরু হয় এক সঙ্গে গণপরিবহনের নতুন দিগন্ত খুলে যায়।

জীবনে প্রথমবার ট্রেনে চড়ার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে রেল কোম্পানির কাছে আবেদন করেছিলেন তিন হাজার মানুষ। মাত্র কয়েক'শ মানুষের ললাটে শিকে ছিঁড়েছিল । রেল লাইনের পাশে মানুষ অবাক হয়ে দেখলেন লোহার ইঞ্জিন তীব্র গতিতে কামরাগুলো কে টানছে, আর ভক-ভক করে ধোঁয়া ও আগুনের ফুলকি ছাড়ছে। আশ্চর্য এই দৃশ্য দেখতে রেল লাইন বরাবর হাজার-হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। গাড়ি কোনও জায়গায় হেলে নি বা দোলে নি বা ঝাঁকুনি দেয়নি, সমান ভাবে চলেছে। ইঞ্জিনের প্রধান সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিস্টার হজসন বললেন, আরও কিছু দিন চলার পর গতি আরও ভালো হবে। আসলে সেদিনও আরেক দফা ট্রায়াল রান চালিয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি, শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে বাংলায় আনুষ্ঠানিক ভাবে রেল চালানোর। ১১আগস্ট,১৮৫৪ ; এর সকাল -আর কিছুক্ষনের মধ্যে বাংলায় যাতয়াত ব্যবস্থার একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবার আগে শেষ দফায় রেলগাড়ি নিয়ে পরীক্ষামূলক দৌড় শুরু করবেন ইঞ্জিনের প্রধান সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিস্টার হজসন সাহেব। ট্রেন ছুটবে হাওড়া স্টেশন থেকে হুগলি।

হজসন সাহেবের সঙ্গী হয়েছেন একদল ইংরেজ সাংবাদিক। ১৪আগস্ট ১৮৫৪। ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির হাওড়া ও হুগলির মধ্যে ১১আগস্টের ট্রায়াল রানের খবর প্রকাশিত হয়েছিল 'বেঙ্গল হরকরা'ও 'ইন্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায়। কেমন ছিল সেদিনের সংবাদপত্রগুলির খবর? গাড়ি থেকে সংবাদদাতারা দেখলেন , লাইনের দু'ধারে এদেশী লোকেরা দাঁড়িয়ে নতুন অগ্নিরথকে সেলাম করছেন। সংবাদদাতারা অনুধাবন করলেন অচিরেই রেল ভারতে অন্য পরিবহনের মাধ্যমকে হটিয়ে দেবে,বড় কারণ গতি,সঙ্গে সস্তাগ্ধ পুনশ্চ- হাওড়া ও কলকাতার মধ্যে একটা পুল হওয়া একান্তই দরকার।

হাওড়া পুরসভা এলাকাতেও বাড়িতে কেউ কুকুর পুষলে পুরসভার কাছ থেকে নিতে হবে লাইসেন্স

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ আগস্ট ঃ কলকাতা পুরসভার পর এবার হাওড়া পুরসভা এলাকাতেও বাড়িতে

কেউ কুকুর পুষলে পুরসভার কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হবে। সোমবার দুপুরে হাওড়ার মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী এক সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানান। তিনি বলেন, পুজোর আগেই আগামী সেপ্টেম্বর মাসে এই নিয়ম কার্যকর হতে চলেছে হাওড়া পুরসভায়। এছাড়াও পোষ্যের মালিকের আধার কার্ড ও সংশ্লিষ্ট বিদেশি শংকর-জাতীয় কুকুরের ভ্যাক্সিনেশন শংসাপত্র দিয়ে লাইসেন্সের জন্য অনলাইনে আবেদন করতে হবে। বছরে ১৫০ টাকা জমা দিয়ে অনলাইনেই পুরসভা থেকে লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে। ফি বছর লাইসেন্স নবীকরণ করতে হবে। বিদেশি শংকর জাতীয় কুকুর বাড়িতে পুষলেই লাইসেন্স নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। এরপর বিদেশি পাখি বাড়িতে পোষার ক্ষেত্রেও এই ধরনের লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা হবে। প্রসঙ্গত, হাওড়া পুরসভার বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের চতুর্থ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠক করেন ডা. সুজয় চক্রবর্তী। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে অন্য প্রসঙ্গে সুজয়বাবু জানান, আগামী মাসে পুজোর আগেই হাওড়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সংস্কারের কাজ শেষ হবে। এছাড়াও ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এদিন দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের পদ্মপুকুর এলাকায় একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শুভ সূচনা করা হয় হাওড়া পুরসভার তরফ থেকে। উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরী, হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী, উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী, হাওড়া জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. কিশলয় দত্ত সহ অন্যান্যরা। ডা. সুজয় চক্রবর্তী বলেন, এটি আরবান হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার। এটা সরকারের দ্বারা পরিচালিত। সেই কারণে চিকিৎসা পরিষেবার জন্য কোনও খরচ হবে না। এখানের ওষুধ, ল্যাবরেটরি টেস্টিং কোন কিছুর জন্যই টাকা দিতে হবেনা। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে এই ধরনের স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। পুজোর পরেই টিকিয়াপাড়ার ইস্ট-ওয়েস্ট বাইপাসের ধারে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করা হবে। এদিন ২৮ নম্বর ওয়ার্ডেও হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারের উদ্বোধন হয়। ২৬ নম্বর ওয়ার্ডেও এরকম সেন্টার চালু করা হবে। তার কাজ প্রায় শেষের দিকে। কয়েক মাসের মধ্যে আশা করা যাচ্ছে বেশ কয়েকটা এরকম সেন্টার চালু করা যাবে। এখনো পর্যন্ত ১২টা হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার রয়েছে। এছাড়াও ৩টে ভাড়াবাড়িতে চলছে। পরবর্তীকালে নিজস্ব বিল্ডিং হলে সেই সেন্টারগুলোকে সেই বিল্ডিংয়ে স্থানান্তরিত করা হবে। আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টার আছে ১৯ টা। এই কাজের জন্য ৭৫ লক্ষ টাকা বাজেট। এই হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারে জেনারেল ফিজিশিয়ান থাকবে চিকিৎসার জন্য। সুগার, ক্রিয়েটিনিন, হিমোগ্লোবিন, ইউরিয়া প্রভৃতির মতো রুটিন ল্যাব টেস্টিং ওখানে বিনা পয়সায় মানুষ করতে পারবেন। এছাড়াও অ্যান্টিনেটাল চেকআপ বা অন্তঃসত্ত্বা মায়েদের টেস্ট ওখান থেকে করা যাবে। আগামী দিনে আমাদের পরিকল্পনা আছে ওখানে একটা পলিক্লিনিক করার। এই হেলথ সেন্টার সোমবার থেকে শনিবার সকাল ৯টা থেকে খোলা হবে। এখানে শুধুমাত্র আউটডোর ফেসিলিটি পাওয়া যাবে। এটা আরবান হেলথ মিশনের অংশ হিসেবে আমরা করলাম।

অন্যদিকে, পুজোর আগে হাওড়ার বিভিন্ন রাস্তার সংস্কার প্রসঙ্গে এদিন ডা. সুজয় চক্রবর্তী বলেন, বেলগাছিয়া বেনারস রোডে একটা বড় সমস্যা ছিল। সেখানে কাজ শুরু হয়ে গেছে। সিমেন্ট করবে কেএমডিএ। রাত থেকে ওখানে কাজ শুরু হবে। আশা করা যাচ্ছে আগামী ১০ দিনের মধ্যে ওখানে কাজ শেষ হয়ে যাবে। ইস্ট-ওয়েস্ট বাইপাসে ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে পুজোর আগে সেই কাজ শেষ হয়ে যাবে। বেলিলিয়াস রোডের কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া আছে কেএমডিএ'কে। একসাথে সব রাস্তার কাজ শুরু হলে ট্রাফিক সমস্যা হতে পারে। এব্যাপারে হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনারের সঙ্গে কথা হয়েছে। বেলিলিয়াস রোড এবং ইস্ট-ওয়েস্ট বাইপাসের কাজ শেষ হলে তারপর বেলিলিয়াস রোডের কাজ শুরু হয়ে যাবে। আশা করা যায় পুজোর আগেই বেলিলিয়াস রোডের কাজ শেষ হয়ে যাবে। পঞ্চাননতলা রোডের যে অংশ পর্যন্ত কমপ্লিট করা আছে তারপর থেকে পাওয়ার হাউস পর্যন্ত বাকি রাস্তা কংক্রিটের করা হবে। পুজোর আগেই তা শেষ হয়ে যাবে। প্রধান রাস্তাগুলোর কাজ পুজোর আগে শেষ করে দেওয়া হবে।

দিনহাটায় আক্রান্ত বিজেপি সদস্যার বাড়ি এসে ক্ষোভ উগরে দিলেন মহিলা কমিশন

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১৮ আগস্ট ঃ রাজনৈতিক অশান্তির আবহে সরাসরি তদন্তে নামল জাতীয় মহিলা কমিশন। সোমবার দিনহাটার নাজিরহাট ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আক্রান্ত বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যা যুথিকা বর্মনের বাড়ি পরিদর্শনে হাজির হন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যা ড. অর্চনা মজুমদার। আক্রান্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তিনি তাঁদের বক্তব্য শোনেন এবং প্রয়োজনীয় তদন্তের আশ্বাস দেন। উল্লেখ্য গত ৬ আগস্ট নাজিরহাটে যুথিকা বর্মনের বাড়িতে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরাই ওইদিন যুথিকার বাড়ি ঘিরে ধরে ভাঙচুর চালায় এবং লুটপাট পরে বলে অভিযোগ করা হয় পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের হেনস্থা করা হয় বলেও অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের দিকে। ঘটনায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যুথিকার পরিবার। বিজেপির তরফে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। এই ঘটনার জেরে দিনহাটা সহো কোচবিহার জেলা জুড়ে শুরু হয় চরম রাজনৈতিক উত্তেজনা। ঘটনার পরদিন বিজেপি বিধায়কেরা আক্রান্ত বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে যান সেখানেও চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় বাধা দেওয়া হয় তাদেরকে এমনকি তাদের গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে শাসক দলের বিরুদ্ধে। ওই এলাকায় বিজেপি কর্মী মনীন্দ্র বর্মনের আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে লাথি মারা হয় পরবর্তীতে তাকে কোচবিহার এবং অবস্থার অবনতি হওয়ায় শিলিগুড়ি বেসরকারি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয় সেখানে তিনি একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেননি পরবর্তীতে তার

সেই কন্যা সন্তান ও তার অবস্থার আরো অবনতি হওয়ায় তাকে কল্যাণী এইমসে নিয়ে যাওয়া হয়। জিতেন্দ্র বর্মনের মেয়ে পূরবী বর্মনের উপর ঘটনায় রীতিমতো তোলপাড় হয় কোচবিহারের রাজনীতি। সোমবার জাতীয় মহিলা কমিশনের তরফে ড. অর্চনা মজুমদারকে সরেজমিনে তদন্ত পড়তে আসেন কোচবিহারে। তিনি ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন এবং ভুক্তভোগী পরিবারকে ন্যায়বিচারের আশ্বাস দেন। যুথিকা বর্মনের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন কমিশনের সদস্যা। পরিবারের নিরাপত্তা, ঘটনার সময়কার পরিস্থিতি এবং প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কেও খোঁজখবর নেন তিনি। ড. মজুমদার বলেন - একজন নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধির উপর এই ধরনের আক্রমণ অত্যন্ত দুঃখজনক এবং অগ্রহণযোগ্য। আমি সরাসরি পরিবারের কাছ থেকে সব তথ্য সংগ্রহ করেছি। খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে জাতীয় মহিলা কমিশনে রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে। প্রয়োজনে রাজ্য প্রশাসনের কাছ থেকেও ব্যাখ্যা তলব করা হবে জানান তিনি। পরবর্তীতে পরিবারের উদ্বেগ শুনে তিনি স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্বশীলদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং আক্রান্ত পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন। তিনি আরও বলেন - কমিশন নিরপেক্ষভাবে তদন্ত চালাবে এবং মহিলাদের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেবে। জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে গেলে তারা কান্নায় ভেঙে পড়েন তারা বলেন কিভাবে বাঁচব আমাদের বাঁচার রাস্তা করে দিন। তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা আমাদেরকে বাঁচতে দেবে না। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাঁদের বক্তব্য - বিজেপি রাজনৈতিক লাভের জন্য ঘটনাটিকে বাড়িয়ে দেখাচ্ছে। তৃণমূল নেতৃত্ব দাবি করেন সাধারণ মানুষের উপর তাঁদের দলের কর্মীরা কখনোই আক্রমণ চালায় না। জাতীয় মহিলা কমিশনের এই হস্তক্ষেপে এলাকাবাসী আশাবাদী যে দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যুথিকা বর্মনও কমিশনের আশ্বাসে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তবে পরিবারের দাবি প্রশাসন যেন দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। দিনহাটার এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তেজনা তৈরি হলেও জাতীয় মহিলা কমিশনের সরাসরি হস্তক্ষেপে এখন নজর প্রশাসনিক পদক্ষেপের দিকে।

দিশা নিধি লিমিটেড নামে এক আর্থিক সংস্থাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল

দুরন্ত বার্তা, জঙ্গিপুর, ১৮ আগস্ট ঃ মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের মিয়াপুরে ভাগ্য দিশা নিধি লিমিটেড নামে এক আর্থিক সংস্থাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সংস্থাটি সাপ্তাহিক কালেকশনের মাধ্যমে কয়েক হাজার মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলে মান্থলি স্কিম চালু করেছিল। কিন্তু সময়মতো স্কিমের টাকা ম্যাচিউর হওয়ার পরও বহু গ্রাহককে টাকা ফেরত দেয়নি সংস্থা। সোমবার দুপুরে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রায় ২০০-রও বেশি গ্রাহক সংস্থার মিয়াপুর শাখায় ভিড় জমায়। গ্রাহকদের অভিযোগ, ব্রাঞ্চে সঠিক সাইনবোর্ডই নেই, ফলে খুঁজে পেতে সমস্যায় পড়তে হয়। এতে তাদের সন্দেহ আরও গভীর হয় যে সংস্থার আদৌ কোনো বৈধতা রয়েছে কিনা। অভিযোগ, এদিন সংস্থার তরফে গ্রাহকদের প্রশ্নের কোনো উত্তর দেওয়া হয়নি। ওই অফিসটি একটি বাড়ির ভেতরে চালানো হচ্ছে বলে জানা যায়। সেখানে খবর সংগ্রহের জন্য গেলে এক সাংবাদিককে ভিডিও তোলায় বাধা দেওয়া হয় এবং বাড়ির মালকিন তার সঙ্গে কটূক্তি করেন। এমনকি সাংবাদিককে হুমকির মুখেও পড়তে হয়। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তা ও পুলিশি হস্তক্ষেপে ওই সাংবাদিক নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। বাড়ির মালকিন জানিয়েছেন, সংস্থার অফিস চালানোর জন্য তিনি কোনো প্রকার যাচাই-বাছাই করেননি। পুলিশি ভেরিফিকেশনও করানো হয়নি বলে তিনি স্বীকার করেন। ঘটনার জেরে গ্রাহকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ ছড়িয়েছে। উপস্থিত পুলিশ গ্রাহকদের শান্ত থাকতে অনুরোধ জানায় এবং ভিড় সরানোর ব্যবস্থা করে। এই ঘটনার পর প্রশ্ন উঠছে বিনা ভেরিফিকেশনে কীভাবে একটি আর্থিক সংস্থা এত বড় পরিসরে ব্যবসা চালাতে পারল? গ্রাহকদের কষ্টের টাকা ভবিষ্যত কী হবে, তা নিয়ে এখন তীব্র অনিশ্চয়তা !

নদী ভাঙনে তলিয়েছে ঘরবাড়ি, পথ অবরোধ স্থানীয়দের

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ১৮ আগস্ট ঃ বুড়া ধরলা নদীর ভাঙনে তলিয়ে গিয়েছে ঘর-বাড়ি। প্রশাসনিক আধিকারিকদের আশ্বাসের পরও সুরাহা না মেলায় বিক্ষোভে শামিল হলেন দ্বারিকামারী এলাকার বাসিন্দারা। সোমবার কোচবিহারের দিনহাটা-মাতালহাট রাজ্য সড়কের ছোট নাচনিয়া এলাকায় অবরোধে শামিল হন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, নদী ভাঙনের জেরে জমি, বাড়ি-ঘর নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে বিপাকে পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয়দের দাবি, প্রশাসনিক আধিকারিকরা এসে আশ্বাস দিলেও কোনও সুরাহা হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে অবরোধের শামিল হলেন তাঁরা। স্থানীয়রা জানান, যতদিন না তাঁদের সমস্যা মিটছে, তাঁরা এভাবেই আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। এদিন ঘটনাস্থলে যায় দিনহাটা থানার পুলিশ। তাঁরা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। আন্দোলনকারীরা বিডিওকে ঘটনাস্থলে আসার কথা জানান। লিখিতভাবে না জানালে এই অবরোধ চলতে থাকবে বলেও জানিয়েছেন তাঁরা। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত অবরোধ চলছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের পরিষেবা এবং পরিকাঠামোগত মাইলফলক অর্জন

মালিগাঁও, ১৮ আগস্ট ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রীদের সুবিধা এবং পরিচালনা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। টিকিট কাউন্টারে ভির কমাতে, ৬৯টি স্টেশনে ১৪৫টি স্বয়ংক্রিয় টিকিট ভেন্ডিং মেশিন (এটিভিএম) স্থাপন করা হচ্ছে। এই এটিভিএমগুলি ২৪x৭ মানববিহীন কিয়স্ক হিসেবে কাজ করবে, যার ফলে যাত্রীরা স্মার্ট কার্ড বা কিউআর কোড ব্যবহার করে অসংরক্ষিত টিকিট কিনতে পারবেন। মনোনীত টিকিট কাউন্টারে স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করা যেতে পারে, যা ঝামেলামুক্ত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে। সময়ানুবর্তিতা প্রদর্শন উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে, মেইলএক্সপ্রেস ট্রেনগুলি রেলওয়ে বোর্ডের ৮৫ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ০.৯৩ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গত বছরের তুলনায় ২.৫৭ উন্নতি করেছে, যা সমস্ত জোনাল রেলওয়ের মধ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েকে পঞ্চম স্থানে রেখেছে। এই সাফল্য ১৪টি জোড়া ট্রেনের মানসম্মতকরণ, ৬৬টি ট্রেনের গতিবেগ বৃদ্ধি করে প্রতি যাত্রায় গড়ে ২২ মিনিট সাশ্রয় করা এবং প্রধান স্টেশনগুলিতে ৬৩টি ট্রেনের সময় সংশোধনের মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে অর্জন করেছে।

কোর কমিটি ও জেলা কমিটির বৈঠক, ভোটের আগেই বুথ পিছু ১০ লাখ টাকার কাজ

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৮ আগস্ট ঃ সোমবার বোলপুর দলীয় কার্যালয়ে কোর কমিটি ও জেলা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। পার্লামেন্টের অধিবেশন থাকায় জেলার দুই সাংসদ অসিত মাল এবং শতাব্দী রায় এদিন উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাছাড়া বাদবাকি সবাই উপস্থিত ছিলেন। জেলা কমিটির বৈঠকে দলীয় কর্মী ও নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিক বৈঠকে অনুব্রত মণ্ডল জানান, বৈঠকে বাংলা ভাষা এবং ভোটার লিস্ট নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কোন রাজ্য দিল কিনা জানিনা আমরা ২০০২ সালের ভোটার লিস্ট জমা দিয়েছি। এছাড়াও নির্বাচনের আগে বুথ পিছন ১০ লাখ টাকার কাজ হবে। তার জন্য পাড়ায় সমাধান হচ্ছে। এর ফলে মানুষের চাহিদা মত সেই কাজ হবে। আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামপুরহাট বিধানসভায় ৩০ কোটির কাজ হবে অন্যদিকে অভিজিত সেনার বিধানসভায় ২৮ কোটির কাজ হবে। একইভাবে ইলামবাজার বিধানসভায় কাজ হবে। এই কাজ সর্বত্র হবে।

মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৮ আগস্ট ঃ বোলপুর পৌরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কালিকাপুর কলনির লোকনাথ মন্দিরে দু ঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। গতকাল ছিল বাবা লোকনাথের জন্মদিন। সকাল থেকেই মন্দিরে শুরু হয়েছিল বিশেষ পুজো আর্চা, ভক্তদের ঢল নামতে থাকে সারাদিন। ভক্তরা স্বেচ্ছায় প্রণামি বাক্সে অর্থ দান করেছিলেন। কিন্তু রাত পেরোতেই সেই ভক্তদের বিশ্বাসে জল ঢেলে দিল চোরেরা। অভিযোগ, মন্দিরের ঘট থেকে শুরু করে যাবতীয় পুজোর সামগ্রী সহ প্রণামি বাক্স তুলে নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। পরবর্তীতে প্রণামি বাক্সটি মাঠে নিয়ে গিয়ে ভেঙে ভিতরের টাকা বের করে নেয়, তারপর ফাঁকা বাক্স ফেলে রেখে যায়। এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, চুরি করার সময় যাতে কেউ বাইরে বেরোতে না পারে, সেই জন্য চোরেরা বেশ কিছু বা।রি দরজায় বাইরে থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দেয়। এমনকি মন্দিরের প্রবেশপথে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার দিক ঘুরিয়ে দেওয়া হয় আকাশের দিকে, যাতে কোনো প্রমাণ না থাকে। ঘটনার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয়রা সকালে এসে মন্দিরের চুরি হয়ে যাওয়া দৃশ্য দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বোলপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। ঠিক কত টাকার প্রণামি চুরি গেছে, তা এখনো সঠিকভাবে জানা যায়নি। স্থানীয়দের দাবি, নিয়মিত পুলিশি টহল না থাকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। তাদের আক্ষেপ, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিনেই যদি এমন নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয়, তবে সাধারণ মানুষ কীভাবে নিশ্চিন্ত থাকবে!

মর্টার শেল উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ আগস্ট ঃ শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি এলাকা থেকে একটি মর্টার শেল উদ্ধারের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সোমবার সেনাবাহিনী ওই এলাকা থেকে মর্টার শেলটি উদ্ধার করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উদালবাড়ি থেকে একটি ডাম্পারে করে ফুলবাড়িতে বালি ও পাথর আনা হচ্ছিল। খালাস করার সময় শ্রমিকরা মর্টার শেলটি দেখতে পায়। শ্রমিকরা এনজেপি থানার পুলিশকে খবর দেয়। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এনজেপি থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মর্টার শেলটি উদ্ধার করে।

আমমোক্তার নামা

আমি রীতা দাস, স্বামী- নবকুমার দাস, সাং- মঙ্গলপুর, পোঃ ও থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট থানার মৌজা চকচন্দন, জে.এল নং- ০৯৫, খতিয়ান নং এল.আর. ৩৭৩, দাগ নং এল.আর. ১৬৩ নং দাগে ৩২ শতক জমি এ. ডি.এস.আর. বালুরঘাট অফিসে ২০২৪ সালের ১৭০২০০৭৮০ নং দলিল মূলে খরিদ করিয়াছেন যাহা এ.ডি.এস.আর. বালুরঘাট অফিসের ২০১৯ সালের ১৭০২০০০৬৬ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে সুদীপ্ত দাস ও স্বয়ং চরণ রবিদাস এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি এবং উক্ত জমি রেকর্ড করিবার জন্য Balurghat B.L. & L.R.O. Office এ দরখাস্ত দাখিল করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে ০৭ দিনের মধ্যে Balurghat B.L. & L.R.O. Office এ যোগাযোগ করিবেন।

ধন্যবাদান্তে
সুদীপ দে
এ্যাডভোকেট বালুরঘাট কোর্ট

আমমোক্তার নামা

আমি বিপ্লব কুমার সরকার, পিতা-মৃত নিত্যানন্দ সরকার, সাং ও পোঃ- নুনইল, থানা- বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট থানার মোজা মারগ্রাম, জে.এল নং-২৪৮, খতিয়ান নং এল.আর. ৩৮৯, দাগ নং হাল ৫৮ /১৭৮ নং দাগে ১৩০ শতক জমি ডি.এম.আর. বালুরঘাট অফিসে ২০২৫ সালে ১৭০১০০০৫৩ নং দলিল মূলে খরিদ করিয়াছি যাহা এ.ডি.এস.আর. হুগলী রেজিস্ট্রি অফিসের ২০২৪ সালের ০৬০৩১৪৯০৫ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে নিবেদিতা মাইতি ও স্বয়ং সুব্রত মন্ডল এর নিকট হইতে এয় করিয়াছি এবং উক্ত জমি রেকর্ড করিবার জন্য Balurghat B.L. & L.R.O. Office এ দরখাস্ত দাখিল করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে ০৭ দিনের মধ্যে Balurghat B.L. & L.R.O. Office এ যোগাযোগ করিবেন।

ধন্যবাদান্তে
সুদীপ দে
এ্যাডভোকেট বালুরঘাট কোর্ট

আইআরইএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
IREL (India) Limited

(পূর্বে ইন্ডিয়ান রেয়ার আর্টস লিমিটেড)
রেয়ার আর্থ ডিভিশন, কোচি, কেরালা, ইমেল- purchase-red@irel.co.in
সিআইএলঃ ইউ১৫১০০এমএইচ১৯৫০জিওআই০০৮১৮৭
An ISO 9001:2015, ISO 1400:2015 & ISO 45001:2018 Company

TECHNOLOGIES FOR NEW INDIA@75
आज़ादी का अमृत महोत्सव

আইআরইএল (ইন্ডিয়া লিমিটেড, রেয়ার আর্থস ডিভিশন) নিম্নলিখিত আইটেম/কাজের বিবরণের জন্য দরপত্র আহ্বান করছেঃ

আইটেম/কাজের বিবরণ	জিইএম পোর্টালে দরপত্রের প্রাপ্যতা
বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) কেক প্রক্রিয়াজাতকরণ	২০.০৮.২০২৫
কস্টিক সোডা লাই সংগ্রহ	২১.০৮.২০২৫
অক্সালিক অ্যাসিড স্ফটিক সংগ্রহ	২২.০৮.২০২৫

বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটগুলি দেখুনঃ
gem.gov.in, www.irel.co.in/tender-information https://eprocure.gov.in/cppp_
উপরোক্ত দরপত্রের যেকোনো সংশোধনী/বর্ধিতাংশ শুধুমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটগুলিতেই হোস্ট করা হবে।
তারিখঃ ১৪.০৮.২০২৫ cbc48145/12/0005/2526 স্বা/- জিএম অ্যান্ড হেড, আরইডি

COMFORT FINCAP LIMITED

COMFORT FINCAP

CIN: L65923WB1982PLC035441

Registered Office.: 22, Block B, Camac Street, Behind Pantaloons, Kolkata, West Bengal - 700 016; **Corporate Office.:** 301, 3rd Floor, A wing, Hetal Arch, S. V. Road, Malad (West), Mumbai - 400064; **Phone No.:** 022 - 6894 8500 / 08 / 09, **Fax:** 022-2889 2527; **Email:** info@comfortfincap.com; **Website:** www.comfortfincap.com

INFORMATION REGARDING 43rd ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE ("VC") / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")

NOTICE is hereby given that the 43rd (Forty-Third) Annual General Meeting ("the AGM/the Meeting") of the Members of **COMFORT FINCAP LIMITED** ("the Company") will be held on **Friday, September 12, 2025** at 11:30 A.M. IST through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") via facility provided by **National Securities Depository Limited** ("NSDL") in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with all applicable circulars on the matter issued from time to time by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM.

1. **Dispatch of Annual Report:**

   The e-copy of the Notice of the 43rd AGM along with the Annual Report for the financial year 2024-25 of the Company will be available on the website of the Company at http://www.comfortfincap.com/Investorrelation. Additionally, the Notice of AGM will also be made available and may be accessed from the relevant section of the website of the Stock Exchange where shares of the Company are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.

   Members can attend and participate in the AGM **ONLY** through the VC/OVAM facility, the details of which will be provided by the Company in the Notice of AGM. Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the 43rd AGM of the Company in person. Members attending the meeting through VC/OVAM shall be counted for the purpose of reckoning quorum under Section 103 of the Act.

   The Notice of AGM along with the Annual Report will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar & Share Transfer Agent ('**Registrar/ RTA**')/ Depository Participants ('**DPs**'). Further, as per the SEBI Listing Regulations a letter providing the web-link, including the exact path, where Annual Report for the financial year 2024-25 is available, will be sent to those Members whose e-mail address is not registered with the Company. Also, the hard copies of the Notice of 43rd AGM and Annual Report for the financial year 2024-25 will not be sent to any shareholders, unless any member has requested for the same. **Shareholders holding shares in dematerialised mode are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their DPs. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's RTA i.e. Bigshare Services Private Limited at info@bigshareonline.com along with self-attested copy of PAN Card.**

2. **Manner of casting vote(s) through e-voting:**

   The shareholders will have an opportunity to cast their vote through electronic means either during the remote e-voting period before the AGM or through e-voting during the AGM. The manner of e-voting for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and process for registration of email addresses for those shareholders who have not yet registered the same will be provided in the Notice to the shareholders.

3. **Dividend:**

   Members may note that the Board of Directors at its Meeting held on Tuesday, May 06, 2025, has recommended a final dividend of 5% (Five percent) of the Paid-up Equity Share Capital of the Company, i.e. Rs. 0.10/- (Ten Paise Only) per Equity Share of face value of Rs. 02/- (Rupees Two Only) each for the financial year ended March 31, 2025, subject to approval of the shareholders at the 43rd (Forty-Third) AGM of the Company. The Dividend, if approved at the AGM, will be paid within 30 days of the AGM. Further, pursuant to Section 91 of the Act read with Rules made thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 06, 2025 to Friday, September 12, 2025 (both days inclusive) for the purposes of AGM and declaration of Final Dividend for the financial year 2024-25. The Company has fixed Friday, September 05, 2025 as the 'Record Date' for determining eligible shareholders entitle to dividend. Shareholders holding shares in electronic mode are requested to register their Bank details with the relevant Depository Participant. This will enable the Company to make timely credit of dividend to the Shareholders in their respective bank accounts. For Shareholders who have not updated their bank account details, Dividend Warrants / Demand Drafts will be sent to their registered addresses.

4. **TDS on Dividend:**

   Shareholders may please note that in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961, as amended by and read with the provisions of the Finance Act, 2020, dividend declared and paid by the Company with effect from April 01, 2020, is taxable in the hands of Shareholders and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to the Shareholders at the applicable rates. For more details, please refer to the Notes to the Notice of the AGM and TDS related email communication which will be sent to shareholders and the same will also be available on the website of the Company at http://www.comfortfincap.com/Investorrelation.

5. **Manner of registering KYC including bank details for receiving dividend:**

   a) Shareholders holding shares in physical mode who have not provided the information regarding bank particulars, are requested to register/update their Bank details (e.g. name of the bank and the branch, bank account number, 9 digits MICR number, 11 digit IFS Code and the nature of account) online with Bigshare Services Private Limited on its website at www.bigshareonline.com along with the copy of the signed request letter mentioning the name and address of the Shareholder, scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested copy of the PAN Card, and self-attested copy of any document (e.g.: Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Shareholder in prescribed Form ISR-1 along with a copy of latest cancelled cheque with the Shareholder's name. The said Form ISR-1 can be downloaded from the Company's website at http://www.comfortfincap.com/Investorrelation.

   b) Shareholders holding shares in demat mode are requested to register their Bank details with the relevant Depository Participant.

6. **Saksham Niveshak – 100 Days Campaign:** Pursuant to MCA circular dated July 18, 2025, the Company has initiated a special campaign from July 28, 2025 to November 06, 2025 to facilitate shareholders in updating their KYC/bank/nominee/contact details and claiming unclaimed dividends. Further, a list of shareholders whose dividend are unpaid/unclaimed is available on the website of the Company at https://www.comfortfincap.com/investor-relations. Shareholders are requested to contact the Company's RTA i.e, Bigshare Services Private Limited at investor@bigshareonline.com to avoid transfer of their dividend/shares to Investor Education and Protection Fund Authority.

7. **Re-lodgement of Transfer Deeds (One-time Special Window):** SEBI has provided a special window from July 07, 2025 to January 06, 2026 for shareholders holding shares in physical form to re-lodge transfer requests lodged prior to April 01, 2019 that were rejected/returned/not processed. All such transfers will be effected only in demat mode. Shareholders falling under this category are requested to initiate the process within the stipulated time. For assistance, please contact our RTA i.e, Bigshare Services Pvt. Ltd. at investor@bigshareonline.com or the Company at info@comfortfincap.com.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
COMFORT FINCAP LIMITED
Sd/-
ANKUR AGRAWAL
CHAIRPERSON & DIRECTOR
DIN: 06408167

DATE: AUGUST 19, 2025
PLACE: MUMBAI

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **S_D/S-I/XV/139/57/25-26**
Name of the Work: **Restoration of Heder Era Nikashi drain in Ward No. 139 under Borough-XV.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,22,741.97.** Earnest Money: ₹ **8,500.00.** Period of Completion: **60 days.**
2. NIT No.: **S_D/S-I/XV/134/76/25-26**
Name of the Work: **Restoration of M.H., G.P., Deck Slab along Garden Reach Road Adjacent area in Ward No. 134 under Borough-XV.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,34,283.10.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion: **60 days.**
3. NIT No.: **S_D/S-I/XV/88/138/25-26**
Name of the Work: **Repairing of Mithatalab Nikashi drain Ward No. 138 under Borough-XV.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,72,758.80.** Earnest Money: ₹ **9,500.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid (online): **27.08.2025 up to 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). Bid submission start date (online): **19.08.2025 at 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). The bid documents and other details will be available on and from **19.08.2025 at 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-tender for the following works :–
1. NIT No.: **EE/WS/GRWW/RWPS/25-26/eT-26**
Name of the Work: **Supply & fitting, fixing of New Spindle, GM nut and other allied components at the suction side sluice valve of Pump No.-3 at RWPS PH-III of GRWW.** Estimated Amount: ₹ **2,03,333.00.** Earnest Money: ₹ **4,070.00.** Period of Completion: **1 day.**
2. NIT No.: **EE/WS/GRWW/RWPS/25-26/eT-27**
Name of the Work: **Supply, installation, testing & commissioning the new gear box arrangement for 900 mm dia. BFV of Pump No.-2 and 5 at RWPS PH-III of GRWW.** Estimated Amount: ₹ **2,87,093.00.** Earnest Money: ₹ **5,750.00.** Period of Completion: **15 days.**
3. NIT No.: **EE/WS/GRWW/RWPS/25-26/eT-28**
Name of the Work: **Strengthening and necessary arrangement of holding the MS strainers installed at eastern and Western side at RWPS PH-II Jetty of GRWW.** Estimated Amount: ₹ **4,75,951.00.** Earnest Money: ₹ **9,520.00.** Period of Completion: **12 days.**
4. NIT No.: **EE/WS/GRWW/RWPS/25-26/eT-29**
Name of the Work: **Replacement of the defective impeller by the standby impeller of Pump No.-1 with other associated works at RWPS-III under GRWW.** Estimated Amount: ₹ **4,80,919.00.** Earnest Money: ₹ **9,620.00.** Period of Completion: **7 days.**
5. NIT No.: **EE/WS/GRWW/RWPS/25-26/eT-30**
Name of the Work: **Supply, fitting fixing of new components as replaced items against damaged ones of rotating assembly of Pump No.-4 of RWPS-III under GRWW.** Estimated Amount: ₹ **4,84,374.00.** Earnest Money: ₹ **9,690.00.** Period of Completion: **7 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **28.08.2025 at 2.00 p.m./30.08.2025 at 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 5). The bid forms and other details will be available shortly the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 5).

The **EEWS (South), KMC** invites e-tender for the following work (Submission of bid through online) :–
NIT No.: **KMC/WS/EE/S/099/2025-26/04/1st Call**
Name of the Work: **Maintenance of water supply pipeline network system near Premises No. 31A/1 Raipur Road, A/47 Ramgarh and at different places in Ward No. 99 Borough-X.** Estimated Amount (Including GST & CESS): ₹ **1,89,281.22.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Time of Completion: **35 days.** Last date and time of online submission of tender: **28.08.2025 at 2.00 p.m.** Date and time of online open of tender: **30.08.2025 at 2.00 p.m.** For full and futher details, please visit the website **https://wbtenders.gov.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum / corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept / reject any / all tenders without showing any reason.

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/WS/W78-1/T-40/25-26**
Name of the Work: **Improvement of F.W. supply by laying 150 mm dia. D.I. Pipe along Ekbalpore Lane from 17/1A Ekbalpore Lane to 58 D.H. Road in Ward No. 78.** Estimated Amount: ₹ **3,22,275.00.** Earnest Money: ₹ **6,450.00.** Period of Completion: **10 days.**
2. NIT No.: **KMC/WS/W78-4/T-41/25-26**
Name of the Work: **Development of F.W. supply by laying 150 mm. dia. D.I. Pipe along Ekbalpore Lane from B/5/H/6, B.K. Road to 40C Ekbalpore Lane in Ward No. 78.** Estimated Amount: ₹ **2,42,386.00.** Earnest Money: ₹ **4,850.00.** Period of Completion: **10 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **28.08.2025 at 11.00 a.m./30.08.2025 at 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Deputy Chief Engineer (M)/S&D, KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following work :–
NIT No.: **KMC/PBPS/AD/M-19/2025-2026**
Name of the Work: **Urgent withdrawing, repairing, servicing and replacement of wornout spare parts with other allied works for Pump Unit No. C at Sirity DPS under PBPS (Drg.)/S&D.** Estimated Cost: **Quotation.** Earnest Money: **2% of quoted rate.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **01.09.2025 up to 3.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **21.08.2025 (5.30 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in.**

The **Dy. C.E.(M)/Sewer Cleansing wing under S&D Department, KMC** invites e-tender online for below mentioned work :–
NIT No.: **KMC/S&D/SCD(C)/2025-26/11**
Name of the Work: **Repairing & replacement of various spares parts for Jetting Machine [WB-15A-1099 & 0995] under sewer cleansing - central.** Estimate Amount (Including GST & CESS): **NA.** Earnest Money: ₹ **2,900.** Period of Completion: **12 days.** Last date and time of submission of bid: **29.08.2025 at 2.00 p.m.** The bid forms and other details will be available on and from **21.08.2025 (9.00 a.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in.**

The **Executive Engineer (WS)/C, KMC** invites e-tender for the work detailed in the table below (Subnission of Bid through online):–
1. NIeT No.: **KMC/WS/C/SEC-F/Wd-36/03/25-26**
Name of the Work: **Maintenance of filtered and un-filtered water supply distribution pipe line with allied works at different places in Ward No. 36, under Borough-V.** Tentative Estimate Amount: ₹ **2,99,959.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Time of Completion: **60 days.**
2. NIT No.: **KMC/WS/C/SEC-F/Wd-37/02/25-26**
Name of the Work: **Maintenance and repair of filtered water supply distribution pipe line, G.I. service Pipe Line and Allied Works at different places, in Ward No. 37, under Borough-V.** Tentative Estimate Amount: ₹ **2,99,906.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Time of Completion: **75 days.** Last date and time of online submission of tender: **08.09.2025 at 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Bid opening date & time: **10.09.2025 at 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). For full and futher details, please visit the websites **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2). Please keep watching on the above website for all further Addendum / corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept / reject any / all tenders without showing any reason.

889/25-26

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

বিপর্যয়ের আগাম খবর জানতে পৃথিবীর কক্ষপথে বৃহত্তম রাডার বসাল ইসরো ও নাসা!

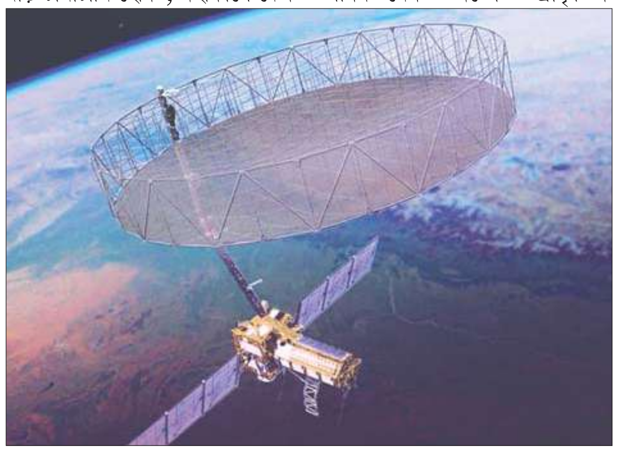

ভারত-আমেরিকা বন্ধুত্বের নজির গড়ে তুলল। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রাডার অ্যান্টেনা কক্ষপথে স্থাপন করল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইসরো এবং আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসা। মূলত হিমবাহ, জঙ্গল, ভূকম্পন জলবায়ু পরিবর্তনের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের খবর দেবে এই রাডার অ্যান্টেনা। ইসরো এবং নাসা যৌথ ভাবে সিন্থেটিক অ্যাপারচার মিশন (নিসার) শুরু করে। সেই অভিযানের অধীনে এই অ্যান্টেনা স্থাপন করা হল। যেটি ৩৩ ফুট দীর্ঘ। পৃথিবী থেকে ৪৬০ মাইল দূরে মহাকাশে স্থাপন করা হয়েছে এই বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন এই রাডার অ্যান্টেনা। নাসা এবং ইসরোর সূত্রে জানা গিয়েছে, নিসার উপগ্রহটি নিয়ন্ত্রণ করবে নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরি (জেপিএল) এবং ইসরো। দিন-রাত কাজ করবে। ফলে যে কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় আশঙ্কা তৈরি হলে আগাম খবর দেবে শক্তিশালী রাডার। সেই মতো ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। প্রসঙ্গত, ক'দিন আগেই ইসরো জানিয়েছিল, ভারতের মাটি থেকে ৬,৫০০ কেজি ওজনের মার্কিন স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠাবে তারা। এই তথ্য প্রকাশ্যে জানান, ইসরো চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ভারত-মার্কিন শুল্কযুদ্ধের মাঝেই ইন্দো-মার্কিন মহাকাশ মিশন দুই দেশের কূটনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন আলো দেখাতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। শুল্ক নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে মোদির যতই দড়ি টানাটানি হোক , মহাকাশে ফের

আবর্জনা পরিষ্কারে দার্জিলিংয়ে স্বচ্ছ অভিযান বাসিন্দা ও পড়ুয়াদের

জগিংয়ের সঙ্গে আবর্জনা তোলা। জনপ্রিয় সেই সুইডিশ কৌশল প্লগিংয়ের মাধ্যমে ' অফ হিল' দার্জিলিংকে স্বচ্ছ করে তোলার অভিযান হল। স্বাধীনতা দিবসের দিন থেকে দু'দিন এই অভিযান পালন হল পাহাড়ে। উদ্যোক্তা বিক্রম ফাউন্ডেশন এবং পাহাড়ের নতুন দল মেরো দার্জিলিং। সহযোগিতায় ছিল দার্জিলিং পুরসভা ও গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। অভিযানের নামকরণও অভিনব ' দার্জিলিং-মায়া আনি সেবা তপাইলাই' অর্থাৎ ' দার্জিলিং-তোমাদের ভালবাসার জন্যই সেবা'। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অ্যাথলিট বিক্রম রাইয়ের সঙ্গে দু'দিন অভিযানে নামেন দার্জিলিংয়ের আমজনতা তো বটেই। নতুন প্রজন্ম প্রমাণ করলেন, স্বাধীনতা দিবস কেবল বক্তৃতা অথবা অনুষ্ঠানের বিষয় নয়। এটি সম্মিলিত দায়িত্ব পালনের বিষয়। বিক্রম জানান, সবাই শুধু অভিযোগ করেন দার্জিলিং অপরিচ্ছন্ন। কিন্তু নিজের দায়িত্ব পালন করেন না। ২০১৬ সালে সুইডেনে আবর্জনা সংগ্রহের জন্য একটি অভিযান শুরু হয়েছিল। এখানেও একই অভিযান হয়েছে। তিনি বলেন, 'স্বাধীনতা দিবস পালনের পর লেবং গোর্খা স্টেডিয়াম আবর্জনায় ভরে ছিল। আমরা লেবং স্টেডিয়ামে মেগা প্লগিংয়ের মাধ্যমে নাগরিকদের সচেতন করে তোলার কাজ করেছি।''
অভিযানে অংশগ্রহণকারীরা জগিং করে হেঁটে যান ম্যাল রোড, টিন রোড, কেভেন্টার্স এলাকায়। পথে আবর্জনা সংগ্রহ করেন। স্লোগান ছিল 'অভিযোগ নয়, অঙ্গীকার'। ১৬ আগস্ট শনিবার লেবং স্টেডিয়ামে মেরো দার্জিলিং গ্রুপের নেতৃত্বে ইয়ং শাটলার দার্জিলিং, ইন্টার অ্যাক্ট ক্লাব অফ ওয়েস্ট পয়েন্ট , ক্যামেলিয়া স্কুল, এনজিএইচএসের ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় মেগা প্লাগিং ও ক্লিনিং অভিযান হয় লেবং থেকে ২ ট্রাক আবর্জনা সংগ্রহ করা হয়েছে। চৌরাস্তা, ম্যাল রোড থেকে ১ ট্রাক আবর্জনা সংগ্রহ হয়েছে। বিক্রম রাই বলেন, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা উপহার দিয়েছেন। এখন পরিবেশগত স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার সময়। প্লাস্টিক বর্জ্য এবং দূষণ থেকে মুক্তি চাই। প্রসঙ্গত ১২ আগস্ট ভানু ভবনে অনুষ্ঠিত সভায় বিক্রম রাইয়ের দার্জিলিং পরিষ্কার করার ধারণা নিয়ে পথ চলা শুরু হয় 'মেরো দার্জিলিং' দলের।

মহাশূন্যের পরিবেশ বুঝতে লাদাখের মরু অঞ্চলে শুরু গবেষণা

উন্নত বিশ্বের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে 'আত্মনির্ভর ভারত'। বড় বড় ক্ষেত্রে গবেষণা কাজে আর পাঁচটা উন্নত দেশকে টেক্কা দিচ্ছে। তারই মধ্যে একটি মহাকাশ গবেষণা ক্ষেত্র। সেই কাজে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো কার্যত যুগান্তকারী কাজ করে চলেছে। আগামী ২, ৩ বছরের মধ্যে ভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রযুক্তিতে হবে 'গগনযান মিশন'। তার প্রস্তুতি জোরকদমে। এবার শোনা গেল, নভশ্চরদের প্রশিক্ষণের জন্য বাইরের দেশে নয়, এ দেশেই তেমন পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। তার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে লাদাখের মরু অঞ্চল সো কার ভ্যালিকে। এখান থেকেই নাকি মহাকাশকে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাই সেখানে তৈরি হচ্ছে হিমালয়ান আউটপোস্ট ফর প্ল্যানেটারি এক্সপ্লোরেশন বা 'হোপ'। এখানে মহাশূন্যের মতো পরিবেশ বানিয়ে

প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ইসরোর।আসলে কী ঘটছে লাদাখের সো কার উপত্যকায়? এই উপত্যকা আসলে নোনা এলাকা। দেশের সর্বোচ্চ স্থানে এমন পরিবেশ পাওয়া বিরল। সেই কারণে এখানেই গম্বুজাকৃতি তাঁবু তৈরির সিদ্ধান্ত। নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার একটি তাঁবু বানানো হয়েছে হিমালয়ান আউটপোস্ট ফর প্ল্যানেটারি এক্সপ্লোরেশন বা ' তরফে। এর মধ্যে অন্তত ১০ দিন কাটালে মহাকাশের পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা হবে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। এই গোটা প্রকল্পের দায়িত্ব নিয়েছেন এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ড. সিদ্ধার্থ পাণ্ডে। তিনি নাসা-সহ একাধিক দেশের মহাকাশ গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মতে, শুধু নভশ্চররা এখানে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন, তা নয়। সাধারণ মানুষ, ভবিষ্যতে যাঁরা মহাকাশে যেতে ইচ্ছুক, তাঁদের কথা ভেবে এটা তৈরি করা।উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগেই মার্কিন বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে জোট বেঁধে 'অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন, লখনউয়ের শুভাংশু শুক্লা। তিনি ভারতের গগনযান মিশনে নভশ্চর হিসেবেও নির্বাচিত। তার আগে ' একটা বাড়তি অভিজ্ঞতা, যা পরবর্তী মিশনে সামগ্রিকভাবে কিছুটা সুবিধা দেবে। শুভাংশুকে রাশিয়া থেকে প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল। তবে এ ব্যাপারে আর পরনির্ভরশীল থাকতে চায় না ভারত। মোদির 'আত্মনির্ভরতা'র মন্ত্রে বলীয়ান হয়ে ইসরোও সব বিষয়ে নিজেদের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে তপর। আর সেই কারণেই বেসরকারি সংস্থা 'প্রোটোপ্ল্যানেট' হাত ধরে লাদাখে ওই ' তৈরির পরিকল্পনা। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ এক অভিনব উদ্যোগ। মহাকাশ গবেষণা ও বাণিজ্য নিয়ে ভারতের যা পরিকল্পনা, তা যথাযথভাবে করতে গেলে নিজের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দরকার।

সমুদ্রতলে প্রলয়! অস্ট্রেলিয়ায় দ্রুত ধ্বংসের পথে এগোচ্ছে প্রবাল প্রাচীর

পৃথিবীর কি দিন শেষ হয়ে এসেছে! সর্বদিক থেকে ধ্বংসের নাগপাশ যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে মনে হচ্ছে। উষ্ণায়নের সর্বগ্রাসী দাপট

পাহাড় থেকে সমুদ্র, মেরু থেকে ভূগর্ভ - ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এগোচ্ছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীর যেদিকে যত সৌন্দর্য, সবই যেন চাপা পড়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের তলদেশ আলো করে রাখা যে প্রবাল দ্বীপের আকর্ষণে স্কুবা ডাইভিংয়ের মতো অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে পা বাড়াতে মানুষ ভয় পায় না, সেই সৌন্দর্য ফিকে হচ্ছে ক্রমশ। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলের প্রবাল প্রাচীরের বিপন্নতার কথা উঠে এল। বলা হচ্ছে, দীর্ঘতম ও বৃহত্তম ধ্বংসযজ্ঞ চলছে সেখানে! ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের মে মাস পর্যন্ত যেভাবে সমুদ্রে উষ্ণায়ন হয়েছে, তা নজিরবিহীন। তবে কি প্রবালের অস্তিত্ব প্রবল সংকটে?
অস্ট্রেলিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মেরিন সায়েন্স সূত্রে খবর, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় নিনগালু ও কিম্বারলির রোলি শোলসের প্রবাল প্রাচীর ছিল সবচেয়ে সুরক্ষিত। এখন তাতেও অভিশাপ লেগেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সময়ে প্রায় ১৫০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা ছিল অক্ষত। কিন্তু এবার সেখানে ধ্বংস শুরু হয়েছে। সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, ২০২৪-২৫ সালে সবচেয়ে বেশি সাফ হয়েছে প্রবাল দ্বীপ, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ' প্রবাল প্রাচীরের কারণে নিনগালু দ্বীপ ' হেরিটেজ সাইট' হিসেবে পরিচিত, ঠিক যেমনটা অস্ট্রেলিয়া পূর্বের গ্রেট বেরিয়ার রিফ। সেখানকার পরিবেশ মন্ত্রী মারে ওয়াট বলছেন, প্রবাল দ্বীপ বাঁচাতে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রয়োজন। অবিলম্বে কার্বন নিঃসরণ শূন্য হওয়া দরকার। কারণ, বিশ্বজুড়ে ওই কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। আগেই এ বিষয়ে সতর্ক করেছিল রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ সংক্রান্ত বিভাগ। বলা হয়েছিল, সমুদ্রের জলতলের গড় উষ্ণতা দেড় ডিগ্রি বেড়েছে। এমনটা চলতে থাকলে ৭০ থেকে ৯০ শতাংশ প্রবালই মৃত্যুমুখে পড়বে। তাই অবিলম্বে হু হু উষ্ণতা বৃদ্ধির দৌড় থামাতে হবে। বিজ্ঞানী জেমস গিলমার বলছেন, উষ্ণতাবৃদ্ধির জেরে বিভিন্ন অংশের সমুদ্রের তলদেশে যে পরিমাণ প্রভাব পড়ছে, তা আমরা আগে দেখিনি। যা ক্ষতি হল, তা পূরণ করতে ১০ থেকে ১৫ বছর সময় লাগবে। এসব দেখেশুনে সমুদ্রপ্রেমীদের মনখারাপ। তবে কি সমুদ্রে ডুব দিলে আর জড়িয়ে ধরবে না রঙিন প্রবালের মায়াজাল?

আলাস্কা বৈঠক শেষে বর্জ্য ফিরল রাশিয়ায়, কেন এই বিশেষ উদ্যোগ পুতিনের নিরাপত্তারক্ষীদের?

১৮ আগস্ট ঃ আলাস্কায় তিন ঘণ্টার লম্বা বৈঠক করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে কোনও সমাধানসূত্র না পাওয়া গেলেও এই বৈঠকের পরে জানা গিয়েছে এক অদ্ভুত তথ্য। ট্রাম্পের সঙ্গে আলাস্কা শীর্ষ বৈঠকে পুতিনের দেহরক্ষীরা সঙ্গে আনেন এক বিশেষ ব্যাগ। এই ব্যাগেই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পুতিনের 'বর্জ্য'। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে। একি পুতিনের নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ কারণ? এনিয়ে ইতিমধ্যেই ছড়িয়েছে জল্পনা। জানা গিয়েছে এই অদ্ভুত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া. হয়েছে পুতিনের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য গোপন করার জন্য। মার্কিন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বিদেশ সফরে পুতিনের দেহরক্ষীরা তাঁর মল সংগ্রহ করেন এবং তা রাশিযায়. ফিরিযে. নিযে. যান। আলাস্কা বৈঠকে পুতিনকে ঘিরে ছিল কড়া নিরাপত্তা। তাঁকে ঘিরে ছিলেন দেহরক্ষীরা। রুশ তথ্য ফাঁস রোধে নেওয়া হযেছিল একাধিক

পদক্ষেপ। বিভিন্ন বিদেশি মিডিয়া জানিয়েছে, পুতিনের ফেডারেল প্রোটেকশন সার্ভিসের সদস্যরা তাঁর মানব বর্জ্য সংগ্রহ করেন। বিশেষ ব্যাগে তা রাখা হয.এবং নির্দিষ্ট ব্রিফকেসে বহন করা হয়। এই ব্যবস্থা বহু বছর ধরেই চালু রয়েছে। ২০১৭ সালে ফ্রান্স সফরের সময়ও এমন হয়েছিল। এছাড়া ভিয়েনা সফরের সময়ও পুতিন একটি পোর্টেবল টয়লেট ব্যবহার করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। ১৯৯৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই পুতিন এই অভ্যাস চালু রেখেছেন বলে জানাচ্ছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।৭২ বছর বয়সি পুতিনের স্বাস্থ্যের বিষয়ে বেশ কিছু বছর ধরেই জল্পনা রয়েছে। ২০২৩ সালে বেলারুশের প্রেসিডেন্ট লুকাশেঙ্কোর সঙ্গে বৈঠকে বসার সময়ও তাঁর পা কাঁপতে দেখা যায়। ২০২২ সালে পুতিনের পড়ে যাওয়ার খবর খারিজ করে ক্রেমলিন। গত বছর কাজাখস্তানের আস্তানায় সাংবাদিক সম্মেলনে পুতিনকে বার বার পা নাড়তে দেখা গিয়েছিল। যার জেরে চিকিৎসকদের অনুমান, পুতিন পারকিনসনসে আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার কোনও তথ্য যাতে ফাঁস না হয় সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে জানা যাচ্ছে।

১৪ কিলোমিটার মেট্রো স্ট্রিট চালুর মাধ্যমে ইতিহাস তৈরি
মেট্রো রেলওয়ে এবং উপনগরীয় পূর্ব রেল নেটওয়ার্কের মধ্যে আদান-প্রদানযোগ্যতা বৃদ্ধি

কলকাতা, ১৮ আগস্ট ঃ কলকাতা এবং এর সংলগ্ন অঞ্চলের বাসিন্দাদের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেওযার লক্ষ্যে, শীঘ্রই মেট্রো রেলের তিনটি নতুন অংশ চালু করা হবে। মোট প্রায় ১৪ কিলোমিটার মেট্রো স্ট্রিট উদ্বোধন হতে চলেছে যা আয়তনের দিক থেকে অভূতপূর্ব। এই অংশগুলি হল শিয়ালদহ থেকে এসপ্ল্যানেড (২.৪৫ কিলোমিটার), নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবনন্দর (৬.৭৭ কিলোমিটার) এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা স্টেশন (৪.৩৯ কিলোমিটার)। এই নতুন অংশগুলির সূচনা, হাওড়া এবং শিয়ালদহ উভয় বিভাগেই কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্ক এবং পূর্ব রেলের উপনগরীয় নেটওয়ার্কের মধ্যে আদান-প্রদানযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে। বেলেঘাটা মেট্রো স্টেশন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে, বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ মেট্রো লাইনের পুরো অংশটি পূর্ব রেলওয়ের নিউ গড়িয়া স্টেশনের মাধ্যমে শিয়ালদহ দক্ষিণ নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে যাতে এই মেট্রো নেটওয়ার্কে ভ্রমণকারী যাত্রীরা সহজেই পূর্ব রেলওয়ের শহরতলির ট্রেনগুলিতে যেতে পারেন।শিয়ালদহ - এসপ্ল্যানেড বিভাগটি নিঃসন্দেহে শিয়ালদহ এবং হাওড়ার মধ্যে সড়ক পরিবহনের সময়কে প্রায় এক ঘন্টা থেকে কমিয়ে ১১ মিনিটে নিয়ে আসবে, মেট্রো রেলওয়ে শিয়ালদহ এবং হাওড়া মেট্রো স্টেশনের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ সংযোগ স্থাপন করবে এবং এখন থেকে পূর্ব রেলওয়ের উভয় প্রধান টার্মিনাল, অর্থা হাওড়া এবং শিয়ালদহ স্টেশনগুলিকে মেট্রো রেল পরিষেবার মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলা হবে। পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া এবং শিয়ালদহ স্টেশনগুলি প্রতিদিন দশ লক্ষেরও বেশি শহরতলির যাত্রীদের সাথে যোগাযোগ করে, তাই হাওড়া এবং শিয়ালদহে আগত যাত্রীরা আরামদায়ক এবং দ্রুত মেট্রো যাত্রার মাধ্যমে সহজেই কলকাতার কেন্দ্রীয় ব্যবসায়িক জেলাগুলিতে পৌঁছাতে পারেন।শিয়ালদহ এবং দমদম জংশনে মেট্রো রেলওয়ে নেটওয়ার্ক এবং পূর্ব রেলওয়ের শহরতলির নেটওয়ার্কের মধ্যে ইতিমধ্যেই একটি ইন্টারচেঞ্জেবিলিটি পয়েন্ট রয়েছে এবং দমদম ক্যান্টনে আরেকটি স্থাপন করা হবে।নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর মেট্রো লাইন চালু হওয়ার ফলে পূর্ব রেলওয়ে শহরতলির নেটওয়ার্কের ইন্ট ারচেঞ্জেবিলিটি পয়েন্টে র মাধ্যমে এসপ্ল্যানেডের মতো কেন্দ্রীয় ব্যবসায়িক এলাকা থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছানোর সময়ও কমে যাবে।

পিকনিক সেরে ঘরে ফেরা হল না, পাকিস্তানে আততায়ীদের গুলিতে ঝাঁজরা ৭ বন্ধু

১৮ আগস্ট ঃ পিকনিক সেরে ফেরার পথে পাকিস্তানে আততায়ী হামলার শিকার একদল যুবক। এলোপাথাড়ি গুলিতে মৃত্যু হল ৭ জনের। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া অঞ্চলে। হামলায় গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও একাধিক। ভয়াবহ এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কে বা কারা এই হামলা চালাল তা এখনও স্পষ্ট নয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পাকিস্তান পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার অনেক রাতে এই হামলার ঘটনা ঘটে পেশোয়ার থেকে ৬৫ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে কোহাট জেলার রেজি শিনো খেল অঞ্চলে। যুবকদের ওই দলটি টান্ডা বাঁধ এলাকায় পিকনিক করতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁদের গ্রাম খারা ঘড়ি মুহাম্মদজাইতে ফিরছিলেন। রাতে মাঝপথে তাঁদের ঘিরে ধরে একদল দুষ্কৃতী। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই এলোপাথাড়ি গুলি ছোড়া হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৭ জনের। হামলার খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে কোহাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে অনেকের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় সেখান থেকে রেফার করা হয় পেশোয়ার হাসপাতালে।পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মৃত ও আহতরা সকলেই একে অপরের পরিচিত বন্ধু। কেন তাঁদের উপর এই হামলা চালানো হল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, হামলাকারীদের সন্ধান পেতে গোটা এলাকাজুড়ে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। অনুমান করা হচ্ছে, ব্যক্তিগত শত্রুতা থেকে এই হামলা হতে পারে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি ওই অঞ্চলে বালোচ বিদ্রোহীদের আধিপত্য রয়েছে। এই হামলায় তাদের যোগ থাকার সম্ভাবনাও এড়িয়ে যাচ্ছে না পুলিশ। অন্যদিকে, রবিবার পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে একটি ট্রেন দুর্ঘটনার ঘটনা সামনে এসেছে।

রেল প্রশাসন পরিচ্ছন্নতার অঙ্গীকারের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা উদযাপন করছে

গোরখপুর, ১৮ আগস্টঃ রেল প্রশাসন পরিচ্ছন্নতার অঙ্গীকারের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা উদযাপন করছে। ১৬ আগস্ট থেকে ৩১ অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত ভারতীয় রেলওয়েতে আয়োজিত স্বচ্ছতা অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ের তৃতীয় দিনে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের লখনউ, বারাণসী এবং ইজ্জতনগর বিভাগের স্টেশন, ট্রেন, আবাসিক কলোনী, ডিপো এবং কারখানাগুলিতে অনেক পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল।একই ধারাবাহিকতায়, ১৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে, লখনউ ডিভিশন, গোরখপুর, বস্তি, খলিলাবাদ, গোন্ডা, বাদশাহনগর, আইশবাগ, লখনউ জংশনে। স্টেশনগুলিতে স্বচ্ছতা অভিযান পরিচালিত হয়েছিল, যার আওতায় বিভিন্ন স্টেশনে রেল কর্মীদের পরিচ্ছন্নতার শপথ পাঠ করা হয়েছিল, প্রভাতফেরি বের করা হয়েছিল, স্টেশন এবং রেলওয়ে প্রাঙ্গণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা করা হয়েছিল এবং ট্রেনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি, রেল যাত্রীদের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছিল।বারাণসী বিভাগের দেওরিয়া সদর, ভাটনি, সিওয়ান, ছাপড়া, মাউ, বালিয়া, আজমগড়, বানারস, গাজীপুর শহর এবং প্রয়াগরাজ রামবাগ স্টেশনগুলিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত স্লোগান এবং পোস্টারের মাধ্যমে একটি জনসচেতনতামূলক র‍্যালি বের করা হয়েছিল, পাশাপাশি পথনাটকের মাধ্যমে যাত্রী এবং রেল কর্মীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছিল। এই সময়কালে, বিভিন্ন স্টেশনে ভেজা এবং শুকনো বর্জ্যের জন্য পৃথক ডাস্টবিন স্থাপন করা হয়েছিল, যাত্রীদের সচেতন করার জন্য ডাস্টবিন এবং অন্যান্য স্থানে সাইন বোর্ড স্থাপন করা হয়েছিল, রেলপথ পরিষ্কার করা হয়েছিল, স্টেশন সংলগ্ন রেললাইনের পাশে নিবিড় পরিষ্কার নিশ্চিত করা হয়েছিল।

ড্রোন উদ্ধার

আগরতলা, ১৮ আগস্ট ঃপশ্চিম ত্রিপুরা জেলার লেফুঙ্গা থানাধীন কলাপানিয়া এলাকায় রাবার বাগান থেকে উদ্ধার হয় একটি ড্রোন। এই ড্রোন উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়.কালাপানিয়া সহ গোটা বামুটিয়া এলাকায়।
জানা গিয়েছে, লেফুঙ্গা থানাধীন লেম্বুছড়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত কালাপানিয়া এলাকায় আকাশ দেববর্মা নামে এক যুবক রবিবার সকালে রাবার বাগানে কাজ করতে গিয়ে.ড্রোনটি পড়ে থাকতে দেখতে পায.এবং স্থানীয়দের খবর দেন। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন মোহনপুরের এসডিপিও সব্যসাচী দেবনাথ সহ লেম্বুছড়া ফাঁড়ির পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে এটি একটি সাধারণ ড্রোন। ড্রোনটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ।

Name Change
I, Nijamuddin Saikh & Nejamuddin Saikh (Old Name) S/O–Riyajuddin Sk resident of Vill-Dasturhat , Po- Dasturhat , Ps-Sagardighi , Dist-Jangipur , West Bengal, Pin-742122 do hereby decrale that I have changed my namefrom Nijamuddin Saikh & Nejamuddin Saikh to Nejamuddin Sk and hencefort I shall be known as Nejamuddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/07/2025.My name Nejamuddin Sk (new name) & (old name) Nijamuddin Saikh & Nejamuddin Saikh both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Sabdul Sk (Old Name) S/O–Abol Hossain Sk residing at Vill & PO-Kashipur , PS-Rejinagar , Murshidabad, West Bengal 742189 do hereby decrale that I have changed my name from Md Sabdul Sk to Sabdul Sk and hencefort I shall be known as Sabdul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/07/2025. My name Sabdul Sk & Md Sabdul Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Musrep Ali (Old Name) S/O–Anoowar Sk resident of Vill- Dakshin Gopalpur , Po-Maricha , Ps-Islampur , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742304 do hereby declared that I have changed my name from Md Musrep Ali to Seikh Musref Ali and henceforth I shall be known as Seikh Musref Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/08/2025. My name Seikh Musref Ali & Md Musrep Ali both are same and one identical person.

Name Change
I, SURAMA (Old Name) D/O BALAI MUKHERJEE Residing at Yashodhara Chawl D B Pawar Chowk Ramabai Colony, P.O.-Pant Nagar, District - Mumbai, Pin - 400075 Maharashtra, India have changed my name and shall henceforth be known as SURAMA HARISH CHATTERJEE (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Barrackpore vide affidavit no 108 dated 29-07-2025. SURAMA (Old Name) and SURAMA HARISH CHATTERJEE (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Manik Saha (Old Name) S/o Hari Ananda Saha Residing at Uttar Gobindapur, Kakdwip, Vtc - Ganeshpur, P.o - Kakdwip, District- South 24 Parganas, Pin - 743347, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Maniklal Saha (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 19/2025 Dated 18-08-2025. Manik Saha (Old Name) and Maniklal Saha (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Subrata Kumar Som alias Subrata Som (Old Name) S/o Sunil Kumar Som Residing at Michaelnagar, VTC - Madhyamgram (M), P.o - Michael Nagar, District - North 24 Parganas, Pin - 700133 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Subrat Kumar Som (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 18/2025 Dated 18-08-2025. Subrata Kumar Som, Subrata Som (Old Name) and Subrat Kumar Som (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Elias son of Late Md Nishar, residing at 102/H/15, Madan Mohan Burman Street, PO- Barabazar, Kolkata – 700007, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md Ilyas as declared before the Notary Public at Kolkata dated 18/08/2025. Md Elias and Md Ilyas both are same and one identical person.

Name Change
I, CHATTERJEE RIYA ANIL (Old Name) W/O ANIRBAN KUMAR SAMADDAR Residing at 63, Taraknath Colony, P.O.-Bedia Para, P.S.-Nager Bazar, District - Barrackpore, Pin - 700077, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as RIYA SAMADDAR (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Barrackpore vide affidavit no 108 dated 29-07-2025. CHATTERJEE RIYA ANIL (Old Name) and RIYA SAMADDAR (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Nijamuddin Saikh (Old Name) S/O–Riyajuddin Sk resident of Vill-Dasturhat , Po- Dasturhat , Ps-Sagardighi , Dist-Jangipur , West Bengal, Pin- 742122 do hereby decrale that I have changed my namefrom Nijamuddin Saikh to Nejamuddin Sk and hencefort I shall be known as Nejamuddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/07/2025.My name Nejamuddin Sk & Nijamuddin Saikh both are same and one identical person.

Name Change
I, Najimuddin Shaikh (Old Name) S/O–Joynal Shaikh residing at Vill-Paschim Charka , PO-Raghunathganj , PS- Raghunathganj , Murshidabad, West Bengal 742225 do hereby decrale that I have changed my name from Najimuddin Shaikh to Nazimuddin Shaikh and hencefort I shall be known as Nazimuddin Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/07/2025.My name Nazimuddin Shaikh & Najimuddin Shaikh both are same and one identical person.

Name Change
I, Moktar Hosen (Old Name) S/O– Samsuddin Ahammad resident of Vill- Rasulpur, Po-Shibkrishnapur , Ps-Kushmandi, Dist-South Dinajpur , West Bengal, Pin-733132 do hereby decrale that I have changed my name from Moktar Hosen to Mokateyar Hossain and hencefort I shall be known as Mokateyar Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/07/2025.My name Mokateyar Hossain & Moktar Hosen both are same and one identical person.

Name Change
I, Mejarul Sk my father's (Old Name) (Late) Abdul Gani Mondal Sekh resident of Vill-Hikampur , Po- Muktinagar, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my father's name from Abdul Gani Mondal to Abdul Gani Sekh and henceforth my father's shall be known as Abdul Gani Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/08/2025. My father's name Abdul Gani Sekh & Abdul Gani Mondal both are same and one identical person.

Name Change
I, Humayun Kabir (Old Name) S/O–Arsad Saikh resident of Vill-Uladanga , Po-Pilki , Ps-Sagardighi , Dist-Jangipur , West Bengal, Pin- 742237 do hereby decrale that I have changed my name from Humayun Kabir to Humaun Kabir and hencefort I shall be known as Humaun Kabir (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/07/2025.My name Humaun Kabir & Humayun Kabir both are same and one identical person.

Name Change
I, Gourav Kumar Tibrewal (Old Name) S/O–Ashok Tibrewal resident of Jamuria hat , Jamuria , Paschim bardhaman, West Bengal, 713336 do hereby declared that I have changed my name from Gourav Kumar Tibrewal to Gaurav Tibrewal and henceforth I shall be known as Gaurav Tibrewal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Asansol Court court on 06/04/2015. My name Gaurav Tibrewal & Gourav Kumar Tibrewal both are same and one identical person.

Name Change
I, Bilkis Bibi (Old Name) W/O–Bilash Mia residing at Vill-Bahadurpur Miapara , PO- Bahadurpur , PS-Bhagwangola , Murshidabad, West Bengal 742135 do hereby decrale that I have changed my namefrom Bilkis Bibi to Bilkish Bibi and hencefort I shall be known as Bilkish Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/07/2025.My name Bilkish Bibi & Bilkis Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Badaruddin Mia (Old Name) S/O–Fayej Mia residing at Vill- Narayanpur, PO-Amiya Narayanpur , PS-Thanarpara , Dist-Nadia, West Bengal 741165 do hereby declared that I have changed my name from Badaruddin Mia to Badruddin Mia and henceforth I shall be known as Badruddin Mia (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/08/2025. My name Badruddin Mia & Badaruddin Mia both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Apsar So Shek Noor, Vill-Domanpur, P.S-Illambazar, Dis-Birbhum আমার আসল নাম Apsar যা আমার আধার কার্ডে ও ভোটার কার্ডে আছে। আমার মেয়েehena Khatun -এর জন্ম Certificate এ আমার নাম Apsar এর পরিবর্তে SK Absar করা হয়েছে সেই Apsar এবং Absar একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Pramod Kumar Tiwari (Old Name) S/o Kedar Tiwari Residing at P.o - Howrah, P.s - Howrah, District - Howrah, Pin - 711101, West Bengal India have changed my name and shall henceforth be known as Pramod Tiwari (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 18-08-2025. Pramod Kumar Tiwari (Old Name) and Pramod Tiwari (New Name) both as same and one identical person.

Name Change
I, Hasem Khan, S/o Late Kaochhar Khan, residing at Vill.- Chakla, P.O.- Tangra Colony, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, Pin-743251, W.B., declare that, in my son, Salman Khan's Birth Certificate vide Regn. no. 001, dt. 23.02.2011, my son's name has been recorded as Salman Kha in place of Salman Khan, my wife's (my son's mother) name has been recorded as Hajira Kha in place of Hajira Khan and my name has been recorded as Hasem Kha in place of Hasem Khan, it deserves correction. As per affidavit vide no. 8808 in the Court of the Ld. A.C.J.M. (1st Class) at Bongaon, Dist.- 24-Parganas (N) on 11.08.2025, I, Hasem Khan and Hasem Kha is the same and one identical person, My wife, Hajira Khan and Hajira Kha is the same and one identical person and my son, Salman Khan and Salman Kha is the same and one identical person.

Name Change
I SALEHA BEGUM D/o. SERAJ AHMED W/o.MD HOSSAIN NAWAZ Residing at SAPNO KUTHIR, ANDUL ROAD, PODRAH, HOWRAH-711109 have changed my name and shall henceforth be known as SALEHA NAWAZ as declared before the First Class Judicial Magistrate Bankshall court, Kolkata, West Bengal vide affidavit no.1585 Dated 11th Aug 2025, SALEHA BEGUM and SALEHA NAWAZ both are same and identical person.

জাতীয় সড়কে সরকারি বাসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, মুহূর্তে পুড়ে গেল গোটা বাস

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৮ আগস্ট ঃ সোমবার সকালে এক ভয়াবহ

অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ভস্মীভূত হয়ে গেল একটি সরকারি বাস। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর সাগরদিঘি থানার মোড়গ্রাম সংলগ্ন দোহালমোড় এলাকায়। তবে আগুন লেগে বাস ভস্মীভূত হওয়ার আগেই বাসে থাকা সমস্ত যাত্রীদেরকে সুরক্ষিতভাবে নামিয়ে দেন চালক। সাগরদিঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং রঘুনাথগঞ্জ দমকল কেন্দ্র থেকে দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছানোর আগেই বাসটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। আগুন লাগার ঘটনার পর থেকে মোড়গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কের একটি লেন সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে। অন্য একটি লেন দিয়ে দ্বিমুখী যান চলাচল করছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সোমবার সকাল ১১ টা নাগাদ বহরমপুরের দিক থেকে ফরাক্কার দিকে একটি সরকারি বাস প্রচণ্ড গতিতে যাচ্ছিল। বাসটি যখন মোড়গ্রাম পার করে দোহালমোর সংলগ্ন এলাকায় ছিল সেই সময় হঠাৎই বাস চালক কিছু যান্ত্রিক সমস্যা লক্ষ্য করেন বাস থেকে কালো ধোঁয়া বার হতে থাকে। অগ্নিকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বাসে সমস্যা শুরু হওয়ায় চালক ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের একদম ধারে একটি পেট্রোল পাম্পের কাছে বাসটিকে দাঁড় করিয়ে দেন। এরপর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দাউ দাউ করে বাসটিতে আগুন জ্বলতে থাকে। বাসে থাকা সমস্ত যাত্রীরা কোনওক্রমে দরজা-জানালার ফাঁক দিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তার পাশের নয়ানজুলির জল এবং কাছেই অবস্থিত একটি পেট্রোল পাম্প থেকে জল এনে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আগুনের উত্তাপ অত্যন্ত বেশি থাকায় এবং বাসের টায়ারগুলো একের পর এক ফাটতে শুরু করায় আর কেউ আগুন নেভানোর সাহস করতে পারেনি। সাগরদিঘি থানার এক আধিকারিক জানান, দমকলের ইঞ্জিন গিয়ে জল ঢেলে বাসটিকে ঠান্ডা করার কাজ শুরু করে। এরপর ক্রেন দিয়ে বাসের ধ্বংসাবশেষ জাতীয় সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান যান্ত্রিক কারণেই আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটেছে। বাসের ট্যাঙ্কে প্রচুর জ্বালানি থাকায় খুব দ্রুত গোটা বাসটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

নতুন রূপে, নতুন সাজে পর্যটকদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত উত্তরবঙ্গ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ আগস্ট ঃ দুর্গাপুজোর আগে নতুন রূপে সেজে উঠছে উত্তরবঙ্গ! বিশেষ চমক পাবেন ভ্রমণপ্রেমীরা। আসন্ন দুর্গা পূজার প্রস্তুতি উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই হাতে এসেছে অর্থ। নতুন সাজে পর্যটকদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত সঞ্জনা ও তাঁর দল! পুজোর মরসুম শুরুর আগেই যেন ডুয়ার্সের বড়দিঘি বিট এলাকার বনবস্তিজুড়ে নতুন স্বপ্নের আলো জ্বলে উঠেছে। স্বাধীনতা দিবসের দিনই হাতে এসেছে তিন লক্ষ টাকার চেক। নতুন পোশাক, মাদল কিনে পর্যটকদের সামনে আরও উজ্জ্বলভাবে হাজির হতে চলেছেন সঞ্জনা ওরাও ও তাঁর দল। রেঞ্জার সঞ্জয় দত্তের উদ্যোগে গড়ে ওঠা 'প্রকর্ষ' সেলফ হেল্প গ্রুপের সদস্যা ২৪ জন আদিবাসী যুবতী। গরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন এই গ্রাম থেকেই তাঁদের সাংস্কৃতিক নৃত্য ছড়িয়ে পড়ছে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের মনে। বনবস্তির মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতার স্বপ্ন আজ বাস্তব হয়েছে এই দলের মাধ্যমে। সঞ্চালক সঞ্জনা ওরাও জানালেন, 'রোজগারের জন্য নয় মাস জঙ্গল খোলা থাকে। আমরা তখন ট্রাইবাল ড্যান্স পরিবেশন করি। এর থেকেই কয়েক লক্ষ টাকার আয় হয়েছে। আজ তিন লক্ষ টাকা হাতে পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে। নতুন সাজে নতুন মাদলের আওয়াজে পুজোর মরসুমে দেশ-বিদেশের অতিথিদের স্বাগত জানাতে আমরা প্রস্তুত'। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বিভাগীয় বনকর্তা ভি বিকাশ। তিনি বলেন, লাটাগুড়ি রেঞ্জের দু'টি বনবস্তিতে সেলফ হেল্প গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। পর্যটকদের জিপসি সাফারির অংশ হিসেবে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন তাঁরা। গত মরসুমে এই গ্রুপগুলির আয় হয়েছিল প্রায় ১১-১২ লক্ষ টাকা। সম্প্রতি সেই অর্থের শেষ অংশ সদস্যাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এতে শুধু আর্থিক স্বাধীনতাই নয়, আদিবাসী সংস্কৃতি বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার সুযোগও মিলছে। আদিবাসী সংস্কৃতির ঢাক-ঢোল, নৃত্যের তাল ও হাসিমুখে পর্যটকদের স্বাগত জানাতে তৈরি সঞ্জনা ও তাঁর সাথীরা। পুজোর আগে পুজোর প্রস্তুতিতে এই আর্থিক স্বনির্ভরতা যেন আরও একবার স্বাধীনতার নতুন মানে শেখাল ডুয়ার্সের বনবস্তিকে!

এক সুতোয় বাঁধা পড়বে ভুটান, ভারত ও নেপাল! নতুন দিশা পাবে তিন দেশের পর্যটন দাবি পর্যটন বিশেষজ্ঞদের

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৮ আগস্ট ঃ এবারে এক সুতোয় বাঁধা পড়বে ভুটান, ভারত ও নেপালের পর্যটন। জলদাপাড়ায় বসবে নেপালের পর্যটন সম্পর্কিত কিয়স্ক। ভুটান থেকে নেপাল অবধি চলবে বাস। যার ফলে নতুন দিশা পাবে তিন দেশের পর্যটন দাবি পর্যটন বিশেষজ্ঞদের। দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে বন সংরক্ষণ, পর্যটন ও সংস্কৃতি আদান-প্রদানকে আরও সুবিন্যস্ত করতে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্রে একটি মৌ স্বাক্ষর করেছেন ভারত ও নেপালের দু'টি বেসরকারি পর্যটন সংস্থা। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন নেপালের পর্যটন সচিব বিশাল ঘিমিরে ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণী সংরক্ষক নবিকান্ত ঝা সহ দুই দেশের এক ঝাঁক পর্যটন ব্যবসায়ী। আলিপুরদুয়ারে মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্বাক্ষরের ওই বৈঠকে স্থির করা হয়েছে যে, আসন্ন পুজোয় পর্যটনের মরশুমে যাতে দুই দেশের পর্যটকরা বিনা বাধায় ভারতের ইস্টার্ন ডুয়ার্স ও নেপালের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে ঘুরে বেড়াতে পারেন, সেই বিষয়ে দায়বদ্ধ থাকবে ইস্টার্ন ডুয়ার্স ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশন ও নেপালের ভারত ও নেপালের বন সংরক্ষণ, পর্যটন ও সংস্কৃতি আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল।

একাধিক পর্যটন সংস্থাগুলি। এছাড়াও আলিপুরদুয়ারের সীমান্ত শহর জয়গাঁ থেকে নেপালের বিরাটনগর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের তরফে যাতে একটি সরকারি বাস প্রতিদিন চালানো হয় সেই দাবিও নিগমের কাছে রাখা হয়েছে। ইস্টার্ন ডুয়ার্স ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিত সাহা বলেন, দুই দেশের পর্যটন সংস্থার মধ্যে যে মৌ সাক্ষরিত হল, তার মাধ্যমে নেপালের পর্যটন সচিব বিশাল ঘিমিরে জানান, দুই দেশের পর্যটন সংস্থাগুলি মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, দুই দেশের পর্যটকদের গাড়িগুলিতে এক বিশেষ ধরনের স্টিকার ব্যবহার করা হবে। যাতে ওই স্টিকারের বলে দুই দেশের পর্যটকরা আইন না ভেঙে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারেন। আরও একটি ভ্রান্ত ধারনা ভেঙে জানাতে চাই যে নেপালে ভারতীয় পর্যটকদের জন্য কোনও অতিরিক্ত টাকা গুনতে হয় না।

প্রবল বর্ষণে নতুন করে জলমগ্ন প্রাচীনমায়াপুর সহ বেশকিছু এলাকা, চরম দুর্ভোগে অসংখ্য বাসিন্দা

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ১৮ আগস্ট ঃ সম্প্রতি লাগাতার বৃষ্টির জেরে নবদ্বীপ পুরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের প্রাচীনমায়াপুর মতি সাহার মাঠ সহ শহরের বেশ কিছু নিম্ন অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েন সেখানকার শত শত বাসিন্দা। অপরদিকে ক্রমশঃ

ভাগীরথী নদীর জলস্তর বিপদ সীমা পেরিয়ে চরম বিপদ সীমার দিকে পৌঁছে যায়। একদিকে দফায় দফায় বৃষ্টিপাত, অপরদিকে বিভিন্ন জলাধার থেকে জল ছাড়ার ফলে ফুঁসতে থাকে নবদ্বীপের উপর দিয়ে বয়ে চলা ভাগীরথী নদী। জানা যায়, শ্রাবণ মাসের শেষের কয়েকটা দিন বৃষ্টি না হওয়ায় কিছুটা হলেও আশার আলো দেখেছিলেন প্রাচীনমায়াপুর মতি সাহার মাঠ সহ জলমগ্ন বেশ কিছু এলাকার মানুষজন। রাস্তা থেকে বাড়ির উঠোন,কিছুটা হলেও জল কমতে শুরু করে। কিন্তু সব আশাই নিমেষে শেষ করে দেয় রবিবার রাতের প্রবল বর্ষণ। প্রায় এক ঘন্টার প্রবল বৃষ্টিতে নতুন করে প্রাচীনমায়াপুর মতি সাহার মাঠ সহ প্রতাপনগরের বেশ কিছু এলাকায় বসবাসকারী শতাধিক মানুষের বাড়িতে ঢুকে পড়ে বৃষ্টির জল। বলা চলে নতুন করে আবারও দুর্ভোগ বা।লো সেখানকার মানুষজনের। বর্তমানে একমাত্র আশার আলো ভাগীরথী নদীর জলস্তর। দুশ্চিন্তার মধ্যেও কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে ভাগীরথী নদীর জলস্তর নিম্নমুখী হওয়ায়। মতি সাহার মাঠ এলাকার ভুক্তভোগী এক বাসিন্দা তাপসী দাস জানান,এক মাসেরও বেশি হয়ে গেছে আমরা জলবন্দি রয়েছি। ইতিমধ্যেই সেই জল পচন ধরেছে। ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে অসহায় অবস্থায় রয়েছি। কবে গঙ্গার জল কমবে আর কালভার্টের গেট খুলবে তার অপেক্ষায় দিনগুনছি। প্রকৃতিও আমাদের পেছন ছাড়ছে না। দুই একটি দিন বাদ দিলে ক্রমাগত বৃষ্টি হয়েই চলেছে। রবিবার রাতের বৃষ্টিতে আবারো নতুন করে জল ঢুকে পড়ল বাড়িতে। দুর্ভোগের শেষ নেই। অপরদিকে পেশায় টোটো চালক বাপ্পা মোহন্ত বলেন, প্রায় এক মাসেরও বেশি পরিবার নিয়ে জলের মধ্যেই রয়েছি। রবিবারের রাতের বৃষ্টি আরও ভাবিয়ে তুলেছে। ঘরে জল ঢুকছে আর মাত্র চার আঙুল বাকি। ছোট ছোট সন্তানদের নিয়ে কোথায় আশ্রয় নেব সে ভেবেই কুল পাচ্ছি না।

জামালপুর ব্লকে পাড়ায় সমাধান ক্যাম্প পরিদর্শনে জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৮ আগস্ট ঃ আঝাপুর ও পাঁচড়া অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হল পাড়ায় সমাধান কর্মসূচি। সাঁচড়া প্রাইমারি স্কুল ও হাবাসপুর প্রাইমারি স্কুলে আয়োজিত এই ক্যাম্পগুলি সরজমিনে পরিদর্শন করেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, দুই অঞ্চল প্রধান কাশীনাথ হেমব্রম ও বিকাশ পাকড়ে, অঞ্চল সভাপতি প্রতাপ রক্ষিত ও জয়দেব দাস সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। ক্যাম্প দু'টিতে উপস্থিত ছিলেন দুই জয়েন্ট বিডিও রুদ্রেন্দু নন্দী ও অরিন্দম চন্দ। এই প্রসঙ্গে মেহেমুদ খাঁন বলেন, পাড়ায় সমাধান মুখ্যমন্ত্রীর যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বুথপিছু ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকবে। পাড়ার মানুষ নিজেরাই সমস্যার কথা জানাবেন এবং তার ভিত্তিতে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী সবসময়ই নতুন চিন্তা করেন। পাড়ায় সমাধানের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নের বাকি কাজও সম্পন্ন হবে। বিরোধীদের আর সমালোচনার সুযোগ থাকবে না।

কার্শিয়াংয়ে বেড়াতে গিয়ে রহস্যমৃত্যু ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ আগস্ট ঃ কার্শিয়াংয়ে বেড়াতে গিয়ে রহস্যমৃত্যু ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের। মৃত ছাত্রের নাম স্বপ্তনীল চট্টোপাধ্যায়। ডাউহিল এলাকার একটি হোমস্টের ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। ইতিমধ্যে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিছক দুর্ঘটনা নাকি এর পিছনে অন্য কারণ আছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে স্বপ্তনীল চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধুদের। পরিবারের দাবি, স্বপ্তনীল চট্টোপাধ্যায় যে কার্শিয়াংয়ে গিয়েছেন সে বিষয়ে তাঁরা কিছুই জানতেন না। আর সেটাই ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের। কেন পরিবারকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে এত দূর বেড়াতে এলেন স্বপ্তনীল চট্টোপাধ্যায়? ওই হোমস্টের কর্মীদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। গত তিন দিন আগে চার বান্ধবী ও দুই বন্ধুর সঙ্গে কার্শিয়াঙে বেড়াতে যান বছর ২৩-এর স্বপ্তনীল। শহরের একটি বেসরকারি কলেজের কম্পিউটার সায়েন্সের পড়ুয়া সে। বাকি বন্ধু-বান্ধবীরা যাদবপুরের পড়ুয়া।

অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, পাঁশকুড়া, ১৮ আগস্ট ঃ পাঁশকুড়ার জানাবাড় এলাকায় হাওড়া- খড়গপুর জাতীয় সড়কের ধার থেকে ঝোপের মধ্যে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা ঝোপের মধ্যে দেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে পাঁশকুড়া থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে, মৃতের শরীরের একাধিক জায়গায় রয়েছে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন। ফলে এটি যে স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, বরং রহস্যজনক, তা নিশ্চিত করছে পুলিশ। মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। ফলে ঘটনার পেছনে খুন নাকি অন্য কোনো রহস্য রয়েছে, তা ঘিরেই উঠছে প্রশ্ন। এলাকাজুড়ে ইতিমধ্যেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, গভীর রাতেই সম্ভবত দেহটি জাতীয় সড়কের ধারেকাছে ফেলে রাখা হয়। পুলিশের তরফে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পাঁশকুড়া থানার পুলিশ। এই ঘটনার পর নতুন করে প্রশ্ন উঠছে - জাতীয় সড়কের পাশে রাতের বেলায় নিরাপত্তা কতটা সুরক্ষিত? কে বা কারা এমনভাবে দেহ ফেলে গেল? এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগে ধৃত স্ত্রী ও সৎ ছেলে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ আগস্ট ঃ মালদায় স্বামীকে খুন করে স্ত্রী ধৃত । খুনের কথা স্বীকার করেই ইংরেজবাজার থানায় আত্মসমর্পণ করেন স্ত্রী। ওই কাজে মায়ের সঙ্গেই আগাগোড়া ছিল সৎ ছেলে । সোমবার ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে ইংরেজবাজার পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনেই নরসিংহ কুপ্পা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম যদুভূষণ দাস। এই ঘটনায় তার স্ত্রী দয়া দাস ও সৎ ছেলে বিক্রম মন্ডলকে গ্রেফতার করেছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, রবিবার রাতে সৎ ছেলে ও মা উভয়ে মিলেই হাত মুখ বেঁধে স্বামী ও বাবা'কে একসঙ্গে নৃশংসভাবেই খুন করেছে। প্রথমে হাত - পা বেঁধে ব্যাপক মারধর করা হয়েছে। এরপর ধারালো কোদাল ও হাঁসুয়া নিয়ে তার উপর চড়াও হয়েছে দু'জনে। একাধিকবার কোপানো হয়। এরপর রক্তাক্ত দেহ টেনে হিঁচড়ে ঘরের ভেতর নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদিন সকালেই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে স্ত্রী। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রক্তাক্ত দেহটি উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। যদিও খুনের কারণ অজানা। স্থানীয় পুরপিতা সুজিত সাহা থেকে এলাকার বাসিন্দারা অবাক ওই ঘটনাতেই।

কল্যানী এইমস হাসপাতালের বিরুদ্ধে এনআরসি করার অভিযোগ

কলকাতা, ১৮ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকা নদীয়ার কল্যানী এইমস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মানসিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার নামে জাতীয় নাগরিক পঞ্জী এন আর সি র উপরে সমীক্ষা করছে বলে রাজ্য সরকার অভিযোগ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজ নবান্নে বলেন ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার জন্যে বিভিন্ন বা।তিতে গিয়ে সমীক্ষা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার কোনভাবেই এই কাজকে বরদাস্ত করবে না বলে তিনি জানিয়েছেন। পাশাপাশি সবাইকে সতর্ক থাকার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

রানিনগর শিল্প বিকাশ কেন্দ্রের জমি দুটি শিল্পসংস্থাকে দিল রাজ্য

কলকাতা, ১৮ আগস্ট ঃ রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির রানিনগর শিল্প বিকাশ কেন্দ্রের ১৬ একর জমি দুইটি শিল্প সংস্থাকে লিজ চুক্তিতে দিয়েছে। রাজ্য শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগমের তরফে একটি বহুজাতিক ঠান্ডা পানীয় প্রস্তুতকারক সংস্থাকে দশ একর এবং বাকি ৬ একর জমি একটি ভোজ্য তেল প্রস্তুতকারী সংস্থাকে লিজ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এই দুইটি সংস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে এখানে ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। এরফলে প্রত্যক্ষভাবে সাতশো জনের কর্মসংস্থান হবে।

LOSS OF THE SHARE CERTIFICATE

Notice is hereby given that share certificate nos. 0064951,0064953-0064956 for 100 equity shares each respectively of Rs.10/- each bearing distinctive nos. 008110499-008110598, 0081160699-008111098 respectively of Himadri Speciality Chemicals Ltd. Registered in the name of Goutam Kundu under folio no K\03763 has been lost and has applied to the company to issue duplicate certificate. Any person who has/have any claim in respect of the Said share certificate should lodge such claim with the company at its registered office 23A, 8th Floor, Netaji Subhas Road, Suite No-15, Kolkata-700001 WB. Within 15 days of the publication of this notice. After which no claim will be entertained and the company will proceed to issue duplicate share certificate.

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী প্রীতম মাল বিগত ইংরাজী ০১।১২।২০২৩ তারিখে ১০০৬২ / ২০২৩ নং দলিল মূলে শ্রীমত্যা ভারতী চৌধুরী ওরফে ভারতী দেবীর পক্ষে আমোক্তার শ্রী দেবব্রত বাগ (পাওয়ার নং ১৫৭ /২০১৮) এর নিকট হইতে বালিটিকুরী মৌজায় জে. এল নং ০১ ভুক্ত এল আর-৬৫৫৭ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস ও এল. আর ২৬৯৮ নং দাগে ৩.৩০ শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া বালি জগাছা বি. এল. এন্ড-এল আর.ও. বেলুড় বাজার, হাওড়া অফিসে মিউটেশান এর জন্য আবেদন করিয়াছেন। যদি উক্ত আমোক্তার দাতা বা অন্য কোন ব্যক্তির কোন রকম অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপন প্রকাশনের দিন হইতে ০১ মাসের মধ্যে উক্ত ভূমি দপ্তরে অভিযোগ জানাইতে হবে, নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যাবস্থা গ্রহন করা হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল রুনা বাগ, স্বামী- কৃষ্ণ বাগ, সাংঃ ও পোঃ- পায়রাটুঙ্গি, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, লক্ষ্মীকান্ত পুরকাইত, অষ্ট পুরকাইত ও রবীন পুরকাইত নিযুক্ত আমমোক্তার সোমনাথ মুখার্জী মহাশয়ের নিকট হইতে এ্যাডিঃ ডিঃ সাবঃ রেজি. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৪৫৫ / ২০২৫ ও ১৬৫৫/২০২৫ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা- ডোমজুড়, মৌজা উত্তর ঝাঁপড়দহ, হাল এল. আর. খতিয়ান ৪৮৬৫, ৪৮৬৬, ৪৮৬৮ নম্বর হাল দাগ ২২৩৪ নং দাগে ০২.৪৭ শতক জমি এ্যাডিঃ ডিঃ সাব-রেজিস্ট্রি ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৮৫৭ / ২০২৫ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ (এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&.L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

e-TENDER NOTICE

NARUGRAM GRAM PANCHAYAT
RAINA-I Block, Purba Bardhaman
e-NIT No-WB/BWN/NARU/NGP/2024-25/04) Dt.-14.08.2025, Memo No-722/NGP/2025, e-Tender ID-2025_ZPHD_891279_1 to 2, Bid Submission Start Dt. **19.08.2025 (Online) From 10:00 AM** onwards, Bid Submission Closing Dt. (Online) **27.08.2025 up to 06:00 PM.** For viewing Tender: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Narugram Gram Panchayat

নোটিশ

আমি চাপাবলি শিউলি স্বামী ঠান্ডা শিউলি উনসানি মৌজা হাল দাগ- 557, 559 হাল খতিয়ান 11433 পৈত্রিক ওয়ারিশম সূত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া আমি শ্রী শুভঙ্কর চক্রবর্তী পিতা প্রতাপ চক্রবর্তীকে ডোমজুড় এ্যাডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে বুক নং-। ভল্যুম নং 0504-2021 পাতা 178509-178525, 050405502 নং আমমোক্তার নিযুক্ত করি। যদি কোন ব্যক্তির কোন রূপ অসুবিধা থাকে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বালি জগাছা B.L.&.L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য হইবে।

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR–II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI,HOWRAH,711312
Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-11/2025-26 Vide Memo No-2225/Shy-II Dated-18.08.2025 On line e-Tender are Invited from Bona fide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders.gov.in**. The last date of tender submission -**03.09.2025 at 5.00 PM**.
SD/- BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR–II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI,HOWRAH,711312

Eastern Coalfields Limited
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
EASTERN COALFIELDS LIMITED
(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)
(A Subsidiary of Coal India Limited)
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
(A Govt of India Undertaking)

বিজ্ঞপ্তি

এটি দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড (ইসিএল) তাদের কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে জমি অধিগ্রহণ করেছে। ফলস্বরূপ, প্রযোজ্য নীতিমালার অধীনে উপযুক্ত মনোনীত জমির মালিকদের জন্য কর্মসংস্থান অনুমোদিত হয়েছে। মনোনীত ব্যক্তিদের তালিকা জমির বিবরণসহ ইসিএল-এর ওয়েবসাইট https://wwww.easterncoal.nic.in/emp_und_rrpolicy.aspx-এ উপলব্ধ রয়েছে। উক্ত তালিকা ইসিএল ওয়েবসাইটে প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ কার্যদিবসের মধ্যে অফিস সময়ের মধ্যে স্বাক্ষরকারী বা সংশ্লিষ্ট এরিয়া জেনারেল ম্যানেজারের কার্যালয়ে গিয়েও পরিদর্শন করা যেতে পারে। যদি কোনো আপত্তি থাকে, তবে তা অবশ্যই উপরের সময়সীমার মধ্যে স্বাক্ষরকারী অথবা সংশ্লিষ্ট এরিয়া জেনারেল ম্যানেজার বরাবর লিখিত আকারে জমা দিতে হবে। নির্ধারিত সময়সীমার পর প্রাপ্ত কোনো আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

স্বাক্ষর/-
জেনারেল ম্যানেজার (এলআরই)
ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড

CBC - 04106/12/0033/2526

NOTICE INVITING E-TENDER

The E-Bids is hereby invited on behalf of the **Chairman, Ashokenagar Kalyangarh Municipality. Tender ID:** 2025_MAD_885411_1 to 2 **Bid Submission End Date:** Bid Submission End Date has been extended up to 23-08-2025 02:00 PM, for details, please see website at **www.wbtender.gov.in**
Sd/- Chairman
Ashokenagar-Kalyangarh Municipality

e-Tender Notice

The Undersigned hereby inviting Re-e-tender vide ref. no.-**364/JGP/NIT/15 CFC/2025-26 Dt. 18.08.2025** from prospective bidders from **18/08/2025, 18.00 IST.** For details visit **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Prodhan
Jahannagarh G.P.

নোটিশ

মালতী শিউলী, ভারতী শিউলী ও মোহন শিউলী পৈত্রিক ওয়ারিশন সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া, মৌজা- উনসানি থানা- জগাছা অধীন হাল দাগ- 557 হাল খতিয়ান 3196, 8907, 8908,8909 করিয়া হাওড়া ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে যাহার বুক নং-4 ভল্যুম নং 0513-2020 পাতা 1829-1853 লিপিবদ্ধ এবং 051300070 নং আমমোক্তার নিযুক্ত করি শুভঙ্কর চক্রবর্তী ও দীপক মান্না মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত করি। যদি কোন ব্যক্তির কোন রূপ সমস্যা থাকে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বালি জগাছা (B.L.&.L.R.O.) অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য হইবে।

Office of the
SOMPARA-I GRAM PANCHAYAT
NARIKELBARI, SOMPARA, MURSHIDABAD
(under Beldanga-II Development Block)
NOTICE INVITING e-TENDER
No: 03/Sompara-I GP/2025-26

The Prodhan Sompara-I Gram Panchayat invites e-tender for total 5(Five)Nos. different works. Last date of submission of Bid Online up to 17:00 Hrs. on 03-09-2025. Date of Opening of Tender on **04-09-2025 at 17.00 Hrs.** for other details visit website-**https://wbtenders.gov.in** or Sompara-I G.P.
Sd/- Prodhan
Sompara-I Gram Panchayat

নোটিশ

আমি শ্রী শুভঙ্কর চক্রবর্তী পিতা প্রতাপ চক্রবর্তী উনসানি মৌজায় হাল দাগ-৭৬৯ হাল খতিয়ান-৯৩৮৬ ও ৯৩৪৯ যাহা মেহেরাজ মোল্লা ও মেহেবুব মোল্লা নামাঙ্কিত, ইংরাজী ২২।১১।২০১৮ তারিখে হাওড়া ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রার ২নং অফিসে যাহার বুক নং-৪ ভল্যুম নং ০৫১৩-২০১৮, পাতা ৫৪৮২-৫৪৯৮ লিপিবদ্ধ আমমোক্তার নং. ০৫১৩০০২৮৮ দ্বারা জমি ক্রয়-বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। উক্ত আমমোক্তার জন্য কাহারও কোনরূপ অসুবিধা থাকে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে B.L.&.L.R.O. বালি জগাছা অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য হইবে।

FORM-C

NOTICE is hereby given that Share Certificate No. 62013 for 100 shares of face value of Rs.10/- each bearing Distinctive Nos. 8331401 to 8331500 (both inclusive) of Vesuvius India Limited., having its registered office at P-104, Taratala Road, Kolkata, West Bengal - 700088 in the name of Chuni Lal Agarwal has been lost.

I, the Shareholder have now applied to the Company of duplicate Share Certificate in lieu of the above. Any person having any objection to the issue of duplicate Share Certificate in lieu of said original share certificate, is requested to lodge his/her objection thereto with the Company at the above address or with their Registrars, C B Management Services (P) Ltd, Rasoi Court, 20 R. N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata - 700001, in writing within 15 days from the date of publication of this Notice.

Name & Address of the Shareholder
Chuni Lal Agarwal
4 No. Girish Ghosh Road
P.O. Belurmath
District - Howrah 711202
Place: Kolkata Date:19.8.2025

LOSS OF THE SHARE CERTIFICATE

Notice is hereby given that share certificate nos. 168060-168062, 43173 for 133, 400 equity shares respectively of Rs.10/- each bearing distinctive nos. 22477981-22478113 and 19556370-19556769 respectively of AKZO NOBEL INDIA LTD. Registered in the name of Amiya Kumar Mukherjee under folio no AKM071 has been lost and has applied to the company to issue duplicate certificate. Any person who has/have any claim in respect of the Said share certificate should lodge such claim with the company at its registered office 801A, South City Business Park, 770, Anandapur, Eastern Metropolitan Bypass, Near Fortis Hospital, Kolkata- 700107 WB. Within 15 days of the publication of this notice. After which no claim will be entertained and the company will proceed to issue duplicate share certificate.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ১৪.০৮.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং ১, টেন্ডার নং ঃ টিএন-১১৫-২৫-২৬। কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসন - ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/৩/ শিয়ালদহের অধিকারক্ষেত্রে সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/ভগবানগোলার অধীনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ কৃষ্ণনগর-লালগোলা আপ ও ডাউন লাইনের মধ্যে টিআরআর(পি) - (মোট ৩১.৫৮৬ টিকিমি) কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান:** ২,৭৬,৭৬,৪৫৩.০৫ টাকা। **ইএমডি:** ২,৮৮,৪০০ টাকা। **ক্র.নং ২, টেন্ডার নং ঃ টিএন-১১৭-২৫-২৬। কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসন - ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/৩/ শিয়ালদহের অধিকারক্ষেত্রে সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/ বেলডাঙ্গার অধীনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ কৃষ্ণনগর-লালগোলা আপ লাইনের মধ্যে টিআরআর(পি) - (মোট ৩৮.৫১৫ টিকিমি) কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান:** ৩,৩৭,০৪,৯৭৯.১৯ টাকা। **ইএমডি:** ৩,১৮,৫০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ১২ মাস প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০৮.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়:** ০৮.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে। (SDAH-168/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

JANGIPUR MUNICIPALITY
P.O.Raghunathganj, Dist Murshidabad
e-TENDER NOTICE

NIeT No: MAD/ULB/JM/15th FC/NIeT5/25-26 (1st Call), e-Tender are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality, from the eligible contractors for 24 Nos Construction for Improvement of Black Top Road at various places within Jangipur Municipality, Tender ID: 2025_MAD_891546_1 to_24 Publish Date: 19/08/2025 at 10:00 IST, Bid Submission Start date(Online): 19/08/2025 at at 12:00 IST and Bid Submission Closing date (Online): 04/09/2025 at 18:00 IST.The detail e-Tender notice may be seen www.wbtenders.gov.in
Sd/-Chairman
Jangipur Municipality

Office of the Prodhan
GANGADHARPUR GRAM PANCHAYAT
Panchla, Howrah-711302

NOTICE INVITING TENDER No:- (1) GGP/268/2025 to GGP/282/2025, (2) GGP/268(i)/2025 to GGP/082(i)/2025, Dated: 16/08/2025

Schemewise separate Online Tenders are hereby invited by the undersigned fromreputed, bonafied & resourceful contractors. Bid submission starting from(online) **16/08/2025** and closing within **2 PM. On 25/08/2025**. Date of Opening of Bid(online): after **2 P.M. on 27/08/2025**. For details please visit office of theundersigned or visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-Pradhan
Gangadharpur Gram Panchayat

ম্যাথিউ ইসো রিসার্চ সিকিউরিটিস লিমিটেড

রেজি. অফিসঃ রাজকমল বিল্ডিং, ১২৮ রাশবিহারী অ্যাভিনিউ, ১ম তলা, কলকাতা - ৭০০ ০২৯
ইমেলঃ mers.ltd@gmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.mersl.co.in
CIN: L74910WB1994PLC064483

ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ম্যাথিউ ইসো রিসার্চ সিকিউরিটিজ লিমিটেড ('কোম্পানি')-এর সদস্যদের ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ শুক্রবার দুপুর ১২.৩০ টায় ভিসিও / ওভিএম-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর সমস্ত প্রযোজ্য বিধান এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('এমসিএ') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সমস্ত প্রযোজ্য সার্কুলার অনুসারে বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনা করা হবে। সদস্যদের ভিসি /ওএভিএম-এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের অথবা এনএসডিএল ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় সরাসরি অংশগ্রহণের সুবিধা প্রদান করা হবে।

১. বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণঃ
এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট / ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত। এ.জি.এম এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ এর নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.mersl.co.in, স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং এনএসডিএলের ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এও পাওয়া যাবে।

২. ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন / আপডেট করার পদ্ধতিঃ
যেসব সদস্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের ডিপোজিটরিতে ইলেকট্রনিক আকারে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) মাধ্যমে এবং বাস্তব আকারে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির কাছে ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (পরিচয় প্রমাণ হিসাবে প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) এবং আধার (ঠিকানা প্রমাণ হিসাবে আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) এর বিবরণ সহ এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেডকে mcssta@rediffmail.com অথবা কোম্পানিকে mers.ltd@gmail.com ঠিকানায় নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

৩. ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানের পদ্ধতিঃ
কোম্পানি NSDL থেকে তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত সকল সিদ্ধান্তে ভোট দেওয়ার জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের পরিষেবা গ্রহণ করেছে। এছাড়াও, যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি তাদের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং এর সুবিধা প্রদান করছে। উপরে প্রদত্ত পদ্ধতিতে সফলভাবে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করার পরে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানের জন্য লগইন শংসাপত্রগুলি সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে উপলব্ধ করা হবে। যে সদস্যরা ইমেল পান না বা যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট / ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত নয়, তারা বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে লগইন শংসাপত্র তৈরি করতে পারেন।

সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত নোট মনোযোগ সহকারে পড়ুন, বিশেষ করে বার্ষিক সাধারণ সভার সময়, রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে
ম্যাথিউ ইসো রিসার্চ সিকিউরিটিজ লিমিটেডের জন্য
স্বা /-রাজশ্রী মুন্দ্রা
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৩।৮।২০২৫

অভিষেক-সঞ্জুতে ভরসা! এশিয়া কাপে গিলকে নিয়ে বড় সিদ্ধান্তের পথে বোর্ড

মুম্বই, ১৮ আগস্টঃ ইংল্যান্ড সফরে ব্যাট হাতে দুরন্ত ছন্দে থাকলেও, এশিয়া কাপের স্কোয়াডে জায়গা নাও পেতে পারেন তরুণ টেস্ট অধিনায়ক শুভমন গিলের। দল নির্বাচনের আগে ভারতীয় ক্রিকেট মহলে চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছে এই খবর। সূত্রের খবর অনুযায়ী, টিম ম্যানেজমেন্ট শুভমনকে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে উপযুক্ত মনে করছে না। তাই আসন্ন এশিয়া কাপের স্কোয়াডে তাঁকে না রাখার সিদ্ধান্তেই সায় দিতে চলেছে বোর্ড। এশিয়া কাপের দল ঘোষণা হতে পারে মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট। তার আগে দল গঠনের নেপথ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে পারে নির্বাচক কমিটি। সূত্র বলছে, বিসিসিআই নির্বাচকরা এবং কোচ গৌতম গম্ভীর এই মর্মেই পরিকল্পনা করছেন যে, অভিষেক শর্মা ও সঞ্জু স্যামসনের ওপেনিং জুটিকে ভাঙতে নারাজ তাঁরা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি বাদ পড়ছেন শুভমন গিল? শুধু গিল নন, একইভাবে প্রথম একাদশের বাইরে থাকতে হতে পারে যশস্বী জয়সওয়ালকেও। কারণ দলের পরিকল্পনায় অভিষেক ও সঞ্জুর ওপেনিং জুটি এখন বেশ জমাট। ফলে তৃতীয় ওপেনার হিসাবে যশস্বীকে বেঞ্চেই বসে থাকতে হতে পারে। গিলকে স্কোয়াডে রাখা মানে তাঁকে ওপেনিংয়ে নামাতে হবে, আর তার জন্য সঞ্জুকে বসাতে হবে। কিন্তু নির্বাচকরা সঞ্জুকে বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী

নন। ফলে গিলকে দলে না রাখাই সম্ভবত বেছে নিচ্ছেন তাঁরা। এই সিদ্ধান্ত ঘিরে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে শুরু হয়েছে বিতর্ক। ইংল্যান্ডের মাটিতে গিল যেমন ফর্মে ছিলেন, তাতে তাঁকে দলে না রাখা অনেকের কাছেই অবিবেচনাপ্রসূত বলে মনে হচ্ছে। বিশেষত যখন ভারতীয় ব্যাটিং লাইনআপে ধারাবাহিকতার অভাব স্পষ্ট, সেখানে গিলের মতো ব্যাটারকে বাদ দেওয়া ঘিরে প্রশ্ন তুলছেন বিশেষজ্ঞরাও। এদিকে, ব্যাটিং অর্ডারে জায়গা প্রায় নিশ্চিত সূর্যকুমার যাদবের। তিনি ইতিমধ্যেই চোট থেকে সেরে উঠে নেটে অনুশীলন শুরু করেছেন। পাশাপাশি জায়গা পাকা হার্দিক পাণ্ডিয়া, অভিষেক শর্মা এবং সঞ্জু স্যামসনের। মিডল অর্ডারে প্রতিযোগিতায় রয়েছেন রিঙ্কু সিং, তিলক বর্মা এবং শ্রেয়স আইয়ার। যদিও বোর্ড সূত্রের খবর, রিঙ্কু-সূর্য-তিলকের স্থায়ী ত্রয়ীকে ভাঙতে নারাজ নির্বাচকরা। ফলে শ্রেয়স আইয়ারের জায়গা পাওয়া নিয়েও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। উইকেটকিপার হিসাবে সঞ্জু খেললে দ্বিতীয় কিপার হিসেবে জিতেশ শর্মার জায়গা পাওয়া কঠিন। তবে যদি সঞ্জু ওপেন করেন, তাহলে ব্যাক-আপ কিপার হিসেবে জিতেশ স্কোয়াডে থাকবেন বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। পেস বোলিং বিভাগে বুমরাহর উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়ার পথে। তিনি নিজে জানিয়েছেন, গোটা এশিয়া কাপে খেলতে চান। নির্বাচকদের কাছে তিনি তাঁর ফিটনেস ও প্রস্তুতি সম্পর্কে ইতিমধ্যেই বার্তা দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে থাকতে পারেন অর্শদীপ সিং, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ এবং আইপিএলে নজর কাড়া হর্ষিত রানা। ইংল্যান্ড সফরে দারুণ পারফর্ম করলেও মহম্মদ সিরাজকে এই স্কোয়াডে রাখা হবে না বলেই অনুমান। স্পিন বিভাগে বরুন চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদব এবং অক্ষর প্যাটেলেরর জায়গা প্রায় নিশ্চিত। অলরাউন্ডার হিসাবে হার্দিকের সঙ্গে প্রতিদ্বঃদ্বতা চলছে শিবম দুবে ও ওয়াশিংটন সুন্দরের মধ্যে। সবমিলিয়ে এশিয়া কাপে ভারতের দল নির্বাচন ঘিরে চমক থাকছেই। কে থাকবেন, আর কে বাদ পড়বেন? সেদিকেই নজর থাকবে আগামী মঙ্গলবার মুম্বইয়ে নির্বাচক বৈঠকের পরে। তবে শুভমন গিলের সম্ভাব্য বাদ পড়া যে এক বড় বিতর্কের জন্ম দিতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।

ফুটবলারদের চোট নিয়ে উদাসীন ফেডারেশন, খালিদের শিবিরে লিস্টনদের ছাড়বে না মোহনবাগান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ আগস্টঃ রবিবাসরীয় ডার্বিতে হেরে গিয়েছে মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গলের কাছে ডুরান্ডের শেষ আটের লড়াইয়ে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছে হোসে মোলিনার ছাত্ররা। মেরিনার্সের সামনে রয়েছে কঠিন লড়াই। ১৬ সেপ্টেম্বর সল্টলেক স্টেডিয়ামে মোহনবাগান খেলবে তুর্কমেনিস্তানের আহাল এফসির বিরুদ্ধে তাদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে। আর এ জন্য জাতীয় শিবিরে তাদের ফুটবলারদের পাঠাতে চাইছে না গোষ্ঠ পাল সরণির ক্লাব। সবুজ-মেরুন শিবিরের পক্ষ থেকে এদিন জানানো হয়েছে, ফিফা উইন্ডোর বাইরে জাতীয় দলের জন্য ফুটবলার ছেড়ে দেওয়া কোনও ক্লাবের কাছে বাধ্যতামূলক নয়। সেই সঙ্গে এটাও অভিযোগ করা হয়েছে, ফেডারেশন মোটেও ফুটবলারদের কল্যাণের বিষয়ে চিন্তিত নয়। বেঙ্গালুরুতে নতুন কোচ খালিদ জামিলের তত্ত্বাবধানে কাফা নেশনস কাপ খেলার জন্য ১৬ আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে জাতীয় দলের প্রস্তুতি শিবির। প্রথম দিনই শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন ২২ জন ফুটবলার। মোট ৩৫ জনকে শিবিরে ডাকা হলেও ডুরান্ড কাপের জন্য ১৩ জন ফুটবালর শিবিরে যোগ দিতে পারেননি। এর মধ্যে মোহনবাগানেরই ছিলেন সাত জন। এঁরা হলেন, বিশাল কাইথ, লিস্টন কোলাসো, সাহাল আবদুল সামাদ, অনিরুদ্ধ থাপা, দীপক টাংরি ও আপুইয়া। রবিবারের ডার্বিতে হেরে যাওয়ার পর মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষ থেকে এআইএফএফ-কে মেল করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোনও ফুটবলারকে জাতীয় দলের প্রস্তুতি শিবিরের জন্য ছাড়া হবে না। ফুটবলার না ছাড়ার প্রসঙ্গে মোহনবাগানের যুক্তি হল, কাফা নেশনস কাপ ফিফা উইন্ডোর অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি একটি আমন্ত্রণী প্রতিযোগিতা। তাই ফুটবলার ছাড়া ক্লাবগুলির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয়। পাশাপাশি সামনেই তাদের রয়েছে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ। জাতীয় দলের শিবিরে বা ভারতীয় দলের হয়ে খেলতে গিয়ে যদি কোনও ফুটবলার চোট পেয়ে বসেন, তবে ক্লাবের ক্ষতি হয়ে যাবে। যেমনটা এর আগে হয়েছিল আশিক কুরুনিয়ান ও শুভাশিস বোসের ক্ষেত্রে। জাতীয় দলের হয়ে খেলতে গিয়ে এই দুই ফুটবলারই চোট পেয়েছিলেন। কুরুনিয়ান মাঠে ফিরে এলেও, গতবারের অধিনয়াক শুভাশিস এখনও চোটমুক্ত হননি। একই কারণে জাতীয় অনূর্ধ্ব-২৩ দলে ডাক পাওয়া সুহেল ভাট, দীপেন্দু বিশ্বাস, প্রিয়াংশ দুবে ও অভিষেক সিংকেও ছাড়া হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে মোহনবাগান ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

'আমি নিশ্চিত, এশিয়া কাপে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে না', দাবি কেদার যাদবের

নয়াদিল্লি, ১৮ আগস্টঃ ৯ সেপ্টেম্বর থেকে আমিরশাহিতে শুরু হবে এশিয়া কাপ। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের এই টুর্নামেন্টে সব কিছু ঠিকঠাক চললে তিনবার মুখোমুখি হতে পারে ভারত ও পাকিস্তান। ১০ সেপ্টেম্বর ভারত তাদের গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে নামবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে। এরপর ১৪ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। তবে সব ঠিক থাকলে নকআউট পর্ব ও ফাইনালেও মুখোমুখি হতে পারে এই দুই প্রতিবেশী দেশ। বিসিসিআই এই টুর্নামেন্টের আয়োজক দেশ হলেও ভারত-পাকিস্তান বর্তমান সম্পর্কের প্রেক্ষিতে এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হচ্ছে আমিরশাহিতে। যদিও এই টুর্নামেন্ট নিয়ে উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন, ভারত কি আদৌ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে? আসলে পহেলগাম ঘটনার পর থেকে সম্পর্ক আরও তলানিতে ঠেকেছে দুই পড়শি দেশের। পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি হানায় মারা গিয়েছিলেন ২৫ জন পর্যটক ও এক জন স্থানীয় বাসিন্দা। এই ঘটনার পর থেকেই গোটা দেশ জুড়ে দাবি উঠেছে, সর্বক্ষেত্রে বয়কট করা হোক পাকিস্তানকে। যার মধ্যে রয়েছে ক্রীড়াক্ষেত্রও। এই বিষয় নিয়ে এর আগেই নিজেদের আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন, হরভজন সিং, ইরফান পাঠানের মতো প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। এবার সেই সুরেই সুর মেলালেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অলরাউন্ডার কেদার যাদব। তিনি বলেছেন, ''আমার মনে হয় ভারতের কখনওই খেলা উচিত নয়। ভারতের কথা বলতে গেলে, তারা যখনই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলেছে, সবসময় জিতেছে। কিন্তু এই ম্যাচটি (পাকিস্তানের সঙ্গে) খেলা উচিত নয়, মোটেও নয়। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, খেলা হবে না।'' গত মাসে, যুবরাজ সিংয়ের নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন্স দল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচটি বয়কট করেছিল। গ্রুপ পর্বের পর, ভারত সেমিফাইনালেও পাকিস্তানের সঙ্গে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

দলীপের প্রথম ম্যাচ থেকে ছিটকে গেলেন ঈশান কিশান, পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক অভিমন্যু

ভুবনেশ্বর, ১৮ আগস্টঃ গত কয়েক বছর ধরেই টিম ইন্ডিয়া টেস্ট স্কোয়াডের দরজায় কড়া নাড়ছেন বাংলার ওপেনার অভিমন্যু ঈশ্বরণ। কিন্তু স্কোয়াডেও থাকলেও জায়গা হয়নি প্রথম একাদশে। ইতিমধ্যেই সামলেছেন বাংলা ও ভারতীয় 'এ' দলের অধিনায়কের দায়ভার। গত ইংল্যান্ড সফরেও ভারতীয় টেস্ট দলে ছিলেন তিনি। এবার ঈশান কিশানের চোট তাঁর ঘাড়ে সঁপে দিল আরও একটি বড় দায়িত্ব। ঈশান কিশান চোটের কারণে দলীপ ট্রফির প্রথম ম্যাচ থেকে ছিটকে গিয়েছেন। ওড়িশা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটারের বাদ পড়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছে, ঈশানের জায়গায় আশীর্বাদ সোয়েনকে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। টুর্নামেন্টে ইস্ট জোন দলের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল ঈশানের, কিন্তু এখন তাঁর অনুপস্থিতিতে সহ-অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ অধিনায়কত্বের দায়িত্ব নেবেন। আশীর্বাদের মূল দলে অন্তর্ভুক্তির কারণে স্বস্তিক সামালকে স্ট্যান্ডবাই রাখা হয়েছে। ঈশানের চোট কতটা গুরুতর, তা এখনও জানা যায়নি। ওড়িশা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তাদের রাজ্যের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার আশীর্বাদ সোয়েনকে দলীপ ট্রফির জন্য পূর্বাঞ্চলের দলে নির্বাচিত করা হয়েছে। ঈশানকে শেষবার কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ ডিভিশন ১-এ নটিংহ্যামশায়ারের হয়ে খেলতে দেখা গিয়েছিল। তিনি কাউন্টি দলের হয়ে দু'টি লাল বলের ম্যাচে দু'টি অর্ধশতক করেছিলেন। পাশাপাশি ঈশানকে ম্যাচে স্পিন বোলিং করতেও দেখা গিয়েছে। এদিকে, ইংল্যান্ডের কঠিন সফরের পর বিশ্রাম নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলার পেসার আকাশ দীপ। তাই তাঁকে পূর্বাঞ্চলের প্রাথমিক দলে রাখা হলেও পরে বাদ দেওয়া হয়েছে। ২৮ আগস্ট বেঙ্গালুরুতে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে পূর্বাঞ্চল উত্তরাঞ্চলের মুখোমুখি হবে।

পূর্বাঞ্চলের স্কোয়াড- অভিমন্যু ঈশ্বরন (অধিনায়ক), সন্দীপ পট্টনায়ক, বিরাট সিং, দানিশ দাস, শ্রীদাম পল, আশীর্বাদ সোয়েন, শরণদীপ সিং, কুমার কুশাগ্র, রিয়ান পরাগ, উৎকর্ষ সিং, মনীষী, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, মুকেশ কুমার, শমীন কুমার।

স্ট্যান্ডবাই- মুখতার হুসেন, বৈভব সূর্যবংশী, স্বস্তিক সামল, সুদীপকুমার ঘরামি, রাহুল সিং।

এশিয়া কাপের আগে সূর্যকে নিয়ে বিরাট সার্টিফিকেট বরুণ চক্রবর্তীর

মুম্বই, ১৮ আগস্টঃ এক সময় ক্রিকেটটাই ছেড়ে দেবেন ঠিক করেছিলেন। সাফল্য ছিল না। মিস্ট্রি বোলার তাঁর রহস্যটাই হারিয়ে ফেলেছিলেন। ভারতীয় টিমের হয়ে তো বটেই, আইপিএলে কেকেআরের হয়েও সেভাবে সাফল্য মেলেনি। হতাশায় ডুবে থাকা ক্রিকেটার যখন ক্রিকেট ছেড়ে অন্য কিছুর ভাবনায় ডুবে, তখনই অবিশ্বাস্য ডাক পেয়েছিলেন ভারতীয় দলে। না হলে হয়তো হারিয়েই যেতেন। সেই ফিরে আসাই আবার প্রচারে ফিরিয়েছেন। ভক্তরা নতুন করে চিনেছেন ম্যাচ উইনার স্পিনারকে। সেই বরুণ চক্রবর্তী এশিয়া কাপের ঠিক আগে টি-টোয়েন্টি ক্যাপ্টেন সূর্যকুমার যাদব ও কোচ গৌতম গম্ভীরকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। কী বলেছেন তিনি? বরুণ বলেছেন, ''সূর্য আর গৌতম গম্ভীর আমার প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে বড়

ভূমিকা নিয়েছিল। বাংলাদেশ সফরের আগে সূর্য আমাকে বলেছিল, তোমার দিকে নজর আছে আমার। দেখা যাক কী হয়, তবে তোমাকে দলে চাই। সূর্য অনেকটা রোহিত শর্মার মতো ক্যাপ্টেন। টেকটিক্যালি ভীষণ ভালো ক্যাপ্টেন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ওকে এমন কিছু দিয়েছে যা ওকে ভালো ক্যাপ্টেন হিসেবে গড়ে তুলেছে। ভীষণ ভালো মনের মানুষ। বোলারদের উপর কখনও চাপ তৈরি করে না। ওর মতো ক্যাপ্টেন পাওয়া বোলারদের কাছে বড় ব্যাপার।''

'আমরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করতাম'

চ্যাপেল জমানার অজানা কাহিনি সামনে আনলেন ইরফান

লখনউ, ১৮ আগস্টঃ একের পর এক অজানা কাহিনি প্রকাশ্যে আনছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার ইরফান পাঠান। ১৯ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। বাঁহাতি এই পেসারের সুইংয়ে রীতিমতো বিপর্যস্ত হয়ে পড়তেন বাঘা বাঘা ব্যাটাররা। কিন্তু প্রতিভা অনুযায়ী তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ার দীর্ঘায়িত হয়নি। দু'দিন আগেই তিনি

জানিয়েছিলেন, ২০০৯ সালে তিনি বাদ পড়েছিলেন তৎকালীন জাতীয় অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি চাননি বলেই। এবার পাঠান তোপ দাগলেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ গ্রেগ চ্যাপেলের বিরুদ্ধে। অনেকেই বলে থাকেন, প্রাক্তন এই অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়কের হাতে পড়ার পরই ইরফান পাঠানের হাত থেকে বেরিয়ে আসত রামধনুর মতো বাঁকানো বিষাক্ত সুইং। পাশাপাশি চ্যাপেল জমানাতেই ব্যাটিংয়ে প্রভূত উন্নতি করে হয়ে উঠেছিলেন আদর্শ অলরাউন্ডার। তবে পাঠান এবার চ্যাপেলের আমলের কালো অধ্যায় প্রকাশ্যে এনেছেন। লালনটপকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পাঠান বলেছেন, সিনিয়র ও জুনিয়র ক্রিকেটারদের সম্মান দেখানোর ক্ষেত্রে চ্যাপেলের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। সবাইকে একই চোখে দেখতেন। সিনিয়র ক্রিকেটারদের কখনওই আলাদা গুরুত্ব দিতেন না। ভারতের এই প্রাক্তন ক্রিকেটার বলেছেন, ''চ্যাপেল একটু বেশিই আগ্রাসী ছিলেন। তিনি যে কাউকেই বলে দিতে পারতেন, পারফর্ম করতে না পারলে বসিয়ে দেওয়া হবে। আর এটা তিনি সবার সামনেই বলতেন। আমার মনে হতো, এটা কিছুটা বাড়াবাড়ি ছিল।'' ইরফান পাঠান এই প্রসঙ্গে একবার চ্যাপেলের সঙ্গে কথাও বলেছিলেন। পাঠান এই প্রসঙ্গে বলেছেন, ''আমি তাঁকে বলেছিলাম, বাদ দেওয়ার বিষয়ে আপনার মনোভাব আমরা জেনে গিয়েছি। এর ফলে ক্রিকেটাররা কিন্তু নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। এরপর তিনি আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন, কিছুটা হয়তো বিরক্তও হয়েছিলেন। তবে, পরে বুঝতে পেরেছিলেন, আমিই ঠিক ছিলাম।'' ইরফানের মতে চ্যাপেল ভারতীয় সংস্কৃতিকে সম্মান করতেন না। তিনি ভারতীয় দলের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান সংস্কৃতি ঢোকাতে চেয়েছিলেন। যা কখনওই সম্ভব নয়। পাঠান বলেন, ''আমি যদি বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা বা ইংল্যান্ডে কোচিং করাতে যাই এবং তাদের সংস্কৃতি মেনে না চলি, তবে কি তারা আমাকে গ্রহণ করবে? তাঁর (চ্যাপেল) উদ্দেশ্য হয়তো সঠিক ছিল। তিনি চেয়েছিলেন আমরা হার্ড ক্রিকেট খেলি। কিন্তু ক্রিকেটাররা কে কোন পটভূমি থেকে এসেছে, সে সব নিয়ে তিনি কোনও পরোয়াই করতেন না।'' এই প্রসঙ্গে ইরফান পাঠান তাঁর কাউন্টি খেলার প্রসঙ্গ সামনে এনেছেন। ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালের ম্যাচ সেরা এই ক্রিকেটার বলেন, ''আমি যখন মিডলসেক্স কাউন্টির হয়ে খেলতাম, তখন ম্যাচের চারদিন শেষ হওয়ার পর পঞ্চম দিন মাঠে নামার আগে একটি পানশালায় জড়ো হতাম। আমি মদ্যপান না করলেও তাদের সংস্কৃতি মেনে নিয়েছিলাম। তুমি দলের একটা অংশ, তোমাকে মিশে যেতেই হবে। চ্যাপেল যদি সেটা করতেন, তবে তিনি সেরা কোচ হয়ে উঠতে পারতেন।''

ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বাজে হারের পর নেইমার বললেন, 'আমি লজ্জিত', কোচ বরখাস্ত

চোট পেয়ে ক্যারিয়ারের নানা সময়ে কান্নাভেজা চোখে মাঠ ছেড়েছেন নেইমার। এবারও তার চোখে দেখা গেল জল। তবে চোটের কারণে নয়, বড় পরাজয়ের ব্যথায়! ক্যারিয়ারের জঘন্যতম হারের পর ব্রাজিলিয়ান তারকার হৃদয়ের ক্ষত যেমন চোখের জল হয়ে ঝরল, তেমনি ফুটে উঠল তার কণ্ঠেও। আবেগের বিস্ফোরণে বললেন, এমন কিছুর অভিজ্ঞতা তার আগে হয়নি।

সাও পাওলো, ১৮ আগস্টঃ ম্যাচ শেষে আবেগ সামাল দিতে পারলেন না নেইমার। মাঠে বসেই কাঁদতে শুরু করলেন। কয়েকজন এগিয়ে এসে চেষ্টা করলেন সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু একটু আগে যিনি ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বাজে হারের সাক্ষী হলেন, তিনি কি খুব সহজে দুঃখ ভুলতে পারেন! নেইমারেরও নিশ্চিতভাবে এই ধাক্কা সামলাতে সময় লাগবে। গতকাল রাতে ভাস্কো দা গামার বিপক্ষে ৬-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে নেইমারের সান্তোস। ব্রাজিলিয়ান লিগ সিরি আ'র এই ম্যাচে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই গড়তে পারেনি নেইমারের দল। ম্যাচের প্রথমার্ধে অবশ্য মাত্র এক গোল খেয়েছিল সান্তোস। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ভাস্কো দা গামা একে একে পাঁচবার বল জড়ায় সান্তোসের জালে। এই ম্যাচের আগে নেইমারের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় হার ছিল ৪-০ গোলের। ২০১১ সালে সান্তোসে খেলার সময় বার্সেলোনার বিপক্ষে (ক্লাব বিশ্বকাপের ম্যাচ) এবং ২০১৭ সালে বার্সেলোনায় খেলার সময় পিএসজির বিপক্ষে (চ্যাম্পিয়নস লিগে) এমন হারের স্বাদ পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এবার সেই দুই হারও পেছনে পড়ে গেল। ২০১৪ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে আয়োজক ব্রাজিল জার্মানির কাছে ৭-১ গোলে বিধ্বস্ত হলেও সে ম্যাচে চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিলেন

নেইমার। এই ম্যাচের আগে স্বাভাবিকভাবেই সবার চোখ ছিল নেইমার ও তাঁর জাতীয় দল সতীর্থ ফিলিপে কুতিনিওর দিকে। নেইমার প্রতিনিধিত্ব করছিলেন সান্তোসের আর কুতিনিও ভাস্কো দা গামার। মাঠের লড়াইয়ে কুতিনিওর দলের সামনে নেইমাররা যে দাঁড়াতেই পারেননি, সেটি স্কোরলাইনই বলে দিচ্ছে। এমনকি ব্যক্তিগতভাবেও এই ম্যাচে জয় হয়েছে কুতিনিওরই। ভাস্কো দা গামার ৬ গোলের দুটি করেছেন প্রাক্তন লিভারপুল ও বার্সেলোনা ফরোয়ার্ড। গোল দুটি হয় ম্যাচের ৫৪ ও ৬২ মিনিটে। দুর্দান্ত এই জয়ে অবনমন অঞ্চল থেকেও বেরিয়ে এসেছে ভাস্কো দা গামা। ১৮ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে ১৬ নম্বর অবস্থানে আছে তারা। অন্যদিকে এক ম্যাচ বেশি খেলে ২১ পয়েন্ট নিয়ে সান্তোস আছে ১৫ নম্বরে। ম্যাচ শেষে নেইমার বলেছেন, ''আমি লজ্জিত। আমাদের পারফরম্যান্সে আমি সম্পূর্ণ হতাশ। সমর্থকদের প্রতিবাদের পুরোপুরি অধিকার আছে, অবশ্যই সহিংসতা পরিহার করে। তারা যদি গালি দেয় বা অপমান করে, সেটারও অধিকার তাদের আছে।'' নেইমার এ সময় আরও যোগ করে বলেছেন, ''এটা চরম লজ্জার অনুভূতি। জীবনে কখনো এমনটা হয়নি। দুর্ভাগ্যবশত এবার হলো। কান্না এসেছিল রাগ থেকে, যা ঘটেছে সবকিছুর জন্য। দুর্ভাগ্যবশত আমি সবদিক দিয়ে সাহায্য করতে পারি না। যা-ই হোক, পুরো ব্যাপারটাই ছিল একেবারে বাজে, এটাই বাস্তবতা।'' সান্তোসের এত বড় হারের কিছুক্ষণ পরই প্রধান কোচ ক্লেবার হাভিয়েরকে বরখাস্ত করেছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। এক বিবৃতিতে ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের জন্য শুভকামনা জানিয়ে হাভিয়েরকে ছাঁটাইয়ের কথা নিশ্চিত করেছেন সান্তোসই।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com